

একাকিনী

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর
২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন কলিকাতা

আশ্বিন, ১৩৪০

এক টাকা]

প্রিণ্টার—শ্রীশশধর ভট্টাচার্য্য
মাসপয়লা প্রেস
৯০।৩ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

স্নেহের

শ্রীমান্ বাণীকুমার

অনুজতুল্যেষু

আশ্বিন, ১৩৪০

—সৌরীন্দ্রদা

একাকিনী

বেলা প্রায় এগারোটা। কালীঘাট হইতে যে-সব ট্রাম-বাস এ সময় ধর্ম্মতলার দিকে আসে, সেগুলায় তিল-ধারণের ঠাঁই থাকে না! লোক একেবারে ঠাশাঠাশি—বসিয়া, দাঁড়াইয়া, ঝুলিয়া, হেলিয়া কোনো মতে অফিসে পৌছিবার চেষ্টা সকলের।

এমনি একখানা বাস্ আসিয়া যখন ধর্ম্মতলার মোড়ে দাঁড়াইল, তখন ভিড়ের সঙ্গে ধোপদোস্ত পোষাক-পরা এক তরুণীও বাস হইতে নামিল। তরুণীর হাতে ছোট একটা ব্যাগ। বাস্ হইতে নামিয়া তরুণী সুরেন্দ্রনাথ বানার্জ্জী রোডের অভিমুখে দ্রুত পায়ে চলিল।

কর্পোরেশন অফিসের সামনে মস্ত উঁচু চার-পাঁচতলা বাড়ী। দ্বারের সামনে সিঁড়ি ও লিফ্‌ট্। সেই দ্বারে প্রবেশ করিয়া লিফ্‌টে চড়িয়া তরুণী সোজা তেতলায় উঠিল। তেতলায় একটা দ্বারে পিতলের ফলকে লেখা আছে—THE CALCUTTA PUBLISHERS. তরুণী সেই দ্বার দিয়া এক মস্ত হলে প্রবেশ করিল। হলের মধ্যটা কাঠের পার্টিশনে ভাগ করা; পায়রার খোপের মত অসংখ্য ঘরে পূর্ণ। তরুণী প্রবেশ করিতে সাহেবী-পোষাক-পরা একজন মোটা বাঙালী ডাকিলেন—সুনন্দা দেবী...

সে-আহ্বানে তরুণী তাঁর পানে চাহিলে বাঙালী সাহেবটি দেওয়ালে-সংলগ্ন বড় ঘড়ির পানে নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন—আমাদের ঘড়িটা বোধ হয় ফাষ্ট যাচ্ছে না! তোমার ঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে ত্থাখো তো!

অপ্রতিভ হাসি মুখে সুনন্দা কহিল—একটু দেরী হয়ে গেছে।

বাঙালী সাহেব বলিলেন—বাসে বড্ড ভিড়,—তাই?

সুনন্দা কহিল—তা নয়। আমার নিজের একটু কাজ ছিল, মিষ্টার বোস।

বাঙালী সাহেবের নাম জটাই বোস্। এ ফার্ম্মের তিনি ম্যানেজিং ডাইরেক্টার। মিষ্টার বোস্ বলিলেন—শুধু আজ নয়—উপরি-উপরি চার দিন তুমি লেট্! নিজের কাজে নিত্য এমন দেরী করলে কোম্পানির কাজ suffer করে।

কথার হুলটুকু মনে বিঁধিল। সুনন্দা কহিল—অফিস থেকে রোজই বেরুই সন্ধ্যা ছ'টায়। পাঁচটার পর এক ঘণ্টা থাকি, সে-জন্য কোনো কথা তুলি না তো!

বক্র হাসি-মুখে মিষ্টার বোস্ বলিলেন,—Very kind of you. (তোমার অপার করুণা) সামনে পূজো...জানো তো, কতক-গুলো, নতুন বই ছেপে বার করতে হচ্ছে! পূজোয় বোনাস্ দেবে কোম্পানি—সে announcementও করেচে—জানো!

সংক্ষেপে সুনন্দা কহিল,—জানি।

বলিয়া সে নিজের ঘরে গিয়া চেয়ারে বসিল। টেব্‌লের উপর রাশীকৃত প্রুফ। ফ্যানের সুইচ্ খুলিয়া সুনন্দা প্রুফের তাড়া খুলিল।

একাকিনী

কোম্পানিটি নূতন ; সবে-মাত্র এই বৈশাখ মাসে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। জটাই বোসের অঢেল পয়সা—তার উপর লিখিবার সখ প্রচণ্ড। কোনো প্রকাশক তার বহি নিজ-হইতে ছাপিতে চায় না—নামজাদা মাসিকে বহু গল্প পাঠাইয়া সেগুলা প্রকাশের কোনো ব্যবস্থাও করিতে পারে নাই—তাই জটাই বোস এই কোম্পানি খুলিয়াছে। একখানা সাপ্তাহিক কাগজও বাহির হইতেছে ; তাছাড়া নিজের এবং বন্ধু-বান্ধবের লেখা কয়েকখানি গ্রন্থ ছাপিয়া কোম্পানির কাজ সুরু করিয়াছে। তার উপর এই পূজার সময়ে কয়েকজন নাম-জাদা লেখকের লেখা মূল্য দিয়া প্রকাশ-স্বত্ব কিনিয়া ছাপিতে আরম্ভ করিয়াছে। কোম্পানির কাজে সুবিধার জন্য দুজন বাঙালী তরুণীকে অফিসের কাজে লইয়াছে। সুনন্দা ম্যাট্রিক পাশ করিয়া সংসার-সমুদ্রে কূলের কোনো সন্ধান পাইতেছিল না—গতানুগতিক পথে চলিতে তার বাধিতেছিল। নিজের অল্প অভিজ্ঞতায় সংসার-সাগরে সে শুধু লোণা জলেরই সন্ধান পাইয়াছে—মণি-রত্ন কোথাও আছে বলিয়া বোধ হয় না! মনও কাজেই লবণাক্ত হইয়া আছে! নিজে একা থাকিয়া জীবন কাটাইবে, এমনি বাসনা নানা ঘটনায় তার মনে বেশ আঁটিয়া বসিয়াছিল। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিয়া এই ফার্মে সে দরখাস্ত পেশ করে এবং তাকে বেশ 'স্মার্ট' দেখিয়া জটাই বোস্ আশি টাকা বেতনে তাকে নিযুক্ত করিয়াছে।

সুনন্দার কাজ প্রুফ দেখা এবং বৈকালের দিকে কোম্পানির প্রকাশিত বইগুলার বিক্রয় ক্যান্‌ভাশ্ করা। চেহারা খুব সুশ্রী না

হইলেও কথাবার্ত্তা কহিতে জানে, বুদ্ধির একটা দীপ্তি আছে—বেশ-ভূষা পরিচ্ছন্ন—কাজেই ক্যানভাসিঙয়ের কাজ তার দ্বারা মন্দ চলিতেছিল না! অপর রমণীটির নাম গীতা দত্ত। গীতার প্রধান কাজ ক্যান্‌ভাশিং ও বিজ্ঞাপন-সংগ্রহ।

সুনন্দা থাকে মনোহর-পুকুরে। একটা চার-তলা বাড়ীর তিন তলায় দেড়খানা কামরা লইয়া সে বাস করে। কোনো কূলে তার আত্মীয়-স্বজন কেহ নাই! কোম্পানির কাজ করিয়া যেটুকু সময় পায়, সেই অবসরে খোলা জানালা দিয়া মুক্ত নীল আকাশের পানে চাহিয়া সে আকাশ-কুসুম চয়ন করে, করিয়া সে-কুসুমে মালা গাঁথে! এমনি করিয়া দিন কাটে—কোনোদিক দিয়া কোনো অনুযোগ ওঠে না।

গভীর মনোযোগের সহিত সুনন্দা প্রুফ দেখিতেছে, পাশে আসিয়া দাঁড়াইল বিভোর দত্ত। বিভোর এ-কোম্পানির একজন ডাইরেক্টার; তার পয়সা আছে। জটাই বোস বন্ধু—কিছু শেয়ারও গতাইয়াছে। বিভোরের কাজকর্ম্ম নাই, তাই যখন-তখন অফিসে আসে, সকলের সঙ্গে আলাপ করে, কথা কয়! সুনন্দার সঙ্গে হৃদ্যতা জন্মিয়াছে!

সস্মিত কণ্ঠে বিভোর কহিল,—কোন্ বইয়ের প্রুফ দেখা হচ্ছে সুনন্দা দেবী?

সুনন্দা কহিল,—বড় সাহেবের নতুন গল্পের বই।

বড় সাহেব জটাই বোস্।

সুনন্দার কথায় মৃদু হাস্যে বিভোর একবার জটাইয়ের কামরার

উদ্দেশ্যে বক্র কটাক্ষে চাহিল, চাহিয়া পরে কহিল—Ah, that silly ass ! (ঐ বোকা গর্দ্দভটা !)...তা এ চাকরির চেয়ে ঢেঁকিতে চাল কোটার কাজ কি বেশী নীরস, স্থনন্দা দেবী ?

কথার অর্থ না বুঝিয়া স্থনন্দা বিভোরের পানে চাহিল, নিমেষের জন্য। কহিল,—তার মানে ?

হাসিয়া বিভোর কহিল—সব কথার সব সময়ে কি সরলার্থ থাকে স্থনন্দা দেবী ! এর মানে-টানে নেই।...তবু মানে শুন্‌তে চান, মানে বলি। সে কাজটা কি জটাইয়ের লেখার প্রুফ দেখার চেয়েও নোঙরা ? All this filth of an uncultured mind ! (অশিক্ষিত মনের যত আবর্জ্জনা !)

স্থনন্দা কোনো কথা না বলিয়া প্রুফের কাগজে মনোনিবেশ করিল। বিভোর ক্ষণেক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, পরে কহিল—Does he really write ? But what worthy things...? (ও সত্যই লেখে ? কিন্তু কি সে মূল্যবান বস্তু...?) একটা স্লিপ পড়ে দেখি...যেটা আপনার দেখা হয়েচে...

স্থনন্দার উত্তরের কেয়ার না করিয়াই বিভোর কাটা প্রুফের একটা গেলি হাতে তুলিয়া লইল ; তার কয়েকটা ছত্রে চোখ বুলাইয়া হাসিয়া কহিল,—Nonsense ! What docs he want to say ? (মূর্খ ! কি সে বলিতে চায় ?) ছটো কথা জুড়তে জানে না, অথচ সখ, নভেলিষ্ট হবে ! না...স্বায়ত্ত-শাসনের সব আশা এই জানোয়াররাই ছুশো বছর পেছিয়ে দেবে, দেখচি। Back to savage days again ! (আবার সেই বর্ব্বর যুগে ফেরা !)

আচ্ছা, আপনি প্রুফ দেখলেন তো, এ লাইনটার মানে কি বুঝলেন, বলুন...

চকিতের জন্য প্রুফ দেখা রাখিয়া সুনন্দা সকৌতুক দৃষ্টিতে বিভোরের পানে চাহিয়াছিল ; পরক্ষণে মনে হইল, সে আদার ব্যাপারী, এ সব বড় জাহাজের খবরে তার কি প্রয়োজন ! মাস গেলে আশি টাকা পাওয়া লইয়া তার কাজ। এ টাকা না পাইলে তার দিন চলিবে না ! অতএব...

কিন্তু বিভোরের কেমন রোখ চাপিয়াছিল। সুনন্দার প্রুফের কাগজ টানিয়া সে কহিল,—না, Please, Please. (মিনতি) দয়া করে এর মানে আপনাকে বলে দিতেই হবে। প্রুফ দেখচেন,...বই হবে—সে বই সাধারণে পড়বে—পড়ে মানে বুঝবে তো !

সুনন্দা অপ্রতিভের ভাবে কহিল,—আমায় ও সব কেন জিজ্ঞাসা করচেন, বিভোর বাবু ! আমি মাছি-মারা কেরাণী মাত্র। লেখা মিলিয়ে ভুল যা পাচ্ছি, কাটচি—'গ' এর জায়গায় 'প', 'স' এর জায়গায় 'ন'—এই নিয়ে আমার ব্যবসা !

বিভোর কহিল,—না, আমি ছেড়ে কথা কইবো না। ওকে দেখাচ্ছি ! এই সব যা-তা লিখে জাঁক কত ! আমরা ভাবি, সত্যি মস্ত লেখক ! বখামি না করে বই লেখে ! বড় বড় কথা কয়—বলে, বঙ্কিম চাটুয্যে কিস্সু নয় ! রাজ্যের fossil literature (মরা সাহিত্য) লিখে গেছেন ! রবীন্দ্রনাথ মামুলি—এমনি সব silly yet long talks (বোকা অথচ লম্বা কথা) বলে ! একদম

সাহিত্যের হাতী বনেচে! যাকে খুশী গদিতে বসাচ্ছে, যাকে দেখতে পারে না, তাকে গদিচ্যুত করচে! বেশ তো বাপু, পৈতৃক অর্থ আছে, বৈঠকখানায় শুয়ে থাক্‌গে, আর মোসাহেব প্রতিপালন কর্ গিয়ে—বাংলাদেশের বনেদি চাল যা আছে, তাই নিয়ে থাক্...তা শোনে না!

সুনন্দা সে কথায় কর্ণপাত করিল না : এক মনে নিজের কাজ করিতে লাগিল।

প্রুফের গেলিটা লইয়া বকবক্ করিতে করিতে বিভোর ওদিকে গেল জটাইয়ের টেবিলে।

কয়েকদিন পরের কথা।

জটাই বোসের নূতন গল্পের বই বাহির হইয়াছে। অফিসের বাঁধা রুটিন ধরিয়া সুনন্দা আর একটা বইয়ের প্রুফ দেখিতেছিল, জটাই আসিয়া কহিল—কি করচো মিস্ ঘোষ?

সুনন্দা কহিল—"তিলকা-মঞ্জরী"বই ছাপা হচ্ছে। তার প্রুফ...

জটাই কহিল,—ঐ চণ্ডীদাস সামন্তর লেখা তো?...তা ও বই রাখো, রেখে একবার এসো। একটা জরুরি কাজ আছে।

মনিবের হুকুম। সুনন্দাকে আসিতে হইল।

জটাই কহিল—একটু কাজ করতে হবে।

সুনন্দা কহিল—বলুন।

জটাই কহিল,—মানে,আমার ঐ নতুন বইখানা, ঐ "ডাফোডিল-মালা"—নতুন যেটা বেরুলো...

সুনন্দা কোনো জবাব না দিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে জটাইয়ের পানে চাহিয়া রহিল।

জটাই কহিল—ওর একটা ভালো সমালোচনা লিখে দাও দিকিনি। আমি নিজে একটা লিখেচি। সে সমালোচনা আমার নিজের কাগজে বেরুবে। সমালোচকের নাম থাকবে অবশ্য--বীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী। তার একটু নাম-ডাক আছে সমালোচক বলে! তা তাকে দিয়ে লেখাতে পারলুম না। ভারী গুমর! বলে, সময় পাচ্ছি না ভাই!—অগত্যা নিজেই একটা সমালোচনা লিখে ফেললুম।

সুনন্দা কুণ্ঠা-বিজড়িত স্বরে কহিল,--তাঁর নামে সমালোচনা বেরুলে তিনি যদি সে কথা অস্বীকার করেন?

জটাই কহিল,—ক্ষেপেচো! এর দরুণ নগদ পনেরোটি টাকা তাকে দিচ্ছি! তার পেশা এই। কাগজ-ওয়ালারাও জানে না—আড়াল থেকে ব্যবস্থা হয়। যে-লেখক বা প্রকাশক নগদ কিছু দর্শনী দেয়, তার বইয়ের ভালো সমালোচনা করে; আর যার কাছ থেকে পয়সা পায় না, তার কপালে তেঁতুল গোলা! থিয়েটারের প্লে, বায়োস্কোপের ছবি—সমস্ত সমালোচনার ব্যাপারে তার এই প্রিন্সিপল্...

এ সব কাহিনী সুনন্দার ভালো লাগিতেছিল না। পরচর্চ্চা তার ধাতে কেমন সহে না। সারা জীবন দুঃখ-কষ্টের সহিত লড়িয়া আসিতেছে; তার ফলে বোধ হয় পরের আঘাত খাইয়াই প্রকৃতি এমন ধীর শান্ত গড়িয়া উঠিয়াছে!

সুনন্দা কহিল,—আমায় কি করতে হবে, বুঝিয়ে দিন।

জটাই কহিল—তোমার প্রুফ দেখা কাজ আর কাকেও দিচ্ছি আমি। তুমি প্রুফ রেখে আমার ঐ ডাফোডিল-মালা' বইয়ের সমালোচনা লিখে দাও। খুব প্রশংসা করবে—লিখবে, মোপাসা, রবীন্দ্রনাথ—এঁদের গল্প ফাঁকি! ছোট গল্পের যা জান্, সে সব গল্পে তা নেই। ছোট গল্পের যা কিছু লক্ষণ, তা এই প্রথম প্রকাশ পেলো শ্রীযুত জটাই বোসের রচনায়! শেষে আর একটা লাইন add করতে পারো—যে, বাঙলার বায়োস্কোপ-ওয়ালারা যা-তা গল্প নিয়ে বাঙলা ছবি তুলচে, তারা যদি মানুষ হতে চায়, পয়সা পেতে চায়, international market (সারা দুনিয়াকে খরিদ্দার) চায় তো জটাই বোসের শরণ নিক্। এমনি পাঁচ রকম গুছিয়ে লিখে ফ্যালো —লক্ষীটি। আমি তার পর finishing touchগুলো দিয়ে দেবো'খন! বুঝলে, you will of course have some reward for this work! (এর জন্য তুমি অবশ্য কিছু পুরস্কার পাইবে)

সুনন্দা মাথা নাড়িয়া জানাইল, সমালোচনা সে লিখিবে।

জটাই কহিল,—আজই চাই। না হলে পূজা-নাম্বার কাগজে বার করা দায় হবে।

সুনন্দা কহিল,—চেষ্টা করে দেখি।...কিন্তু সমালোচনা তো কখনো লিখিনি!

জটাই কহিল,—ও-লেখা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। কতকগুলো চেক্‌নাই কথা চাই। ব্যস্! Help (সাহায্য) পাবে'খন—আমি কতকগুলো কাগজ তোমায় দিচ্ছি—সমালোচনা-লেখা কাগজ। তা থেকে কথা বেছে নিয়ো। তবে যা লিখবে, গল্পগুলোর সঙ্গে যেন

সে লেখার যোগ থাকে।...অর্থাৎ সমালোচনা লেখা একটা আর্ট! ...আচ্ছা, আমি তোমায় শিখিয়ে দেবো! চাই কি, আমাদের সাপ্তাহিকে কী হপ্তায় তুমিই ঐ বেতার-টেতারের সমালোচনা লিখো—regularly (নিয়মিত ভাবে)। তা লিখলে মাসে আরো দশ টাকা আয় বাড়িয়ে ফেলতে পারবে।...কি বলো?

মাহিনা বাড়িবার আশায় সুনন্দা খুশী হইল। মৃদু হাসিয়া সে কহিল,—আচ্ছা!...

কিন্তু লিখিতে বসিয়া বিপদ বাধিল। বিভোরের সেদিনকার সেই কথা মনে জাগিতেছিল,এ কি লেখা! কোথাও সামঞ্জস্য নাই—ষ্টাইলও অপরূপ! প্রুফ দেখিতে বসিয়া শুধু সে ভুল কাটিয়াছে, রচনার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে নাই! ঐ যে "ষাঁড়াষাঁড়ির বাণ" গল্পে লিখিয়াছে—"টুকরো ঝুরো আশাগুলো বটের ঝুরির মতো দীপকের মনের পাতালে গজিয়ে উঠছিল। সেগুলোর 'পরে সাহানার দরদ-ভরা প্রাণের রূপালি বাতাস না লাগায় সেগুলো ক্রমে পাথরের মত শক্ত হয়ে দাঁড়ালো! মনে যেন আব গজিয়েছে! অস্বস্তির চূড়ান্ত। সাহানা বসে গান গায়—দীপক তার মনের রন্ধ্রে আগুন জ্বালায়" ইত্যাদি।

সুনন্দা অস্থির হইয়া উঠিল। এ-কালের দু-চারিটা লেখা চাকুরির দায়ে তাকে পড়িতে হয়! এমনি সব লাগসৈ কথার ঝাপটা চোখের সামনে দিয়া ঘোড়-সওয়ারের মত দীপ্ত ভঙ্গীতে ছুটিয়া যায়,—সেগুলা প্রাণী, না কবন্ধ, বাঙলা, না, মাডাগাস্কারী বুঝা যায় না। কাজেই মনের দ্বারে কোনো ভাব জাগায় না!

লেখার জালে সে কথাগুলোকে জটাই আশ্চর্য্যভাবে বন্দী করিয়াছে! সত্যই তো, এ-সব কথার অর্থ কি?

বহু আয়াসেও সে অর্থ বুঝিল না। জটাইয়ের তাগিদের শ্লিপ আসিতে লাগিল। তাগিদের জ্বালায় পাঁচ-সাতটা সমালোচনা দেখিয়া তাহা হইতে দুর্ব্বোধ কটা লাইন বাছিয়া সাজাইয়া এক কলম লেখা সম্পূর্ণ করিয়া সুনন্দা সে লেখা আনিয়া জটাইয়ের সামনে ধরিয়া দিয়া কহিল—দেখুন তো, সুবিধে-মত হয়নি। তবু আপনি যদি কিছু দাঁড় করাতে পারেন, দেখুন!

জটাই পড়িল,—বাঃ, সেই বিখ্যাত সমালোচক দুর্জ্জয় বাবুর ষ্টাইলে পত্রচ্ছলে লেখা হইয়াছে, তাঁর বাঁধা গৎ পর্য্যন্ত ইহাতে আছে!

—"আমায় বই পাঠিয়েচো—ধন্যবাদ! কিন্তু ও কি কথা! সমালোচনা করে দিতে হবে! আমার যে ঐখানেই বাধে! পড়তে সাধ খুব কিন্তু যখনি মনে হয়, সমালোচনা লিখতে হবে তখনি হেগেল হাক্সলি, পোপোকাটাপেট্‌ল, মহীরাবণ সবাই যেন মাথার মধ্যে নেচে ওঠে!"

২

পূজার ছুটী।

লোকজন ব্যস্ত হইয়া সহর ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়াছে। কেহ দেশে—কেহ বা সুদূর প্রবাসে। যেন মুক্তির হাওয়া আসিয়াছে! কাজ, রুটিন—সব ছাড়িয়া চলো, ছুটিয়া চলো! বদ্ধ ঘরে বন্ধ নয়! এই জানা আকাশ, জানা বাতাসের মায়া ছাড়িয়া বাহিরে চলো, বাহিরে!

এ-ডাকে সুনন্দাও চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। সেভিংস ব্যাঙ্কের পাশ-বহি বাহির করিয়া দেখিল, তারপর দেখিল, টাইম-টেব্‌ল্‌।

দুনিয়ায় তার কেহ নাই—অথচ এই গণ্ডীর বাহিরে ঐ বৃহত্তর জগৎ—অজানা কত বৈচিত্র্যে তাহা পরিপূর্ণ। সেখানে কত সুখ আছে, কত আনন্দ, কত আরাম! অবস্থা বুঝিয়া হিসাব মিলাইয়া সে চলিল রাঁচিতে।

কাছারির কাছে মোরাবাদির পথে মস্ত দোতলা বাড়ীতে বেঙ্গল হোটেল। ট্যাক্সিওয়ালা সুনন্দাকে আনিয়া সেই হোটেলের দ্বারে নামাইয়া দিল। বাঙালীর পরিচালিত হোটেল—প্রবাসী-জনের বাসের পক্ষে ভারী উপযোগী।

হোটেলে সপরিবারে বহু বাঙালী আসিয়াছে—কেহ-বা একা। দোতলায় বারো নম্বরের কাম্‌রায় সুনন্দা আস্তানা লইল। ভাড়া

কম—খাওয়া-দাওয়া, চাকর-বাকরের ঝক্কি নাই। শুধু খাও দাও, আর যত খুশী বেড়াইয়া বেড়াও! সুনন্দার বুকের উপর হইতে যেন পাথর সরিয়া গেল। তুনিয়ায় বিশ্রামের জন্য এমন ব্যবস্থাও ছিল!

কাহারো সঙ্গে আলাপ নাই, পরিচয় নাই—ভিড়ে সে মিশিতে পারে না! কাজেই সে তু'বেলা পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। একা—কোথায় সঙ্গী মিলিবে? তবে বেড়াইতে বাহির হইয়া দেখে, তার বয়সী মেয়েরা হয় স্বামী, নয় মা-বাপ, ভাই-বোনের সঙ্গে হাসি-গল্পে আকাশ ভরিয়া কি আনন্দে পথে চলিয়াছে! তার মন ধূ-ধূ করিতে থাকে!

কেহ নাই রে, কেহ নাই—জগৎ-সংসারে সে একা। অতীত জীবনের পানে সে ফিরিয়া চাহিল। যতদূর দৃষ্টি চলে—কাহারো মুখ মনে পড়ে না! সে একা...একা। ঐ পাহাড়, ঐ বন-ফুল, ঐ সাঁওতাল নর-নারী,ঐ সুবর্ণরেখা নদী—দেখিয়া প্রচুর আনন্দ! সেই সঙ্গে কত কথা মনে জাগে! কিন্তু সে-আনন্দ কাহাকে জানাইবে? কাহার সঙ্গে কথা কহিবে? শুধু বাতাসে তার নিশ্বাস গিয়া মিশে...সে হাঁটিতেছে, আর হাঁটিতেছে!

মনের খেয়ালে ঘুরিতে ঘুরিতে সেদিন সে বহু দূরে একেবারে সেই জগন্নাথ পাহাড়ে চলিয়া গিয়াছিল। নির্জ্জন জায়গা—শোভা সীমাহীন!

ফিরিবার সময় নির্জ্জন পথ। একা সত্যই পা তুটাকে টানিয়া লইয়া যাইতে কষ্ট হয়। একখানা খালি রিক্‌শ আসিতেছিল—সেই রিক্‌শ ভাড়া করিয়া সুনন্দা হোটেলে ফিরিল।

হোটেলে তখন খাওয়া-দাওয়া চলিয়াছে। মুখ-হাত ধুইয়া সুনন্দা ভৃত্যকে কহিল—আধ ঘণ্টা পরে আমার খাবার পৌঁছে দিয়ো।

ভৃত্য কহিল—বহুৎ খুব।

ঘরে আলো জলিতেছিল—অতি ক্ষীণ তার রশ্মি। পলিতা বাড়াইয়া আলোটুকু দীপ্ত করিয়া বিছানায় বসিয়া বিশ্রাম লইবে—বিছানায় বসিতে গিয়া সে চমকিয়া উঠিল। বিছানায় কে একজন পুরুষ মানুষ! লোকটি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

কে?

চমক ভাঙ্গিলে ঘরের চারিদিকে সে চাহিল। ঘর ভুল করিয়া আর-কাহারো ঘরে ঢোকে নাই তো?

না...এ তো তারি ঘর। ঐ আনলা—আনলায় তার শাড়ী-সেমিজ ঝুলিতেছে। তবে এ লোক?

কোনো বদমায়েস! জানে, সে নারী, একা থাকে! তাই কোনো শয়তানী মতলবে...

ক্রুদ্ধ রূঢ় স্বরে সুনন্দা কহিল—কে তুমি?

লোকটা জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিল—তারপর যেমন পড়িয়াছিল, তেমনি নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল।

সুনন্দা কহিল—শুন্‌চো...বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে...নাহলে এখনি আমি পুলিশে দেবার ব্যবস্থা করবো।

লোকটা তবু নড়ে না!

রাগে সুনন্দার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। এমন বেয়াদব! সে তার পা ধরিয়া জোরে ঝাঁকানি দিল...

ঘুম ভাঙ্গিয়া লোকটা উঠিয়া বসিল। ভদ্র চেহারা, ভদ্র বেশ... দুই চোখ ঘুমে আচ্ছন্ন! বয়স নেহাৎ অল্প নয়—প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি।

বসিয়া বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে সুনন্দার পানে সে চাহিয়া রহিল—যেন স্বপ্ন দেখিতেছে!

সুনন্দা কহিল—আমার ঘরে...?

লোকটা কহিল—আপনার ঘর! সহজ স্বর। প্রশ্ন করিয়া সে চারিদিকে চাহিল—চাহিতে আচ্ছন্ন ভাব কতক যেন কাটিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া কহিল—তাইতো...এঃ! আমায় মাপ করবেন...ভুল হয়ে গেছে...

কথার সঙ্গে সঙ্গে সলজ্জ মৃদু হাসি। তারপর নিঃশব্দে সে দ্বার-পথে বাহির হইয়া গেল।

ক্ষণেক নিশ্চল দাঁড়াইয়া দ্বার বন্ধ করিয়া সুনন্দা মৃদু হাসিল। ও স্বর, ও দৃষ্টি, ও হাসি অপরাধীর নয়! হইতে পারে না! আঁচলের প্রান্ত পিণ-মুক্ত করিয়া ব্লাউশটা খুলিতে সে উদ্যত হইল। সহসা বাহির হইতে দ্বারে করাঘাত। আঁচলটা গায়ে তুলিয়া সুনন্দা কহিল,—কে? দ্বার খুলিল।

সেই লোক। দ্বার খুলিবামাত্র সে ঘরে ঢুকিল। তার মুখে সেই হাসি! সে কহিল—মাপ করবেন। ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট করে বলা দরকার। নাহলে আপনি হয়তো নানা রকম ভাববেন...

সুনন্দা কোনো কথা না বলিয়া কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। লোকটি কহিল,—পাঁচদিন আগে আমি রাঁচিতে আসি। এসে বত্রিশ নম্বর কামরা দখল করি। পরশু মোটরে করে হাজারিবাগ গেছলুম, ভাড়া-মোটরে। আজ ফিরেচি। ফেরবার পথে ভারী ঝড় ওঠে—খুব কষ্ট পেয়েচি। তার উপর টিউব পাংচার! অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে ৩২ নম্বর ভুল করে ১২ নম্বর কামরায় ঢুকেছিলুম। এমন ক্লান্ত যে জামা-কাপড় ছাড়বার ফুরসৎ ছিল না। বিছানায় পড়বামাত্র ঘুমিয়ে পড়ি।...আশা করি, সহজ ভাবেই কথাটা বুঝবেন—এর মধ্যে সত্যই আমার কোনো অভিসন্ধি ছিল না।

সুনন্দা তার মুখের পানে চাহিয়া রহিল—নিস্পন্দ দৃষ্টি।

লোকটি কহিল—কথা বিশ্বাস করেচেন?

সুনন্দা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, করিয়াছে।

লোকটি কহিল—তাহলে ক্ষমা করেচেন নিশ্চয়?

সুনন্দা আবার ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল—হ্যাঁ!

লোকটি কহিল—বাঁচলুম। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতো পারবো।... comedy of errors...ভাগ্যে লোক ডাকেননি! কেউ এ কথায় হয়তো খুশী হতো না—নিমেষে আমায় শয়তান বানিয়ে খোঁচায় জর্জ্জরিত করে দিত!

কথাটা বলিয়া সে মৃদু হাসিল, হাসিয়া চলিয়া গেল।

সুনন্দা দ্বার বন্ধ করিয়া বিছানায় বসিল—কেমন যেন হতভম্ব ভাব।...

একাকিনী

রাঁচিতে আসিয়া অবধি হোটেলের ভৃত্য-পরিজন ছাড়া কেহ তার সঙ্গে কথা কহে নাই—অজানার সঙ্গে এই তার প্রথম কথা—প্রথম পরিচয়। কিন্তু কি অদ্ভুত রকমে!...কল্পনাতীত ব্যাপার!...

সকালে উঠিয়া চা পান শেষ করিয়া সুনন্দা বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে, দ্বারে করাঘাত।

দ্বার খুলিতে সেই ভদ্রলোক আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন, কহিলেন—রাত্রে বোধ হয় নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়েছিলেন—কোনো দুঃস্বপ্ন দেখেন নি!

সুনন্দার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সে হাসিল। ভদ্রলোকটির উপর তার মমতা জাগিল। ভারী বিনয়ী, সদালাপী মানুষ। সহসা সুনন্দার মনে হইল, ভদ্রলোক তার গৃহে অতিথি। সে কহিল—আপনার চা আনতে বলবো?

হাসিয়া ভদ্রলোক কহিলেন—আতিথ্য! আপনি-আমি, দুজনেই এ জায়গায় অতিথি! কাজেই আমাদের মধ্যে আতিথ্য-ধর্ম্ম-পালনের কোনো বালাই থাকতে পারে না! আপনি যদি কোনো দিন পায়ের ধূলো দিয়ে আমার ৩২ নম্বর কামরাকে চরিতার্থ করতে আসেন, চায়ের পেয়াল্লায় আপনাকে আমি অভ্যর্থনা করবো না। অতএব আপনিও তা করবেন না! যেহেতু সে পেয়ালা ঐ একই ঝর্ণা থেকে ভরা হবে। চায়ের স্বাদে, বর্ণে বা গন্ধে কোনো পার্থক্য থাকবে না...

কথাটুকু শেষ করিয়া ভদ্রলোক প্রীতি-ভরে স্থনন্দার পানে চাহিলেন। সে-দৃষ্টির স্পর্শে স্থনন্দার মন কেমন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল! ভদ্রলোককে কি আতিথ্যে তৃপ্ত করিবে —ভাবিয়া তার কোনো হদিশ না পাওয়ায় একটু অস্বস্তি ধরিতেছিল!

ভদ্রলোক তাহা বুঝিলেন, বুঝিয়া কহিলেন—বেড়াতে বেরুচ্ছিলেন ?

স্থনন্দা সলজ্জভাবে কহিল—হাঁ।

—কোথায় যাবেন ?

মৃত্ব কণ্ঠে স্থনন্দা কহিল—তার কোনো ঠিক নেই। যেদিকে পা চলে, যাই! কাজকর্ম্ম তো নেই—সারাক্ষণ অবসর...

ভদ্রলোক স্থনন্দার পানে ক্ষণেক চাহিয়া রহিলেন, পরে কহিলেন,—আপনি একা এসেচেন ?

ঘাড় নাড়িয়া স্থনন্দা জানাইল, হাঁ!

ভদ্রলোক কহিলেন—এটুকু চমৎকার লাগচে! বাঙালীর মেয়ের এই অকুণ্ঠা...তাই আমি কাল রাত্রে ভাবছিলুম—হঠাৎ এমন ব্যাপার! আপনার বাড়ীর লোকও আপনাকে একা ছেড়ে দেছেন! আশ্চর্য্য! মস্ত স্বাধীনতার ধ্বজা তুলে বেড়ালেও বহু পরিবারে দেখেচি, এ জায়গায় সেই আদিম সংস্কার মাথা তুলে দাঁড়ায় স্বাধীনতার ধ্বজা নামিয়ে। নিত্য দেখচি! তাই আপনার একা থাকা আমার এমন ভালো বোধ হচ্ছিল!

এ-কথায় অনেকখানি দরদ! স্থনন্দার সঙ্গহীন চিত্ত এ দরদে

গলিয়া গেল। সে কহিল,—আমার যে উপায় নেই...আমার আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই...আমি একা...

—একা!

ভদ্রলোকের মনে একটা করুণ সুরের আঘাত বাজিল! বহুক্ষণ সুনন্দার পানে স্থির দৃষ্টিতে তিনি চাহিয়া রহিলেন—সুনন্দা তাঁর পানেই চাহিয়াছিল—তার চেতনা যেন বিলুপ্ত! সহসা খেয়াল হইল! সারা দেহ ঘিরিয়া অমনি লজ্জার থম্‌থমে ভাব! সে ধীরে ধীরে দৃষ্টি নামাইল।

ভদ্রলোক কহিলেন,—আমারো কোনো কাজ নেই—আমিও এখানে একা।...চলুন, না, বেড়িয়ে আসি...অবশ্য আপনার যদি আপত্তি না থাকে!

সলজ্জ দৃষ্টিতে ভদ্রলোকের পানে চাহিয়া সুনন্দা কহিল—না, আপত্তি আর এতে কি থাকতে পারে!

ভদ্রলোক খুশী হইলেন, কহিলেন—একা বেরিয়ে আনন্দ পাই না। এসে অবধি ক্রমাগত মনে হচ্ছিল,—ভুল করেচি একা এসে!...সেদিন তাই একাই এক গাড়ী ভাড়া করে হাজারিবাগ চলে গেলুম!...কিন্তু সেখানেও এই এক ব্যাপার! ভালো লাগলো না একা বলে।

ভদ্রলোক হাসিলেন, তারপর কহিলেন—আমি না হয় বাইরে যাই। আপনি তৈরী হয়ে নিন।

সুনন্দা কহিল—আমি তৈরীই আছি।...চলুন।

৩

দু'জনে চলিলেন, মোরাবাদি পাহাড়ে।

সুনন্দা কহিল—ঘরের জানলা থেকে এ পাহাড়টি দেখা যায়—পাহাড়ের কোলে ঐ বাড়ী—দেখায় যেন আকাশের বুকে ফালি চাঁদ!

ভদ্রলোক কহিলেন—আপনি এ পাহাড়ে আসেননি কোনোদিন?

সুনন্দা কহিল,—না। বাড়ী আছে বলে ভেবেছিলুম, প্রাইভেট জমি—সাধারণে আসতে পারে না।...তবে এ-পথে এসেছি ক'দিন।

হাসিয়া ভদ্রলোক কহিলেন—না। পাহাড়ে সকলের অধিকার আছে। বাড়ীর অংশটুকু প্রাইভেট!

সুনন্দা কহিল,—তাই দেখচি।

পাহাড়ের মাথায় ছোটখাট গুহা—ঘরের মত বিরামের ঠাঁই! পাহাড়ে দাঁড়াইয়া যেদিকে চাও, সুন্দর দৃশ্য। ঘর-বাড়ী, ক্ষেত, জলা, মাঠ...দূরে ছোট ছোট পাহাড় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। সেগুলা যেন প্রহরী! সুনন্দা একান্ত মনোযোগে এ-সব দেখিতেছিল! কলিকাতা ছাড়িয়া বাহিরে বড় একটা সে আসে নাই—কাজেই এ দৃশ্যের বৈচিত্র্যে তার নয়ন-মন ভরিয়া গেল!

অদূরে এক শিলাখণ্ডের উপর ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন,— সহসা কহিলেন,—একটা কথা বলবো, ভাবছিলুম্...

সুনন্দা তাঁর পানে চাহিল। ভদ্রলোক কহিলেন—আপনি একা এখানে এসেচেন...বলছিলেন, পৃথিবীতে আপনার আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই...। এ-কথায় মনে কেমন আঘাত লেগেচে। আপনার সঙ্গে কথা কয়ে আপনার উপর ভারী শ্রদ্ধা হয়েচে—শিক্ষায়-দীক্ষায় আপনাকে বাঙালী-নারীর গৌরব বলে মনে গর্ব্বও বোধ হচ্ছে। তাই,...মানে, আপনার পরিচয় জানবার জন্য একটা কৌতূহল...

সুনন্দা হাসিল, হাসিয়া কহিল—আমার পরিচয়ে কোনো বৈশিষ্ট্য নেই! খুবই সাধারণ পরিচয়! দারিদ্র্যে লালিত...উদরান্নের জন্য চাকরি করি আমি...সামান্য চাকরি। শিক্ষা-দীক্ষা অতি সামান্য...পৃথিবীকে যদি সাগর বলেন তো সে সাগরে আমি সামান্য একটা তৃণখণ্ড মাত্র...ভেসে চলেছি, লক্ষ্যহারা, কূলহারা!

ভদ্রলোক তার পানে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিলেন; এ কথার অন্তরালে বেদনার যে সুর, ব্যথার যে আভাস, তাহা তাঁর অন্তরকে স্পর্শ করিল। তিনি কহিলেন—আমরা সকলেই সংসার-সাগরে তৃণখণ্ড...সেজন্য দুঃখ করবার কিছু নেই!

সুনন্দা কোনো জবাব দিল না—যেমন দাঁড়াইয়াছিল, তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল—দৃষ্টি অদূরের ঐ ছোট দুটা পাহাড়ের পানে! ভদ্রলোকও স্তব্ধ।

নীচেকার দু'একটা গৃহ হইতে ছেলেমেয়েদের কলগুঞ্জন ভাসিয়া আসিতেছিল...

সহসা ভদ্রলোক কহিলেন—বসবেন না?...বসুন...এতখানি পথ এসেচেন...এই পাহাড়ে চড়া...ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন! আমি তো পারলুম না...পা ধরে গেছে...তাই বসে পড়েচি...

সুনন্দা তাঁর পানে চাহিয়া কহিল—আমার জন্যই আপনার কষ্ট হলো...

—না, না। কষ্ট কি! জীবনে আজ নূতন আনন্দ পেয়েচি! কাজকর্ম্মের মধ্যে সারা জীবন এমন পরিশ্রান্ত...ডাক্তারদের কড়া তাগিদে খোলা হাওয়ায় একটু বিশ্রাম নেবার জন্য আসতে হলো। এসে কাজের দড়ি-বাঁধা মন—মুক্তির কোনো আনন্দ পাইনি—সেই বাঁধনের মমতায় আকুল ছিল! আজ প্রথম মনে হচ্ছে, মুক্তিতে সত্যই আনন্দ! এত আনন্দ যে...তার আর তুলনা নেই!

সুনন্দা বসিল। এ-সব কথা তার ভারী ভালো লাগিতেছিল। কথাগুলা কাজের কদর্য্য সুরে ভরিয়া ভারী নয়—এ কথায় সহজ-প্রাণের সুমধুর স্পর্শ!...

ভদ্রলোক কহিলেন—আমি গায়ে পড়ে আলাপ করচি,—এটা আপনার কাছে হয়তো বিশ্রী লাগচে!...কাজেই নিজের সম্বন্ধে দু-একটা কথা আমার বলা প্রয়োজন—নাহলে হয়তো আমায় ভুল বুঝবেন।

সুনন্দার দৃষ্টিতে কৌতূহল ফুটিল। সুনন্দা তাঁর পানে চাহিয়া রহিল।

ভদ্রলোক কহিলেন—আমি খুব অবস্থাপন্ন ঘরে জন্মাইনি—

তা না জন্মালেও আমার মনে দুর্ব্বার ambition. সেই প্রথম যৌবন থেকে! ঘটনাচক্রে এমন কতকগুলো সুযোগ লাভ করলুম, যাকে সাধারণে বলে, luck বা ভাগ্য। বন্ধুরা হিংসা করে, কিন্তু এই ভাগ্য বা luck—এটা আমায় আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেচে। কি কঠিন সে বাঁধন—পদে-পদে বাজচে! মনের সে ambitionকে কাজেই সজীব করে তুলতে ছুটচি আর ছুটচি,—সারাক্ষণ,—সে ছোটায় ভাগ্যের ঐ রজ্জুর বাঁধন চলেছে প্রতি পদে...যত ছুটি, ছোটার বিরাম মেলে না! এবং এ ছোটার শেষে আবার ঐ দড়ি ধরে অন্ধকার গৃহকোণে ফিরে ফিরে আসি। নিত্য এই ছোটা আর ফেরা, ছোটা আর ফেরা—দিনগুলো ভারী একঘেয়ে, ভারী বৈচিত্র্যহীন, এমন কি প্রাণহীন হয়ে পড়েচে! থেকে থেকে মহাপুরুষ শঙ্করাচার্য্যের বাণী তাই মনে জাগে,—

কা তব কান্তা, কস্তে পুত্রঃ
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ—
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতঃ
তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ!

এই বৈচিত্র্যহীনতায় ইদানীং আমার মন তত্ত্ব-পিপাসু হয়ে উঠেচে! কোনো কাজে আরাম নেই, সুখ নেই...কেমন যেন একটা melancholia!...এখানে এসেচিও তাই—কিন্তু এসেও সেই বাঁধন-দড়ির টান প্রতি-নিমেষে অনুভব করছিলুম...

সুনন্দা সুগভীর কৌতূহলে পরম বিস্ময়ে ভদ্রলোকের কথা শুনিতেছিল—কথার সুরে আর্ত্ত বেদনার ঝঙ্কার! সে বেদনার

দুজনে ভিজিয়া হোটেলে ফিরিল। ভদ্রলোক কহিলেন—তাহলে আপাততঃ বিদায় নম্বর বারো!

সুনন্দা হাসিল, হাসিয়া কহিল,—আমার নাম সুনন্দা...

ভদ্রলোক সুনন্দার পানে চাহিলেন। দুজনের দৃষ্টি মিলিল। ভদ্রলোক কহিলেন—আমি এখানে নম্বর বত্রিশ হলেও আমার নাম অশ্বিনীকুমার রায়।...গিয়ে স্নানাহার করুন...ওবেলায় যদি বৃষ্টি না থাকে তো বেরিয়ে অন্য কোনো পাহাড়ে চড়া যাবে। কি বলেন ?

হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া সুনন্দা জানাইল—আচ্ছা!

৪

আলাপ নিবিড় হইয়া উঠিল। সমাজ, সাহিত্য, রাষ্ট্র—কোনো বিষয়ে আলোচনা বন্ধ হয় না! সমাজের গতানুগতিকতা, বদ্ধ পচা সংস্কারের বিরুদ্ধে কণ্ঠস্বর তীব্র করিয়া তুলিতে অশ্বিনীর উৎসাহ সীমাহীন হইয়া ওঠে! সুনন্দা চুপ করিয়া সে আলোচনা শুনিয়া যায়—সে তর্কে, সে আলোচনায় কোনো কথা কখনো গুঁজিয়া দেয় না। অশ্বিনীকে সে যত দেখে, যত তার কথা শোনে, সুনন্দার সারা চিত্ত ঘিরিয়া একটা দরদ, প্রীতি, সহানুভূতি—তীব্র একটা কৌতূহল জাগিয়া ওঠে! অতীত দিনগুলায় অশ্বিনী কি ভাবে সংগ্রাম করিয়া ফিরিয়াছে—যুদ্ধশেষে গৃহে-শিবিরে কতখানি স্নেহ রচা থাকে—কে বা তাহা রচে—এ সমস্ত অজানা রহস্যে আচ্ছন্ন! ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়, অশ্বিনীকে প্রশ্ন করিবে,—এ যুদ্ধের পিছনে বিরামের কি ব্যবস্থা আছে? কিন্তু সঙ্কোচে লজ্জায় তার কণ্ঠ বাধিয়া যায়—সে প্রশ্ন করা হয় না—চুপ করিয়া বসিয়া অশ্বিনীর কথাই সে শোনে! সে কথায় এক বিচিত্র নূতন জগৎ তার মনের সামনে বিপুল বিরাট চাঞ্চল্যে জাগিয়া ওঠে!

সেদিন বেলা নটায় আহারাদি সারিয়া হাজারিবাগে যাইবার কথা। অশ্বিনী মোটর ভাড়া করিয়াছে—দু'চারিদিন ঘুরিয়া আসা যাক্। সুনন্দার ছুটী ফুরাইতে বিলম্বও বেশী নাই!

সুর অবসর-কালে প্রতিনিয়ত তার কাণে বাজে! কাজ-কর্ম্ম, ছুটাছুটির মধ্যেও যে বিপুল শ্রান্তির নিশ্বাস...এ ভদ্রলোকটির কথায় তাহা সজীব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তার সামনে দাঁড়াইল! কিন্তু তার মুখে কোনো কথা বাহির হইল না—আতুর দৃষ্টিতে প্রাণের দরদ-ব্যথা মিশাইয়া তাঁর পানে চাহিয়াই রহিল।

ভদ্রলোক একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, ফেলিয়া কহিলেন—আপনাকে চাকরি করতে হয়?

সুনন্দা মৃদু হাসিল, হাসিয়া কহিল—হাঁ।

—জিজ্ঞাসা করিতে পারি,—কি চাকরি?...

সুনন্দা কহিল—ক্যালকাটা পাবলিশার্স কোম্পানি আছে,—জানেন? নতুন হয়েচে! সেই কোম্পানিতে জেনারেল এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট—তাদের বই-বিক্রয়ের ক্যান্‌ভাশিঙ্ও করতে হয়!

ভদ্রলোক সহানুভূতি-ভরা দৃষ্টিতে সুনন্দার পানে চাহিয়া রহিলেন—একটা নিশ্বাস বুকের মধ্য হইতে বাহির হইল—শত প্রয়াসেও সে নিশ্বাস তিনি ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না!

নিশ্বাস ফেলিয়া ভদ্রলোক কহিলেন,—Drudgery—চারিদিকে এই drudgery. মানুষের মনগুলো এই drudgeryর চাপে পিষে মলো! নাহলে এই সব মন দুনিয়ায় কত কি গড়ে তুলতো!...আমি যে এই ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছি—ঐ luck—যে luckএর জোরে পার্থিব বহু achievements ঘটে থাকে—দুনিয়ায় যাকে বলে, success—সে successও লোকে চোখে দেখচে! কিন্তু মন...যেমন শূন্য, আজীবন তেমনি রয়ে গেল। সেই

দুর্ব্বারের পিছনে ছোটার বিরাম নেই! কি পাবার লোভে মত্ত হয়ে ছুটে চলেছি...মন তা জানে না! অদ্ভুত জীবন! নয়?

মাথার উপর নীল নির্ম্মল আকাশ—রৌদ্রকিরণে ঝলমল করিতেছিল—সহসা কোথা হইতে ছোট ছোট মেঘ আসিয়া সে রৌদ্র-কিরণকে ঢাকিয়া ফেলিতে চায়! সুনন্দার মনে হইতেছিল, ওগুলা মেঘ নয়—তাদের বেদনার নিশ্বাস! ধরণীর বিক্ষোভ এ নিশ্বাসে মিশিয়া আকাশের গায়ে মেঘের বাষ্প পুঞ্জিত করিয়া তুলিতেছে! বেদনা-ব্যথা-ভরা ধরণীর গায়ে ও রৌদ্রকিরণ যেন মানায় না! দীপ্তিতে যেন বিদ্রূপের নির্ম্মম হাসি বিচ্ছুরিত হইতে থাকে—কালো মেঘই যেন এই ব্যথা-ভরা ধরণীর যোগ্য আবরণ!

আরো বহু কথা হইল—মনের নিষ্ফল সাধনার কথাই এ আলাপের অবলম্বন! তারপর ঐ ছোট ছোট মেঘগুলা জমিয়া বাড়িয়া আকাশ ছাইয়া সকালের স্নিগ্ধ রৌদ্রটুকুকে ঢাকিয়া যখন বৃষ্টির সম্ভাবনা জাগাইল, তখন ভদ্রলোকটি কহিলেন—বৃষ্টি নামবে ...চলুন, ফেরা যাক!

এ-কথায় মন্ত্র-চালিতের মত সুনন্দা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পাহাড় হইতে নামিয়া আবার সেই তরুশ্রেণী-ঘেরা ঘুটিংয়ের রাস্তায় ...এ রাস্তা অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই মুষলধারে বৃষ্টি নামিল।

ভদ্রলোক কহিলেন—ছুটতে পারবেন?

সুনন্দা বলিল—না হয় একটু ভিজলুমই...

ভদ্রলোক কহিলেন—আইডিয়া মন্দ নয়।

একাকিনী

মোটর হোটেল ছাড়িল—বেলা সাড়ে নটায়। উঁচু-নীচু পথ বহিয়া সুবর্ণরেখার পুল পার হইয়া গাড়ী চলিল। দু'ধারে প্রকৃতি কি মাধুরী, কি শোভাই বিছাইয়া রাখিয়াছে! দিগন্ত-প্রসারী মাঠ—মাঠের প্রান্তে পাহাড়ের প্রাচীর, তরুশ্রেণী! পাহাড়ের বিরাট বাধা ঠেলিয়া কোথাও জলধারা বিপুল গর্জ্জনে বহিয়া চলিয়াছে! সুনন্দা মুগ্ধ নয়নে এ দৃশ্য দেখিতেছিল।

গাড়ী ক্রমে পাহাড়-পথে চড়িতে লাগিল—একদিকে উপত্যকা-ভূমি নীচে আরো নীচে—অপর দিকে পাহাড়ের অভ্রভেদী অঙ্গ—শ্যামল তরু-পল্লবে ছাওয়া। ধরণীর সবুজ শাড়ী যেন উপর হইতে নীচে পর্য্যন্ত মেলানো রহিয়াছে। ক্রমে পথের দুধারে জঙ্গল, ঘন ঘোর জঙ্গল, ঘেঁষাঘেঁষি ঠেশাঠেশি জঙ্গল...ভীমকান্ত দৃশ্য।

অশ্বিনী বলিল—এ জঙ্গলে বাঘ আছে, সুনন্দা দেবি...

সবিস্ময়ে সুনন্দা কহিল,—বাঘ!

—হাঁ। গল্প শুনেছি। অনেকে এ-পথে যেতে বাঘ দেখেচেন। আমি এই বাঘের দেখা কখনো পাইনি!

সুনন্দা কহিল,—দিনের বেলায় বাঘ বেরোয়?

অশ্বিনী কহিল,—আমার বিশ্বাস হয় না! শিকারের বাসনা যত প্রবল হোক, আত্মরক্ষায় উদাসীন হবে, বনের বাঘ হলেও এতখানি মূর্খ সে নয়!

সুনন্দা হাসিল, হাসিয়া কহিল,—নিশ্চয়!...

এক জায়গায় জঙ্গল খুব বেশী ঘন। সুনন্দা কহিল—ঐ তো লোকজন রয়েচে—কাঠ কাটচে!

অশ্বিনী কহিল—গাড়ী থামাতে বলবো? নেমে দেখবেন এ-জায়গা?

সুনন্দা কহিল—কোনো অসুবিধা হবে না তো?

—না, অসুবিধা কিসের?

অশ্বিনীর আদেশে ড্রাইভার গাড়ী থামাইল। দুজনে নামিল। থাকে-থাকে ভাঁজে-ভাঁজে পাহাড় উর্দ্ধে, আরো উর্দ্ধে উঠিয়াছে! দূরে ঐ পথ দেখা যায়—অনেকখানি নীচে। সে পথে একখানা বাস আসিতেছে। সুনন্দা কহিল—যেন ব্র্যাকেট।

অশ্বিনী কহিল,—তাই।

আধঘণ্টা ঘুরিয়া চারিদিকে দেখিয়া আবার দুজনে গাড়ীতে বসিল। গাড়ী চলিল।

বহুদূরে আসিয়া একদিকে একখানা কাঠের ফলকে লেখা আছে,—TO RAMGARH.

অশ্বিনী কহিল—এ পথে রামগড় যাওয়া যায়। চমৎকার জায়গা। কালীমন্দির আছে। উঁচু পাহাড়। আর পাহাড়ের গা ঘেঁষে দামোদরের ভীষণ স্রোত! দেখবার মত। ফেরবার সময় আমরা রামগড় যাবো! কেমন?

মাথা নাড়িয়া সুনন্দা জানাইল, সে যাইবে।

বেলা বারোটায় হাজারিবাগের প্রান্তর দেখা গেল। বন, জঙ্গল, মাঠ, পথ, বাড়ী।

অশ্বিনী কহিল—হাজারিবাগে পৌচেছি!

ক্লারেন্‌ডন হোটেল অশ্বিনীর পরিচিত। সেই হোটেলে গিয়া সে উঠিল। পাশাপাশি দুটী কামরা। সে দুখানি কামরা 'এন্‌গেজ্‌' করিয়া অশ্বিনী কহিল—বাথরুমে জল দিয়ে যাচ্ছে এখনি। স্নান সেরে নিন। আমি আহারাদির ব্যবস্থা করে আসি।

সুনন্দা কহিল—আপনি স্নান করবেন না ?

অশ্বিনী কহিল—আপনি আগে স্নান করুন—তারপর আমার বাথরুমে জল দেবে। দু' ঘরের সঙ্গে দুটো স্বতন্ত্র বাথরুম আমরা পাচ্ছি!

সুনন্দা চলিয়া যাইতেছিল—গেল না; থমকিয়া দাঁড়াইল, কহিল—এখানে ক'দিন থাকবেন ?

অশ্বিনী কহিল—ক'দিন আপনি থাকতে চান ?

সুনন্দার কেমন ভয় হইতেছিল। ভয়...না, ভয় ঠিক নয়—কেমন সঙ্কোচ! দু'দিনের মাত্র আলাপ এই অশ্বিনীর সঙ্গে... তার কতটুকু পরিচয়ই বা জানে! অথচ তাকে সাথী করিয়া তাহারই উপর নির্ভর করিয়া এই অজানা বিদেশে আসিয়াছে—তাহারি আশ্রয়ে, তাহারি আতিথ্যে! এক গৃহে বাস...

বাঙলা-দেশের আজন্মের সংস্কার মনের মধ্যে কেমন যেন ভারী পাথরের মত মাথা তুলিয়া রহিয়াছে! সহজ চলার মুখে কেমন যেন বাধা!

অশ্বিনী কহিলেন—দাঁড়ালেন যে!...বেলা কত, জানেন ?

বলিয়া সে হাত-ঘড়িটা সুনন্দার চোখের সামনে ধরিয়া কহিল, —সাড়ে বারোটা বেজে গেছে! এ আবার ষ্টাণ্ডার্ড টাইম—

কলকাতার হিসাবে তাহলে আরো চব্বিশ মিনিট এতে যোগ করুন...

ছোট একটা উদ্যত নিশ্বাস...সুনন্দা সে নিশ্বাস রোধ করিয়া কহিল—না, আর দেরী নয়—যাই !

অশ্বিনী কহিল—আমিও ম্যানেজারের কাছে চললুম। লোক দিয়ে বিছানাপত্র গুছিয়ে নেওয়াবার ব্যবস্থা করি। বিশ্রামের প্রয়োজন তো...

অশ্বিনী চলিয়া গেল ম্যানেজারের সন্ধানে ; সুনন্দা নিজের কামরায় প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল !...

বৈকালের দিকে ঘন কালো মেঘ করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি নামিল। অশ্বিনী কহিল—প্রথম দিনেই এমন বিপ্লব ! বেড়াতে বেরুনো অসম্ভব হলো !

সুনন্দা কহিল—বৃষ্টি নামবে, জানা ছিল না তো !

—হুঁ !...কিন্তু হাতে কতটুকু সময় ! সে সময়ের এমন অপ-মৃত্যু ! কথাটা বলিয়া অশ্বিনী হাসিল, তারপর কহিল—চুপচাপ বসে কি করা যায় এখন ?...

সুনন্দা কহিল—গল্প...কথাটা বলিবামাত্র তার বুক কেমন ছাঁৎ করিয়া উঠিল।

অশ্বিনী কহিল—কদিনে গল্পের পুঁজি কিছু কি বাকী রেখেচি ! ওদিকে যে একেবারে নিঃসম্বল !

সুনন্দা নিমেষের জন্য স্তব্ধ রহিল—তারপর মৃদু হাস্যে কহিল—আপনার জীবনের কাহিনী আমায় খুলে বলুন...যে যুদ্ধ আজীবন করে চলেছেন...সব তো শোনা হয়নি !

অশ্বিনী একটা নিশ্বাস ফেলিল, নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—সে গল্প ভারী একঘেয়ে, ভারী করুণ। জীবন-ভোর দুঃখ আর বেদনাই চলেছে ! তার মধ্যে যেটুকু আনন্দের সুর তুলতে পারি—লাভ নয় কি ? ছুটীর শেষ কটা মুহূর্ত্ত বেদনায় ভারী করে তোলায় কোনো লাভ আছে সুনন্দা দেবী ?

এ কথার উপর সুনন্দা কোনো কথা বলিতে পারিল না—করুণ নয়নে অশ্বিনীর পানে চাহিয়া রহিল।

এই বেদনার নিশ্বাস তার প্রাণের নিভৃত তারে আঘাত দিয়া এমন মমতা জাগায় ! সে মমতার বশে সুনন্দার থাকিয়া থাকিয়া মনে হয়, অশ্বিনীকে মিনতি করিয়া বলে,—কি তোমার বেদনা, কোথায় নৈরাশ্য,—বলো, বলো, সে সব প্রকাশ করিয়া আমায় তুমি বলো !...আমিও দুঃখী—বেদনার-কাঁটায় ভরা পথে দুনিয়ায় ঘুরিতেছি ! বর্ত্তমানে গড্ডলিকার প্রবাহে ভাসিতেছি...ভবিষ্যৎ ভাবিতে দিশাহারা হইয়া উঠি ! একটু দরদ-ভরে কেহ আমার পানে চাহে নাই...একা, নিঃসঙ্গ...কি করিয়া যে দিন কাটে !

এ নিঃসঙ্গতায় প্রাণ তার সারাক্ষণ শ্রান্ত হইয়া রহিয়াছে !...এমনি চিন্তার গহনে সে উধাও চলিয়াছিল...সহসা অশ্বিনী কহিল,—গান শুনবেন ?

প্রাণের মধ্যে যেন আলোর বিদ্যুৎ বহিয়া গেল। সুনন্দা কহিল,—আপনি গান গাইবেন?

—না—না—আমি গাইবো কি! তা নয়। নীচে এদের একটা গ্রামোফোন আছে, দেখেছি।...বাঙলা রেকর্ডও আছে। যদি গান শুনতে চান, আনাই! নাহলে এই বদ্ধ নিঝুম ঘরের মধ্যে থাকবেন কি করে?

সুনন্দা কহিল—আমার বাধবে না। চুপ-চাপ এমনি বসে বসে অনেকগুলো ঘণ্টা আমি কত সময় কাটিয়ে দিয়েছি। মানে, আমি ঠিক কাটাইনি...ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমনি কেটে গেছে...

অশ্বিনী কহিল—আপনার এ কথায় ব্যথা পাই, সত্যি! অনেক সময় মনে হয়, যে-নিঃসঙ্গতায় আমি কষ্ট পাচ্ছি, আপনারও যেন সেই কষ্ট...

আর একটা নিশ্বাস; এ নিশ্বাস চাপা গেল না। সুনন্দা জোর করিয়া হাসিল। হাসিয়া কহিল—না, না, তা নয়...আপনি পুরুষ মানুষ! ছুটোছুটি, ভিড়...আপনার নিঃসঙ্গতায় তবু বৈচিত্র্য আছে...

বাধা দিয়া অশ্বিনী কহিল,—ছাই বৈচিত্র্য!...কিন্তু ও কথা থাক—এ-কথার শেষ নেই! আমি গ্রামোফোনটা আনাই...

অশ্বিনী চলিয়া গেল; পরক্ষণেই ফিরিল—তার পিছনে হোটেলের খানশামা—খানশামার কাঁধে গ্রামোফোন্!

অশ্বিনী কহিল—এই টেব্‌লের উপর রাখো।

একাকিনী

খানশামা গ্রামোফোন রাখিল--দম দিয়া গ্রামোফোনে অশ্বিনী রেকর্ড চাপাইল। খানশামা চলিয়া গেল।

রেকর্ডে গান চলিল,—

"আজ কিছুতেই যায়না, যায়না যায়না মনের ভার—
সারা আকাশ মেঘে অন্ধকার!"

৫

সারা রাত্রি সমানে বৃষ্টি চলিল, সকালে বিরাম হইল।

সারা প্রকৃতি যেন স্নান করিয়া অমল দীপ্তিতে ঝলমল করিতেছে!

বেয়ারা চা ও টোষ্ট রুটী দিয়া গেল। চা-পানান্তে অশ্বিনী কহিল—গাড়ী বলে রেখেচি। চলুন, সারা হাজারিবাগ প্রদক্ষিণ করে আসি।

সুনন্দা কুণ্ঠিত হইতেছিল, কহিল—মিছিমিছি পয়সা খরচ করবার প্রয়োজন কি!

অশ্বিনী কহিল—হেঁটে কতটুকু বা দেখবেন!

সুনন্দা কহিল—হাঁটায় একটা আনন্দ আছে...

অশ্বিনী কহিল—সে আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে বলচি না। মাঝে মাঝে গাড়ী থেকে নেমে হাঁটলেই চলবে...

আর সঙ্কোচ চলিল না। কিন্তু তার জন্য অশ্বিনী কেন মিথ্যা পয়সা খরচ করিবে? এই রাঁচি-হাজারিবাগ যাতায়াতে মোটরের ভাড়া...সুনন্দা বলিয়াছিল—এ ভাড়ার অর্দ্ধেক সে দিবে! অশ্বিনী তাহাতে দুঃখ করিয়া বলিয়াছিল, বন্ধুত্বের এ আনন্দটুকু যদি সে উপভোগ করিতে চায় তো তাহাতে বাধা দিয়া...

অগত্যা সুনন্দা রাজী হইয়াছিল! কিন্তু বারে বারে বন্ধুত্বের সুযোগ লইয়া এ-সব খরচ!...না, না!

মন 'না' বলিলেও মুখে কিন্তু সে কথা বলা গেল না। অশ্বিনীর চোখের দৃষ্টিতে কি আগ্রহ...!

বাহিরে সত্যই নূতন জগৎ, নূতন আনন্দ!...দুদিন কোথা দিয়া কি আনন্দের ঘোরেই কাটিয়া গেল!

সেদিন সন্ধ্যার পর আবার সেই ঘর। ঘরে সুনন্দা একা বসিয়াছিল। দেওয়ালের গণ্ডীর মধ্যে বিশ্ব-নিখিলের সেই সনাতন চিন্তা মাথায় জাগিতেছে! এই যে সখ্য...পুরুষ আর নারী...! পুরুষের সঙ্গে না মিশিলেও পরিচয়ের তো অভাব ঘটে নাই! এবং সে-পরিচয়...

কিন্তু অশ্বিনীর আলাপ বা সংসর্গ কোনো স্বার্থের আভাস দেয় নাই। নিঃসঙ্গতার ভারে সে অবসন্ন—মুক্তির আভাস কোনো দিন পায় নাই! ভাগ্যের প্রসন্নতার যে কাহিনী বলিল, তার মধ্যেও বেদনার, নৈরাশ্যের সেই অবিচ্ছিন্ন সুর! কিসের এ বেদনা? কিসের নৈরাশ্য?

এ-সবের পরিচয় সুনন্দার সম্পূর্ণ অজানা! কাজেই সমস্ত ব্যাপারটা রহস্যের জাল রচনা করিতে থাকে! সে জাল ছিন্ন করিয়া ভিতরের সন্ধান কোনোদিনই পায় না! আজও সে রহস্যের সন্ধান করিতে বসিয়া সেই যে তিমির, সেই তিমির!...

অশ্বিনী আসিয়া কহিল—কাল বেলা দশটায় তাহলে হাজারি-বাগ-ত্যাগের সঙ্কল্প পাকা?

সুনন্দা কহিল—হাঁ। পরশু আমার রাঁচি ছাড়তেই হবে—সোমবার অফিস খুলবে।

অশ্বিনী কি ভাবিতেছিল, সুনন্দা কহিল—আপনি আর কতদিন রাঁচিতে থাকবেন?

অশ্বিনী কলিল—আমিও তাহলে ঐ দিন ফিরবো...

দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া সুনন্দা কহিল—আপনার এক মাস থাকবার কথা...বলেছিলেন না?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অশ্বিনী বলিয়া ফেলিল,—কি সুখে থাকবো?...নেহাৎ একা...! ক'দিন আপনাকে কাছে পেয়ে তবু...

তার কথায় আবেগ! সে আবেগে স্বর ঈষৎ কম্পিত হইল।

বলিতে বলিতে সহসা সে থামিল—থামিয়া মৃদু হাসিল, হাসিয়া কহিল—একা কখনো থাকা যায়? বিশেষ বিদেশে...?

সুনন্দা মনে মনে খুশী হইল; মৃদু হাসিয়া কহিল—একাই তো এসেছিলেন! আমার সঙ্গে আলাপ হবে, সে কথা ভেবে তো আসেননি!

কথার পিছনে তার অনেকখানি আগ্রহ! কিসের, সুনন্দা তাহা স্পষ্ট না বুঝিলেও, এ কথা বলিতে সে বড় আনন্দ পাইল।

অশ্বিনী কহিল—নিজের ইচ্ছায় আমি আসিনি, সুনন্দা দেবী! ...এসেচি শুধু luckএর ইঙ্গিতে...সেই luck। দেখচেন তো! কিন্তু খানিকটা পথ luck আমার সঙ্গে সঙ্গে আসে, নাহলে

আপনার সঙ্গে হঠাৎ অমন আশ্চর্য্য রকমে দেখা হবে কেন!... হোটেলে আরো অনেক ঘর ছিল, আরো বিস্তর লোক! ৩২ নম্বর ভুল করে আপনার ১২ নম্বরের ঘরে পড়ে থাকা—সে এই luck! তারপর দেখুন, আবার সেই সেই drudgery...

অশ্বিনী নিশ্বাস ফেলিল। সুনন্দা কহিল—যখন-তখন নিশ্বাস ফেলে আপনি ঐ drudgeryর কথা তোলেন! আমায় আজ বলতে হবে—বলতেই হবে সে কথা...না, আমি ছাড়বো না। বন্ধুত্বের দাবী নিয়ে আমি এ প্রশ্ন করচি। বলুন, আমার কথার জবাব দিন...

সুনন্দার প্রশ্নে সুগভীর আবেগ! যতখানি আবেগ মুখের কথায় ঢালিয়া দেওয়া সম্ভব, সুনন্দা তার প্রশ্নে ঠিক ততখানি আবেগই ঢালিয়া দিয়াছিল।...

অশ্বিনীর মন তাহাতে দুলিল। স্থির দৃষ্টিতে সে সুনন্দার পানে চাহিয়া রহিল—পরে একটা নিশ্বাস চাপিয়া কহিল—সত্যই শুনবেন...?

সুনন্দা কহিল—শুনবো। নিশ্চয় শুনবো। বলুন...না বললে এইখানেই বিদায় নেবো। সত্যি...

নিশ্বাসটাকে আর চাপা গেল না। নিশ্বাস ফেলিয়া অশ্বিনী কহিল—কিন্তু কি হবে, সে ব্যথার কথা শুনে?...তা শোনবার নয় —এমন অদ্ভুত! মানে...না,...বলা চলে না, সুনন্দা দেবী। আমায় মাপ করবেন,...সে কথা আমি প্রকাশ করে আপনাকে বলতে পারবো না। আমার বাধচে। কোথায় বাধচে, কেন বাধচে, তাও

বলতে পারবো না। বলবার বাসনা প্রবল—বিশ্বাস করুন...তবু বলতে পারবো না—আমায় ক্ষমা করবেন !...

শেষের দিকে অশ্বিনীর স্বর করুণ, অশ্রুর বাষ্পে আর্দ্র রুদ্ধ হইয়া গেল।

সুনন্দা উঠিয়া দাঁড়াইল ; তারপর ধীর পায়ে গিয়া জানলার ধারে দাঁড়াইল। আকাশ জ্যোৎস্নায় ভরিয়া রহিয়াছে। নীচে সবুজ শ্যামল পৃথিবী সে জ্যোৎস্না মাখিয়া অপরূপ বেশে সাজিয়া আছে !

কতক্ষণ চুপ করিয়া এমনিভাবে দাঁড়াইয়া রহিল—সুনন্দার সেদিকে খেয়ালও নাই !

সহসা কার হাতের তপ্ত স্পর্শ ! শিহরিয়া সুনন্দা ফিরিয়া চাহিল ; চাহিয়া দেখে, অশ্বিনী আসিয়া পাশে দাঁড়াইয়াছে। তার হাত অশ্বিনী চাপিয়া ধরিয়াছে !

মৃদু কণ্ঠে অশ্বিনী ডাকিল—সুনন্দা...

সুনন্দার মাথার মধ্যে রক্তটা ছলাৎ করিয়া উঠিল—সারা দেহে রোমাঞ্চ ! সে অশ্বিনীর পানে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল—হাতখানা অশ্বিনীর গ্রাস হইতে টানিয়া মুক্ত করিবে—সে শক্তি নাই। কিম্বা সে শক্তি থাকিলেও সে কথা তার মনে পড়িল না ! সে স্পর্শে কতখানি নির্ভর, কতখানি সহায়—সে যেন মনে মনে তাহা অনুভব করিয়া মূর্চ্ছাতুর হইতেছিল ! অশ্বিনী কহিল—রাগ করেচেন ?

সুনন্দা কহিল—না। তার স্বর কাঁপিয়া ভাঙ্গিয়া গেল।

নিজের স্বরে সুনন্দা নিজেই চমকিয়া উঠিল।

অশ্বিনী কহিল—অভিমান?

মাথা নাড়িয়া সুনন্দা জানাইল, না।

অশ্বিনী কহিল—আমায় ভুল বুঝবেন না.. বলিয়া সুনন্দার হাত নিজের বুকের উপর রাখিয়া আর্দ্র জড়িত স্বরে সে কহিল—যদি বুকের গোপন ব্যথা অনুভব করা সম্ভব হয় তো আমার বুকে আপনার এই হাত রেখে শুধু অনুভব করুন...আমার সে ব্যথা, আমার সে বেদনা...

অশ্বিনীর স্বর আবেগে কম্পিত! সুনন্দা ধীরে ধীরে আপনার হাত মুক্ত করিয়া দু' পা সরিয়া গেল।

অশ্বিনী কহিল—আপনার সঙ্গে আলাপ করে, আপনার সঙ্গে মিশে এক নূতন দুনিয়ার পরিচয় পেয়েছি...যে দুনিয়া চিরদিন কল্পনা করতুম...স্বপ্নে আমি যে দুনিয়া দেখতুম!...

অশ্বিনী চুপ করিল। সুনন্দা ধীরে ধীরে আসিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল। তার চোখের সামনে ঐ জ্যোৎস্না-ভরা আকাশ যেন কুয়াশায় ভরিয়া অদৃশ্য হইতেছিল!...

অশ্বিনী কহিল—আপনাকে আমি ভালোবেসেচি সুনন্দা দেবী ...আপনাকে যদি পাশে কোনোদিন, পাই সাথী, বন্ধু, সহায়রূপে, তাহলে...

সুনন্দা উঠিল; উঠিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল...গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। তারপর শ্রান্ত দেহ শয্যায় ঢালিয়া দিয়া চক্ষু মুদিল। চোখে তার শ্রাবণের বন্যা নামিল...

সকালে উঠিয়া সুনন্দা জিনিষপত্র গুছাইতেছে, দ্বারের বাহির হইতে অশ্বিনী কহিল—আসতে পারি ?

সুনন্দা কহিল,—আসুন...

অশ্বিনী ঘরে আসিল—বিশুষ্ক ম্লান মূর্ত্তি !

সুনন্দা তার পানে চাহিয়া রহিল। অশ্বিনী কহিল—আমায় ক্ষমা করবেন। কাল আমি অত্যন্ত অবিনয় প্রকাশ করেচি...

সুনন্দা কোনো কথা কহিল না ; অশ্বিনী তার পায়ের কাছে বসিল, বসিয়া বাষ্পরুদ্ধ স্বরে কহিল—ক্ষমা করবেন না ? ক্ষমা করতে পারবেন না ?...আমি সত্যই অনুতপ্ত...

সে সুনন্দার পায়ে হাত রাখিল। সুনন্দা অশ্বিনীর হাত ধরিয়া তাকে তুলিল, কহিল—ও-সব কথা আর বলবেন না।

যন্ত্র-চালিতের মত অশ্বিনী কহিল—না, কখনো বলবো না।...

তারপর যাত্রার পালা...সারা পথ দু'জনে চুপ...কাহারো মুখে কথা নাই !

পরের দিন রাঁচি ষ্টেশন। অশ্বিনী কহিল—পাশের কামরায় আমি বার্থ নিয়েচি। দরকার হলে ডাকবেন।

সুনন্দা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, তাই হইবে !...

ট্রেণ ছাড়িয়া দিল...দু'জনে চুপ-চাপ কলিকাতায় চলিল।

হাওড়া ষ্টেশনে দু'খানা ট্যাক্সি ঠিক করিয়া একখানায় সুনন্দাকে

বসাইয়া অশ্বিনী কুলিকে কহিল,—দোশ্‌রা ট্যাক্সিতে তার জিনিষ-পত্র যেন তুলিয়া দেয়।

ট্যাক্সি ছাড়িবে, সুনন্দা কহিল—একটা কথা...

—বলুন...

—সে কথা রাখতেই হবে। বন্ধুত্বের দাবী...

—রাখবো। বলুন...

—হাজারিবাগে যা ব্যয় হয়েচে, ন্যায়তঃ তার অর্দ্ধেক আমার দেওয়া উচিত! সে-অনুমতি থেকে আমায় বঞ্চিত করবেন না।

অশ্বিনী সুনন্দার পানে চাহিল, কহিল,—না হলে বেদনা বোধ করবেন?

মৃদু হাস্যে সুনন্দা কহিল—করবো।

অশ্বিনী কহিল—এটুকু আনন্দ—তাতেও বঞ্চিত হবো?

হাসিয়া সুনন্দা কহিল—সব কথায় এত কবিত্ব করবেন না, অশ্বিনীবাবু। বলুন, এ অনুমতি পাবো?

অশ্বিনী কহিল—তাতে যদি আপনি আনন্দ বোধ করেন, বেশ, তাই হবে।...সমস্ত হিসাব শ্রীচরণে দাখিল করবো!

—আবার ঐ কথা!...না, সহজ ভাবে বলুন...

অশ্বিনী কহিল,—এ বন্ধুত্ব, এ সখ্যের স্মৃতিটুকু তাহলে...

সুনন্দা কহিল—সে স্মৃতি আমার বুকে সোনার অক্ষরে চিরদিন লেখা থাকবে! এ বন্ধুত্বের গৌরব আমি চিরদিন করবো!...কিন্তু ঐ যা বলেচি...

অশ্বিনী কহিল—বলেচি তো, হিসাব দাখিল করবো। দুশ্চিন্তায়

কাতর থাকতে হবে না। এবং এ হিসাব দিতে বিলম্বও ঘটবে না...

—বেশ কথা,—নমস্কার।

—নমস্কার! Forgive and forget,...সুনন্দা দেবি...

হাসিয়া সুনন্দা কহিল—Forget করা সম্ভব নয়—তবে দেখবো, হিসাব পেলে forgive...

ড্রাইভারকে সে ইঙ্গিত করিল। ড্রাইভার গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল।

৬

আবার সেই ট্রাম-বাস, ধূলা-ধোঁয়ার রাজ্যে সেই অফিস। অফিসে সেই জটাই বোস, প্রুফের রাশি, এবং বই বেচার জন্য সেই উগ্র অভিযান!

দু'একটা কবিতার প্রুফ দেখিতে দেখিতে দু-চারিটা চোরা লাইন চোখে পড়ে,—

তোমায়-আমায় সেই যে চকিত দেখা,
সবুজ বনে হাওয়ার মাতন চলে!

কখনো বা এমনি লাইন...

বুকে স্মৃতি সোনার তারে গাঁথা,
সেই চাহনি, সেই সে কাঁপা স্বর···
হাতের 'পরে হাতটি আছে পাতা,
বুকে ব্যথার বইছে কি সে ঝড়!

এলোমেলো, অসংবদ্ধ কতকগুলা ভাবের টুকরা! কবিতায় সেগুলা ফোটে নাই—ফুটিবার ব্যর্থ প্রয়াসে এতদিন শুধু কৌতুক জোগাইত, আজ এই অসংবদ্ধ এলোমেলো কথাগুলা মনে অনেক কথাই জাগাইয়া তোলে! প্রুফ দেখিতে দেখিতে সুনন্দা প্রুফের কথা ভুলিয়া উদাস নেত্রে বাহিরে আকাশের পানে চাহিয়া থাকে। কম্পোজিটরদের তরফ হইতে তাগিদ আসে...ব্যস্ত হইয়া কলম হাতে লইয়া সে 'ফ' কাটিয়া 'ক' বসায়, 'ত' কাটিয়া 'ভ' বসায়

দিনের কাজ আবার তার নিত্যকার বাঁধা রুটীনে চলিতে থাকে।

সেদিনও এমনিভাবে কাজ চলিতেছিল—সহসা আবার বিভোর দত্তের প্রবেশ। একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া বিভোর কহিল—তোমার সঙ্গে আজ ভারী সিরিয়াস কথা আছে, সুনন্দা দেবী। সে কথার উপর আমরা সমস্ত ভবিষ্যৎ...মানে, To be or not to be (হাঁ, কিম্বা না!)...বুঝেচ ...It is a question of life and death. (এ প্রশ্ন জীবন-মরণ লইয়া)

বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া সুনন্দা বিভোরের পানে চাহিল।

পকেট হইতে সিগারেট-কেশ বাহির করিয়া তাহা হইতে একটা সিগারেট লইয়া টেবিলের উপর ঠুকিতে ঠুকিতে বিভোর কহিল,—আমি বিলাত চলেছি। এখানে...না, এ লক্ষীছাড়া দেশ। বেশ একটা monumental success (অত্যুচ্চ সাফল্য) জীবনে করতে চাই। এখানে তার না আছে সুযোগ, না কিছু! তাই...

সুনন্দা হাসিল; হাসিয়া কহিল,—সত্যি বিলাত যাচ্ছেন?

ভ্রূভঙ্গী-সহকারে বিভোর কহিল,—Certainly—(নিশ্চয়) কিন্তু...

বাধা দিয়া সুনন্দা কহিল,—বাঃ! শুনে হিংসা হচ্ছে! আমায় সঙ্গে নিয়ে যাবেন? আপনার সেক্রেটারী হয়ে তাহলে যাই। না হয় একজন বেয়ারা-খান্সামারও দরকার হবে না?

মুখখানা বিকৃত করিয়া বিভোর কহিল—আঃ! ঐ তোমাদের

মস্ত দোষ! একদম্ সেই inferiority-complex (নিজেকে ছোট ভাবা) এর কথা। Why...(কেন?) অন্যভাবে যাওয়া চলে না? As a friend, philosopher and guide...(বন্ধু, মন্ত্রী) না, তামাসা নয়...আমি seriously প্রশ্ন করচি সুনন্দা দেবী, Have you any objection to becoming a partner in life to me —whole life—of course? (আমার সারা-জীবনে সুখ-দুঃখের অংশীদার হইতে তোমার আপত্তি আছে কি?)

সুনন্দা চমকিয়া উঠিল। চট্ করিয়া কোনো কথা মুখে আসিল না! এতক্ষণ চোখে-মুখে কৌতুকের যে হাসি ফুটিয়াছিল, সে হাসিটুকু মিলাইয়া গাম্ভীর্য্যের রেখা দেখা দিল।

বিভোর কহিল,—ভাবছিলুম, একা এ-রকম কার্ত্তিক সেজে নেচে বেড়ানোয় কোন লাভ নেই! তাই ভাবছিলুম,—একজন partner in life (জীবনের ভাগীদার) চাই। মামুলি ধরণের একটি মেয়ে বিয়ে করবো? Well, you know me—সে idea আমার shocking বোধ হয়! ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে হলো,—here's a guy! (তুমি আছো!) প্রুফের উপর মুখ গুঁজে খেটে মরচো...কেন তা করবে? You have all qualifications of a wife...(স্ত্রী হবার সকল যোগ্যতা তোমার আছে) বিয়ে ...বিয়ে...বিয়ে করবো, সুনন্দা দেবী...no rubbish of modern companionship (একালে সখীত্বের যে-রেওয়াজ উঠিয়াছে, তাহা নয়) তাতে কোনো পক্ষেই একটা গ্যারান্টি থাকে না! তবে এ বিয়েতে কারো স্বাধীনতা খর্ব্ব হবে না। সে old Hindu

idea of slavish dependence (দাসীত্বের সে পুরানো ভাব) এতে থাকবে না।

সুনন্দা এ-কথার জবাব না দিয়া মৌন বসিয়া রহিল। বিভোর হাসিল, হাসিয়া সিগারেট ধরাইল ; ধরাইয়া তাহা টানিয়া একরাশ ধোঁয়া ছড়াইয়া কহিল—যাক—no hot haste (খুব তাড়া নাই !) আমি এদিকে উদ্যোগ-আয়োজন করি...তুমিও কথাটা ভেবে দ্যাখো ! A day, or a week after (কাল, নয় তো এক সপ্তাহ পরে) আমি আবার আসবো। এটুকু বলতে পারি, তোমার উপর কোনো বিষয়ে জুলুম হবে না...only you leave this dirty office...(শুধু এই নোঙরা অফিসটা ছাড়িয়া দিবে) সাহিত্য-চর্চ্চার ঝোঁক থাকে, why,like the Brownings,we go on (ব্রাউনিঙ-দম্পতীর মত আমরা সাহিত্য-চর্চ্চা চালাইব)। আমারো একটু-আধটু টেষ্ট এদিকে আছে...তবে এমন একজন বন্ধু পাশে চাই যে আমার উৎসাহ জাগিয়ে রাখবে !...পাঁচটা বাজে কাজ নিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছি —still I feel (তবু আমার মনে হয়), এভাবে একটা জীবনকে চালানো উচিত নয়—when this life is not a trifle. (যখন এ জীবন তুচ্ছ নয়)

চকিতে আসিয়া চকিতে এত বড় কথাগুলা নিঃশেষ করিয়া বিভোর চলিয়া গেল। কিন্তু এই চকিতের আসা-যাওয়ায় সুনন্দার মনকে সে একেবারে ঝড়ের মুখে ফেলিয়া দিয়া গেল !...

সুনন্দা ভাবিতে বসিল,—জীবন সত্যই এ-ভাবে পাঁচটা বাজে কাজ লইয়া কাটাইবার নয়—কাটানো চলে না ! অবসাদ

অনিবার্য্য। সে অবসাদ এখন যে দেখা দেয় না, এমন নয়! তবে কি করিবে? উপায় নাই...নহিলে নানা অসুবিধা, নানা অস্বস্তি! তাই দিনের পর দিন মনকে এ-কাজে গুঁজিয়া রাখিতে হয়। ভালো লাগে না, তবু! অশ্বিনীর কথা মনে পড়িল—Drudgery! জীবনে অশ্বিনী luckএর দেখা পাইয়াছে—তবু প্রতি-নিমেষ সে কাজে এই drudgery ছাড়া আর কিছু দেখিতেছে না! মন নৈরাশ্যে কাতর, বেদনায় আতুর! বিভোরকে সে খোশ-খেয়ালী বলিয়াই জানে! সেই বিভোর তার এ খোশ-খেয়ালীর মধ্যেও সেই drudgeryর বিষ-বাষ্পে কাতর!

সত্যই কি জীবনে রস নাই? মাধুরী নাই? আকর্ষণ নাই? কেবলি বোঝা বহিয়া বেড়ানো—জীবনের উদ্দেশ্য?...

না...তাহা হইলে কয়েকদিন পূর্ব্বে অফিসের বাহিরে যে দৃশ্য-বৈচিত্র্য সে দেখিয়া আসিয়াছে—সেই শ্যামল ক্ষেত, পাহাড় ঠেলিয়া জলস্রোতের উচ্ছ্বাস—সেই গতি...আকাশে আলো-ছায়ার অপরূপ লীলা...দিকে দিকে অমন বৈচিত্র্য...মানুষের জীবনে সে বৈচিত্র্য, সে মাধুরীর কণাও নাই? শুধু অবসাদ, নৈরাশ্য আর বেদনা!...

এ-সব লইয়া মানুষ তো বাঁচিতে পারে না—বাঁচিতে কোনোদিন পারিবে না। হাসি-গল্প—এগুলার তবে সৃষ্টি হইয়াছিল কেন? আনন্দ...পুলক...যৌবন...বসন্ত...এগুলা সত্যই শুধু কবির কল্পনা নয়—নিশ্চয় এ-সবের অস্তিত্ব আছে...নহিলে ধরণীর প্রাণ এমন দীর্ঘ হইত না,...ছন্দে লীলায়িত থাকিত না!

সন্ধ্যার পর চিরাচরিত প্রথায় সে বাসে চড়িয়া বসিল, কিন্তু

বাস হইতে সে নামিল ভিক্টোরিয়া মেমেরিয়লের কাছে। মাঠে ছেলেমেয়েরা ছুটাছুটি করিতেছে, খেলা করিতেছে—যেন আনন্দের মেলা! বয়স্কদলেও হাসি-খুশীর অভাব নাই। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কেহ খেলা করিতেছে, কেহ গল্প করিতেছে! কোথাও ঐ তরুণ-তরুণী,—প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া! হাসি-মুখে গল্প করিতেছে...তাদের পানে চাহিলে মনে হয়, কাজের কদর্য্য খোলশ কোনোদিন তাদের মলিন বা ম্লান করে নাই!...

একটা বেঞ্চে বসিয়া পুলকাকুল দৃষ্টিতে সে জগৎ-সংসার দেখিতে লাগিল।...এখানেও বৈচিত্র্য আছে...এই ধোঁয়া-ধূলায় ভরা সহরের বুকে...ঐ কর্ম্ম-চঞ্চল লোক-জনের মনে...দেখিতে দেখিতে এ-দৃশ্যে সে তন্ময় হইয়া গেল।

সহসা পিছনে কে ডাকিল,—সুনন্দা দেবী...

চমকিয়া সুনন্দা চাহিয়া দেখে, অশ্বিনী।

সুনন্দা কহিল—আপনি! তার স্বরে উল্লাসের আবেশ! সে আবেশ রোধ করিয়া সুনন্দা কহিল,—বসুন...

সরিয়া সে বেঞ্চে জায়গা করিয়া দিল। অশ্বিনী বসিল, বসিয়া কহিল,—মাঠে বেড়াচ্ছিলুম। একটু বসবো বলে চারিধারে বেঞ্চের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলুম...সব বেঞ্চ জোড়া। এ বেঞ্চের পানে চেয়ে প্রথমে চমকে উঠেছিলুম। কাজের পর সোজা বাড়ী না গিয়ে সুনন্দা দেবী এসে মাঠে বসেচেন!

সুনন্দা কহিল—কেন? সুনন্দার অপরাধ?

অশ্বিনী কহিল—মানে,আমি প্রায় মাঠে আসি কি না...কখনো দেখি না আপনাকে...

সুনন্দা কহিল—হুঁ...! কিন্তু আপনার অপরাধ এখনো ভঞ্জন হয়নি—সে কথা মনে আছে?

অশ্বিনী কহিল—অপরাধ!

—হাঁ। সেই হিসাব...

—ও! সে হিসাব তৈরী। আদেশ করুন, যে-কোনো মুহূর্ত্তে দাখিল করবো। সত্যি, আমিও ভেবে দেখেচি,—এই অর্থ-সমস্যার দিনে দুদিনের আলাপী সম্পূর্ণ এক অপরিচিতার বন্ধুত্বের জন্য এত-গুলো পয়সা অনর্থক কেন খরচ করি! তা, কালই পেশ করতে রাজী আছি...সময় এবং স্থান নির্দ্দেশ করে দিন...কোনো ত্রুটি ঘটবে না!

সুনন্দা ঠিকানা বলিল,—বাড়ীর ঠিকানা।

অশ্বিনী কহিল,—তাইতো, ওদিককার সমস্তটাই আমার অজানা —প্রায় সেই নিকারাগুয়া, কঙ্গো ষ্টেটের মত...পথ ভুলে শেষে যদি দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে ফিরে আসি?

হাসিয়া সুনন্দা কহিল—আজ না হয় সঙ্গে চলুন—ঠিকানা ঠিক করে আসবেন!

অশ্বিনী কহিল—এ কথা মন্দ নয়...

সুনন্দা উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল,—আসুন...

—এখনি? হাওয়ায় আপনি বসবেন না?

—অনেকক্ষণ বসেচি।...শীতকাল...

অশ্বিনী কহিল—আমার গাড়ী আছে। আসুন তাহলে।

মেমোরিয়লের ফটকের ধারে একখানা অবর্ণ-কার দাঁড়াইয়া ছিল ; সুনন্দাকে সঙ্গে লইয়া অশ্বিনী গাড়ীতে উঠিল—ড্রাইভারকে কহিল—চলো লেক্‌কা উধর...

বাড়ী দেখা হইল। অশ্বিনী নামিল না, কহিল—অপরাধ ভঞ্জন না হলে গৃহ-প্রবেশ করবো না সুনন্দা দেবি। কাল আসবো—তৈরী হয়ে...অপরাধের বোঝা মাথা থেকে নামিয়ে সহজ বেশে সহজভাবে বন্ধু-সম্মিলন হবে!

হাসিয়া সুনন্দা কহিল—আপনার ইচ্ছা!

৭

তুচ্ছ হিসাব চুকিলেও আর-একদিক দিয়া বাঁধন কষিতেছিল। কাজ-কর্ম্মের পর অশ্বিনী প্রায় আসিয়া সুনন্দার সঙ্গে দেখা করে; কথা-বার্ত্তা কহিয়া সত্যই আরাম পায়। সুনন্দারও এ সাহচর্য্যটুকু ভালো লাগে! বহু বিষয়ে কথা হয়...সে সব কথার অন্তরালে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মায়া-পুরী জাগিয়া ওঠে—সে মায়া-পুরী সুরে সুরময়!

অফিসে জটাই বোসের মেজাজ বিগড়াইয়া গিয়াছে। তার লেখা কেতাবের কয়টা কড়া সমালোচনা বাহির হইয়াছে। গল্পের প্লটের কথা ছাড়িয়া সমালোচক তার ভাষা লইয়া প্রচুর বিদ্রূপ করিয়াছে—স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছে—আগে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথামালা পড়িয়া বাঙলা কথা শেখো বাছা, তারপর বই লিখিবার বাসনা করিয়ো! সেই সমালোচনা লইয়া বিভোর দত্তেরও টিট্‌কারীর আর অন্ত ছিল না!

বিভোর কহিল,—ঠিক কথা লিখেচে। তোমার পয়সা আছে—লোক রেখে কাগজ চালাও—ছাপাখানা খোলো! নিজে কলম ধরবার impudence জাহির করে শুধু নিজের নির্ব্বুদ্ধিতা রটনা করো বৈ নয়! লেখক বলে নাম কেনবার ঝোঁক থাকে তো, why there are many people—(বহুৎ লোক আছে) যারা কিছু কিছু

লিখতে পারে, অথচ পয়সার দারুণ অভাবে they are starving —(খাইতে পায় না !) তাদের কিছু দক্ষিণা দাও—দিয়ে লিখিয়ে নাও...

জটাই বোস কহিল—ওঃ—ওরা গাল দেছে বলেই আমি ল্যাজ গুটোবো, এমন moral coward আমি নই ! গালাগাল কোন্ লেখককে কে না দিচ্ছে এই democratic যুগে ?

বিভোর কহিল—এতে তোমার cowardly বা heroic (কাপুরুষতা বা বীরত্ব) ব্যাপার কিছু দেখচি না ! You prove yourself a mere blockhead—(নিজের মূঢ়তাই সপ্রমাণ করিতেছ !) লেখাপড়া শিখতে হয় রে মূর্খ, তার উপর লেখবার শক্তি থাকা চাই...

জটাই বোস কহিল,—থামো, থামো। আমি লিখবো—লিখে সে-লেখা ছাপবো।

বিভোর কহিল—ছাপো দুঃখ নেই,—but they would never sell...(কিন্তু সে-সব লেখা কেহ কিনিবে না)

জটাই বোস কহিল,—টাকা আমি নষ্ট করবো—আমার খুশী। বিনামূল্যে বই বিলুবো—কেউ কিছু বলতে পারে ? তুমি বলবে, মিছে পয়সা নষ্ট করচি ! তুমি যে চার-পাঁচটা কুকুর পুষেচো—কি উপকারে লাগে কুকুর ?...তাতে পয়সা খরচ নেই ? তুমি কুকুর পুষে পয়সা নষ্ট করচো—কারণ, সে তোমার সখ ! আমিও বই ছেপে পয়সা নষ্ট করবো, কারণ সে আমার সখ !

হাসিয়া বিভোর কহিল,—A nice analogy—no doubt! (চমৎকার উপমা) কুকুর পোষা আর বই লেখা!

এই বাদানুবাদের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল স্থনন্দা!

জটাই কহিল—What's the matter? (ব্যাপার কি?)

স্থনন্দা কহিল—এ লাইনটার মানে বুঝতি পারচি না।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া জটাই কহিল—মানে?

স্থনন্দা লেখা দেখাইল। বিভোর কহিল—ওটাও জটাইয়ের লেখা?

স্থনন্দা কহিল—হ্যাঁ।

হাসিয়া বিভোর কহিল,—জটাইয়ের লেখায় মানে খুঁজবেন না! অর্থ যা, তা ওর ব্যাঙ্কে আছে—পৈতৃক অর্থ! লেখাতেও অর্থ থাকবে? দুনিয়ার সব অর্থ কি ভগবান ওকেই দেবেন?

কথাটায় হাসি পাইল, কিন্তু স্থনন্দা হাসিল না। জটাই বোস্ মনিব—সে তাই জটাইয়ের কাছে চিরদিন গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া চলে! চপল লঘু হইলে জটাই তার কতখানি স্থযোগ লইবে, তার দৃষ্টান্ত গীতা...কাছেই আছে!

প্রুফটা টানিয়া লেখায় চোখ বুলাইয়া জটাই কহিল,—মানে... মানে একটা আছে, নিশ্চয়! লেখবার সময় সে-মানে মনে ছিল— এখন ভুলে গেছি। যেমন আছে, এমনি ছেপে ফেলুক। মানে খুঁজো না!

বিভোর অট্টহাস্য করিল। স্থনন্দা প্রুফ লইয়া চলিয়া গেল।

সেই টেবিল। টেবিলের উপর প্রুফের তাড়া—যন্ত্রের মত কাট্‌কুট করিল। মন সে-কাজের স্পর্শও পাইল না!...

গৃহে ফিরিয়া এই সব কথাই সে ভাবিতেছিল...অস্বস্তিতে মন পরিপূর্ণ...বিভোরের কথাগুলা কাঁটার মত সারা মনে বিঁধিয়া আছে!...

অশ্বিনী আসিল, তার মুখ মলিন।...

সুনন্দার প্রাণ চকিতে সজীব হইয়া উঠিল! ভবিষ্যতের সেই সুর...মনের ঘুমন্ত পুরীতে আবার সেই সুরের হাওয়া!

সুনন্দা কহিল,—চা খাবেন?

—না,—না,—চা নয়!...

—কি হয়েচে অশ্বিনী বাবু?...

অশ্বিনী হাত বাড়াইয়া কহিল—কাছে এসো...

সুনন্দা কাছে আসিল। অশ্বিনী কহিল,—আমি অসহায়... এমনি করে আমার হাত ধরে আমায় তুমি নিয়ে চলো! নাহলে... আমি বাঁচবো না, সুনন্দা দেবী!

সুনন্দার পায়ের তলা হইতে মাটী যেন সরিয়া যাইতেছিল... আজ তার শূন্য মনে এ কি অশ্রুত কলরব ভাসিয়া আসে!

সুনন্দা কহিল—আপনি বিশ্রাম করুন। তারপর কথা হবে'খন...!

—না, না—বিশ্রাম নয়। আমি আশ্রয় চাই, আশ্রয়...

সুনন্দা বিস্ময় বোধ করিল—ভয়ও না হইল, এমন নয়। অশ্বিনীর কি এমন ঘটিয়াছে...

অশ্বিনী অনেক কথা কহিল—জীবন তার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে! কাজ, কাজ,...বাঁধা লাইনে নিত্য ছুটাছুটি...মাথার উপর না আছে রঙীন আকাশ, না ফুলের গন্ধে-ভরা বাতাস! কি লইয়া, কিসের পানে চাহিয়া সে জীবনের পথে চলিবে!

দীর্ঘ পথ সে চলিয়া আসিয়াছে! কিন্তু সে কি চলা? পরের হাতের যন্ত্র হইয়া...শুধু পরের খেয়ালে? আর পারা যায় না—আর সে পারে না! দেহে-মনে দারুণ ক্লান্তি! তার চালর শক্তি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে!...এ শক্তি সঞ্চার করিতে পারে...শুধু সুনন্দা! সুনন্দার হাতখানি যদি সে ধরিতে পায়—বন্ধু, সাথী, সহায়? তাহা হইলে বুঝি, কোনো ভয় থাকে না। কোনো চিন্তা, নৈরাশ্যের কোনা বেদনা তার কাছেও ঘেঁষিতে পারিবে না!...

অসম্বদ্ধ এমনি হেঁয়ালি! সুনন্দা মন দিয়া সব কথা শুনিতেছিল...এ হেঁয়ালির মধ্য হইতে সত্য বস্তু কতখানি সংগ্রহ করিতে পারে ...সেই উদ্দেশ্যে।

অশ্বিনী বকিয়া চলিল। ঘড়িতে নটা, দশটা,—এগারোটা বাজিল। দুঃখের কত কথা বলিল—তার উঠিবার নাম নাই

সুনন্দা কহিল—অনেক রাত্রি হয়েচে।

অশ্বিনী কহিল—হ্যাঁ, হয়েচে, বুঝচি!

—বাড়ী ফিরতে হবে তো?

অশ্বিনী কহিল—যদি তাড়িয়ে দেন,...অগত্যা।

এ-কথার অর্থ?

অশ্বিনী কহিল—আমার আশ্রয় নেই, সুনন্দা। আমি আজ নিরাশ্রয়...তুমি আমায় আশ্রয় দিতে পারবে না? বলো...সঙ্কোচ করো না...এই শীতের রাত্রে পথেই আমি থাকবো?

এ কি বিপদ! সুনন্দা হতভম্বের মত বসিয়া রহিল।

অশ্বিনী কহিল—একটা কথা বিশ্বাস করো সুনন্দা...আমি ভদ্র...ইতর নই। আশ্রয় দিলে তোমায় অনুতাপ করতে হবে না!...

সুনন্দা প্রমাদ গণিল—তবু উপায় নাই! এ কথা সে বলিতে পারিল না—না, তুমি বাড়ী যাও...এখানে আমি একা...নারী... নারীর বিপদ সীমাহীন!...

অশ্বিনী থাকিয়া গেল...একদিন নয়...দু'দিন নয়... দশ দিন।

সুনন্দা নিত্যকার বাঁধা রুটিনে অফিসে যায়—অফিস হইতে আসে! অশ্বিনী ঘর ছাড়িয়া একদণ্ড নড়ে না!

সুনন্দার চিন্তার সীমা নাই। কি হইবে? আকাশে ঘন মেঘ...মনে সারাক্ষণ ছম্‌ছমানি ভাব! এ ব্যাপার যেন...যেন...! মন কাঁপিয়া কাঁপিয়া ওঠে—কেন? কেন? নিজের কথা, ভবিষ্যৎ... সংসার, সমাজ.. দিবা-রাত্র মনে যেন ঝড় বহিতেছে!

সেদিন মনকে পাকা রকমে বুঝাইয়া গৃহে ফিরিয়া সে অশ্বিনীকে কহিল—একটা কথা আছে।

—বলো...

—এভাবে বাস করা চলে না!...তোমার সঙ্কল্প আমায় খুলে বলো...স্পষ্ট ভাষায়...কোনো হেঁয়ালি নয়! কি তুমি চাও?

—কি চাই ?

—হাঁ।

—আমি তোমাকে চাই...আমার জীবনের সাথীরূপে...আমার পরম বন্ধু...আমার সকল কাজে তুমি শক্তি দেবে, প্রাণ দেবে, উৎসাহ দেবে!

সুনন্দা চমকিয়া উঠিল! জীবনের সাথী—আমায় চায়! কিন্তু নারীকে যে বড় সাবধানে থাকিতে হয়! মমতায় নারীর চিত্ত বড় সহজে গলিয়া যায়! এ কথা সে বলিতে পারিল না। কারণ তার মনে যে ব্যথা বাজিতেছিল, সেটুকু দরদ, না মমতা, না কি—তাহা বুঝিবার শক্তি সুনন্দার ছিল না! তার মনে হইতেছিল, যদি অশ্বিনীর এ ব্যথায় কোনো সান্ত্বনা সে দিতে পারে! সে বেচারা!

সুনন্দা কহিল,—তার মানে, বিবাহ ?

—মন্ত্র না পড়লে বিবাহ হয় না ?

—না!

—মন্ত্র পড়লেই আমার 'পরে বিশ্বাস হবে ? না হলে নয় ?... বলো।

সুনন্দা চুপ করিয়া রহিল। অশ্বিনী কহিল—এতদিনেও আমার পরিচয় তুমি পাওনি!...ভয় নেই,—সে পরিচয় দেবো, সুনন্দা! তবে এইটুকু বিশ্বাস করতে পারো,—আমার পরিচয় পেলে তুমি আমায় ঘৃণা করবে না—তোমার করুণা হবে! প্রথম আলাপে তোমায় যা বলেছি,—আমি অভাগা...luck আছে —তা সত্ত্বেও অভাগা—একান্ত করুণার পাত্র!...জীবনে বহু সঙ্গ

পেয়েচি...কিন্তু সে কঙ্কালের সঙ্গ—ম্যমির সঙ্গ! প্রাণের উত্তাপ কোথাও মেলেনি! শুধু সেই রাঁচির হোটেলে...সেই বারো নম্বরের ঘর...

অশ্বিনী থামিল; তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আবার কহিল,—তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আমি যদি মন্ত্র পড়ে তোমায় বিবাহ করি, তাহলে আমার পরিচয় জানো, না জানো—আমায় তুমি পূর্ণ বিশ্বাসে গ্রহণ করতে পারবে! আর যদি মন্ত্র না পড়ি, তাহলে আমার পরিচয় তোমার মমতা জাগালেও, আমার স্থান হবে না তোমার পাশে, তোমার মনের প্রান্তে ...intellectual companionship...আর কোনো স্বার্থ এতে নেই। বন্ধু, শুধু বন্ধু! মানে, পরস্পরের মনের স্বজন, প্রেমিক, দরদী বন্ধু...তা কি এমন অসম্ভব বস্তু? তোমার এই শিক্ষা, এই বুদ্ধি...এ-সত্ত্বেও কি আমরা পরস্পরকে নির্ম্মল, শুদ্ধ রাখতে পারবো না?...

সুনন্দা কোনো কথা বলিতে পারিল না—তেমনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তার মনের মধ্যে ঝড়ের আতালি-পাতালি! সারা শরীর ভয়ে-ভাবনায় কাঁপিতেছে...বায়ুর হিল্লোলে পত্র-পল্লবের মত!

অশ্বিনী কহিল—তাহলে আমি চলেই যাই...! যাবার আগে একটা কথা শুধু বলে যাই। আমি তোমার দেহ বা যৌবনের কামনা করে আসেনি, সুনন্দা। ঐ দেহ, যৌ বন—এ-সবের উর্দ্ধে তোমার যে-মন—জীবন্ত প্রত্যক্ষ মন—সেই মনের সঙ্গে আমার মনের সঙ্গ-সহযোগিতা আমি কামনা করচি। এ ভালোবাসা তোমাকে—

তোমার ঐ দেহ-যৌবনের অতীত যে-তুমি নিত্যকাল তোমার ও দেহের মন্দিরে বাস করচো—সেই তোমাকে—তোমার মনকে !...সে নিশ্বাস ফেলিল—বলিল,—কিন্তু ভুল বুঝেছিলুম !... তা হয় না !...বোধ হয়, এ অসম্ভবের কামনা !...আসি সুনন্দা... আর কোনোদিন তোমায় বিরক্ত করতে আসবো না ! তবে... এক-একবার মনে করো আমার কথা...নিজের দুর্ব্বল দেহের মধ্যে, আরো দুর্ব্বল সঙ্গ-সাহচর্য্যে কি সুস্থ সবল সজীব একটা মন দুনিয়ায় হাহাকার করে বেড়াচ্ছে !...

অশ্বিনী উঠিয়া দাঁড়াইল ; ধীরে ধীরে জামা গায়ে দিয়া দ্বার-প্রান্তে আসিল, কহিল,—আসি...

সুনন্দা নিজেকে অবিচল রাখিতে পারিল না। ছুটিয়া অশ্বিনীর পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল, কহিল,—না, না, অবিশ্বাস নয়... অবিশ্বাস নয়...তুমি মনের কাঙাল...এসো, এ-মন দিয়ে তোমার মনকে সত্যই যদি সচেতন করে তুলতে পারি...এসো। আমিও বড় একা, বড় অসহায়...বন্ধুহীন, নিঃসঙ্গ !

৮

অফিস চলিতেছে। জটাই তেমনি তার আসনে বসিয়া আছে —সুনন্দা বসিয়া প্রুফ দেখিতেছে। বেলা প্রায় দুটা...বিভোর আসিয়া উপস্থিত।

বিভোর কহিল—Next weekএ আমি sail করছি! আমার সে প্রস্তাব সম্বন্ধে এখনো কিছু স্থির করতে পারোনি তুমি?

সুনন্দা গম্ভীর কণ্ঠে কহিল,—না।

বিভোর কহিল—All right. কিন্তু একটা কথা শুনছিলুম...

সুনন্দার বুক কাঁপিয়া উঠিল।

বিভোর কহিল—That you are engaged to that domesticated son-in-low অশ্বিনী? (তুমি নাকি গৃহ-জামাতা অশ্বিনীর বাক্‌দত্তা?) সে নাকি আসে যায় তোমার ওখানে? হামেশা একসঙ্গে দুজনে বেড়াও...গল্প করো...?

সুনন্দার মুখে কে যেন তীব্র কশাঘাত করিল। নিমেষে তার মুখ বিবর্ণ মলিন হইয়া গেল!

বিভোর কহিল—A sneak! অর্থ-পিশাচ! একটা cripple মেয়েকে বিয়ে করেচে শুধু টাকার লোভে! শ্বশুর পক্ষাঘাতে পঙ্গু— মেয়েটার বিয়ে হচ্ছিল না! শুধু cripple নয়, একটু idiotic গোছের। বাপের ঐ একটি মাত্র মেয়ে। জামাই এনে শ্বশুর আড়গড়া

খুলেচে। তাকে কৌন্সিলে ঢোকাবে, কার্পোরেশনে ঢোকাবে—পাশ-টাশ করেছে। খুব লেখাপড়া জানে,—মানি! কিন্তু এ-রকম mentality!

সুনন্দা কহিল—এ-সব কথার প্রয়োজন নেই, বিভোরবাবু! অনর্থক এ পর-চর্চ্চা কেন?

তার বুক কাঁপিতেছিল...মাথায় যেন রক্ত নাচিতেছিল! সারা মনে আবার সেই ঝড়!

একটা বক্র কটাক্ষে বিভোর তাকে নিরীক্ষণ করিল, করিয়া কহিল—বেশ, থাক্! তবে, don't be a fool...তার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে—এমনি একটা কথা শুনছিলুম কি না—তাই বন্ধু-ভাবে তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি! যাক—আমার সম্বন্ধে তোমার মন কোনো দিনই যখন...

বাধা দিয়া সুনন্দা কহিল—আমার কাজ আছে, বিভোরবাবু! please...please...অফিস-ঘর এ-সব কথা আলোচনার জায়গাও নয়, বোধ হয়! বলিয়া জোর করিয়া সে মুখে হাসির রেখা ফুটাইল। যে হাসি ফুটিল, তাহা দেখিলে বুক কাঁপিয়া ওঠে—অশ্রুর চেয়েও সে হাসি করুণ!

বিভোর চলিয়া গেল। সুনন্দা গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল। তার মনে হইল, এ-পৃথিবীটা তার চিরাভ্যস্ত ঘূর্ণন-গতি থামাইয়া একদম্ নিথর হইয়া গিয়াছে—সঙ্গে সঙ্গে আলো-হাওয়া সবই নিশ্চল, নিস্পন্দ!

একাকিনী

কি করিয়া ছুটীর পর বাসে চড়িয়া গৃহে ফিরিল—সে যেন পরম বিস্ময় !

অশ্বিনী গৃহে নাই। এখন সে আর চুপচাপ পড়িয়া থাকে না। মনে উৎসাহের জোয়ার বহিতেছে প্রচুর। সে তার কাজে গা ঢালিয়া দিয়াছে ! কর্ম্মময় জগৎ—আলস্যে কাটাইবার জন্য এই রৌদ্রালোকিত দিবসের সৃষ্টি হয় নাই।

অশ্বিনী আসিল—রাত্রি তখন দশটা।

সুনন্দা গম্ভীর মুখে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। অশ্বিনী কহিল,—কৌন্সিলে ঢোকবার আশা খুবই আছে—তবে জোগাড়-যন্ত্র ঠিক-ঠাক চালিয়ে যাওয়া চাই !

সুনন্দা কহিল—কথা আছে।

তার গাম্ভীর্য্য দেখিয়া অশ্বিনী চিন্তাগ্রস্ত হইল। কহিল,—কি কথা ?

সুনন্দা কহিল,—তুমি বুঝচো, কল্পনার স্বর্গ ভেঙ্গে মাটীর নীচে পাতালে চলেছি ! কিন্তু এ পাতাল আমি সহ্য করবো না ! স্বর্গ নয়—এই মর্ত্ত্য আমার চাই—পাতালে স্থান নেবো না !

—পাতাল !

অশ্বিনীর বিস্ময়কে চূর্ণ করিয়া সুনন্দা কহিল—যেদিন দেহের ঊর্দ্ধে মনের সঙ্গ-লোভ দেখিয়েছিলে, সেদিন এ-কথা তুমি বুঝেছিলে, সে শুধু আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন ! মাটীর মানুষ—কালো মাটী নিয়েই তার কারবার ! আমিও বুঝিনি, তা নয়। মনের সঙ্গে দুজনেই ছলনা করেছিলুম ! এখন ভয় হচ্ছে, এ ছলনার খোলশ

ছিঁড়ে সত্যভাবে আমায় তোমার সাথী করে তোমার পাশে দাঁড়াতে দিতে হবে। তাতে মহত্ত্ব নয়, তোমার কর্ত্তব্য করা হবে!

বিস্ময়-চকিত স্বরে অশ্বিনী প্রশ্ন করিল—এ কথার মানে?

সুনন্দা কহিল—এর মানে তুমি বুঝতে পারচো না? এত স্পষ্ট এ ব্যাপার...সে-কথা আমার মুখে শুনবে? বেশ, শোনো।

একটা প্রবল নিশ্বাস ঝড়ের মত সুনন্দার বুকটাকে ভাঙ্গিয়া ছিঁড়িয়া বাহির হইল। সুনন্দা কহিল—আমার গর্ভে তোমার সন্তান! তাকে স্বীকার করা তোমার কর্ত্তব্য। আমার স্বার্থ নিয়ে কথা তুলচি না—আমি যে পাপ করেচি, তার প্রায়শ্চিত্ত করতে আমি প্রস্তুত! কিন্তু এ বেচারী—যে আসচে—আমায় বিবাহ করো—দেরী নয়—কালই...তিথিক্ষণের প্রয়োজন নেই! কালই তোমায় বিবাহ করতে হবে!

অশ্বিনী যেন ভূত দেখিয়াছে—এমনি তার মুখের ভাব! এমন দুর্ভাগ্য ঘটিয়াছে! সে শিহরিয়া উঠিল।

সুনন্দা কহিল—চুপ করে রইলে যে! এতে কিসের দ্বিধা? দুজনের মনের অগোচর তো কিছুই নেই! বিবাহের ব্যবস্থা করো।

অশ্বিনী কহিল—কিন্তু এ কি বিপদের কথা বলচো, সুনন্দা!

—বিপদ! সুনন্দার দুই চোখে আগুন জ্বলিল! তীব্র স্বরে সে কহিল—তুমি বালক নও! আগুন নিয়ে খেলা করতে গেলে সে আগুনে পুড়তে হয়—এ জ্ঞান তোমার আছে, নিশ্চয়!

চোরের মত ভীত কম্পিত স্বরে অশ্বিনী কহিল—কিন্তু...

—কিসের কিন্তু!

—আমার স্ত্রী আছে। তাকে ভালো না বাসি—আমার মনের সাথীও সে নয়—হতে পারে না! তবু বড় দুর্ভাগিনী, বড় করুণার পাত্রী! সে বেঁচে থাকতে...

সুনন্দা সগর্জ্জনে কহিল—বটে! তাঁর প্রতি করুণার সাগর উথলে উঠচে! আর আমি?...পথের একটা গণিকার মত... সকলের ঘৃণা-অবজ্ঞার মধ্যে...ওঃ...এতখানি হীন নীচ ধারণা তোমার মনে! আর তুমি সখ্য, বন্ধুত্বের ছলনায় এ-ভাবে আমায় ভুলিয়ে রেখেছিলে! আমার বিশ্বাসকে এভাবে পীড়ন করবার বেলায় তো কোনো মমতা জাগেনি! আমার মধ্যে গণিকার নির্লজ্জতা তুমি কোথায় দেখেছিলে...?

সুনন্দা কাঁদিয়া ভূমে লুটাইয়া পড়িল। সে কান্নার বিরাম নাই—যেন কোন্ মহাসাগরের জলরাশি সহসা বন্যার প্রবাহে উচ্ছ্বসিত হইয়া আসিয়া তার চোখে আশ্রয় লইয়াছে!

অশ্বিনী তার পানে চাহিয়া রহিল—সে যেন পাথর বনিয়া গিয়াছে! বহুক্ষণ। বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার পর সে কাছে আসিয়া বসিল, বসিয়া ডাকিল,—সুনন্দা!

সুনন্দা মাথা তুলিল—ঝাপ্সা জল-ভরা চোখে দেখিল, সামনে বসিয়া অশ্বিনী! চোখে করুণ দৃষ্টি!

রাগে তার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল—ঘৃণা, দারুণ ঘৃণা! চকিতে একেবারে বাঘের মত ঝাঁপাইয়া অশ্বিনীর উপর পড়িয়া সে তার

মুখে, চোখে, মাথায় কিল চড় ঘুষি মারিয়া তাকে জর্জ্জরিত করিয়া দিল—পরে সহসা ভীমা-ভয়ঙ্করী বেশে রূঢ় স্বরে কহিল—বেরোও, এখনি বেরোও তুমি আমার সামনে থেকে! পাজী, ইতর, ছোট লোক—ভদ্র বেশে, ভদ্র কথায় চোরের চেয়েও জঘন্য উপায়ে নারীর সর্ব্বনাশ করে বেড়াও! বেরোও—বেরোও তুমি এখনি। নাহলে...নাহলে তোমায় আমি খুন করবো...খুন!

বলিতে বলিতে সুনন্দার মাথায় সত্যই খুন চাপিল! বিস্রস্ত বসন—আঁচল উড়িতেছে—পাগলের মত মূর্ত্তি! সামনের চেয়ারখানা তুলিয়া সুনন্দা অশ্বিনীকে লক্ষ্য করিয়া তাহা নিক্ষেপ করিল। অশ্বিনীর চশমা চূর্ণ হইয়া গেল, মাথা কাটিয়া গেল।

ফুঁশিয়া সুনন্দা কহিল—এখনো গেলে না—এখনো না? বেহায়া নির্লজ্জ...

মার-মূর্ত্তিতে সুনন্দা আগাইয়া আসিল। সে মূর্ত্তি দেখিয়া বেত্রাহত কুকুরের মত অশ্বিনী তার দেহটাকে টানিয়া কোনো-মতে বিদায় লইল!

কলরব শুনিয়া পাশের ফ্লাট হইতে সাড়া উঠিল—কলরব ফুটিল...চারিদিকে অসংখ্য কুতূহলী দৃষ্টি!

সহর কলিকাতা...কৌতূহল-নিবৃত্তির কোনো আশা না দেখিয়া সকলে নিজের নিজের ঘরে ফিরিয়া কুৎসার কালিতে চাঁদের বুকে কলঙ্কের আঁচড় টানিতে মত্ত হইল। না-জানা, না-ঘটা কত ব্যাপার কল্পনায় গড়িয়া চিত্তকে তারা পরিতৃপ্ত করিল—তবে স্বস্তি মিলিল!

৯

তারপর সুনন্দা !

অভিশাপের মত এ জীবন-ভার বহিয়া বেড়ানো কঠিন ! এত বড় ছলনা ! এমন বিশ্বাসঘাতকতা ! সারা পৃথিবীর গায়ে নিমেষে যেন কে কালো লেপিয়া দিয়াছে ! কোথাও ফাঁক নাই— শুভ্র আলোর রেখা কোথাও দেখা যায় না !

পরের দিনই টালিগঞ্জের ওদিকে একটা বাড়ীর নীচের তলায় তুখানা ঘর দেখিয়া সুনন্দা সেই বাসায় উঠিয়া গেল। কাল রাত্রের ঐ কলরবের পর এখানে আর থাকা চলে না। সকালে লোকজনের প্রশ্ন-ভরা কেমন ঐ দৃষ্টি—সে যেন কাঁটার তীর ! কাঁটা সহ্য হয়, কিন্তু এ-তীর অসহ্য !

জীবনে তার রুচি নাই, মরণেও স্পৃহা নাই ! অথচ সে যেন নিশ্চেতন, জড় ! প্রাণের স্পন্দন থামিয়া গিয়াছে ! এভাবে জীবন কাটানো কত-বড় তুর্ভোগ...কে বুঝিবে ?

অফিস আছে—ছাড়া চলে না। বিশেষ এই যে এক অজানা অতিথির আসিবার সম্ভাবনা ! জীবনে মস্ত কলঙ্ক...তবু...উহার কি দোষ ?...

ছুটীর পর বিছানায় পড়িয়া এই অজানা অতিথির কল্পনা লইয়াই কোনোমতে সে মনকে খাড়া রাখিয়াছে। প্রয়োজন ভিন্ন কাহারো সঙ্গে কখনো সে মিশে নাই—আজো মিশে না ! তবে

বাড়ীওয়ালার বিধবা মেয়েটি মাঝে মাঝে আসিয়া কাছে বসে... তাকে ঠেলিয়া চলা দায়! সে বলে,—তাইতো দিদি, তুমি নালিশ করো। এমন স্বামীকে ক্ষমা করা উচিত নয়। এই অবস্থা! আর চেয়ে দ্যাখে না!

সুনন্দার চোখ জলে ভরিয়া আসে! সজল চোখে দরদী মেয়েটির পানে চাহিয়া সে বলে,—কি হবে ভাই? জোর করে কি ভালো বসোনো যায়?

মেয়েটি বলে,—মুখ্যু-সুখ্যু হলেও না হয় কথা ছিল। কালো কুৎসিত নও—এমন লেখাপড়া জানো! এমন বুদ্ধি! তোমার স্বামী এমন বেয়াড়া হতে পারে! আশ্চর্য্য!

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে নিশ্বাস ফেলিয়া সুনন্দা বলে,—আমার ভাগ্য!

মেয়েটি বলে,—না, তুমি একবার চিঠি লিখে দ্যাখো দিদি।

সুনন্দা কহিল,—বেচে মান...কদিন তা টেঁকে?

এমন কথা প্রায় হয়! দিনের পর দিন চলিয়া যায়। কাহারো দুঃখ দাঁড়াইয়া দেখিবে, সে নিয়ম তার নাই!

শেষে সে-দিন আসিল—যেদিন শিরা-উপশিরায় অসহ্য টান পড়িল। বুঝি, দেহখানা ভাঙ্গিয়া গুঁড়াইয়া যায়!

বাড়ীওয়ালা লোকটি ভালো। মেয়ের কথায় গাড়ী ডাকাইয়া সুনন্দাকে তাহাতে তুলিয়া সে হাসপাতালে লইয়া গেল।

হাসপাতালে সুনন্দার এক পুত্র জন্মিল।...তার পর সুনন্দাকে লইয়া যমে-মানুষে সংগ্রাম চলিল। দুনিয়ায় তার নাকি আজ মূল্য

নাই—তাই যম ফেলিয়া রাখিয়া গেল। সুনন্দা বাঁচিয়া উঠিল। ডাক্তাররা মোটা খাতায় মস্ত রিপোর্ট লিখিলেন—এমন কেশ্ হাজারে-একটা যদি বাঁচে! বিজ্ঞানের বিজয়-গৌরবে তাঁরা দিশা-হারা। সারিয়া সুনন্দা ভাবিল, সেই পুরানো জগতে এ আবার কি নূতন বেশে তাকে আজ দাঁড়াইতে হইবে! অদৃষ্টে আরো কি আছে, কে জানে! তার উপর এই...

ছেলে! এ ছেলে কে চাহিয়াছিল? তার অভাবে কোথায় বাজিতেছিল?...কি কলঙ্কের পশরা মায়ের মাথায় চাপাইয়া সে আসিয়া উদয় হইল!...সুনন্দার জীবনে কোনো দুঃখ ছিল না! এ অভাবের কথা কোনো দিন তার মনে জাগে নাই! আজ অভি-শাপের মত!

...কিন্তু না, না...ঐ হাসিতেছে! আহা বেচারী—বেচারী আমার! সুনন্দা শিশুকে বুকে চাপিয়া ধরিল।...

কিসের কলঙ্ক? কোথায় অভিশাপ?...ওরে, তুই, তুই আজ সুনন্দার আশা, ভরসা! তার বর্ত্তমান, তার ভবিষ্যৎ...তার সব, সব!...

এই ছেলের পানে চাহিয়াই সে বাঁচিবে! বাঁচা ছাড়া তার আজ উপায়ও নাই! মরণ যদি আসে, তার পায়ে ধরিয়া বলিবে, আজ নয়, আজ নয়গো, আজ আমায় ছাড়িয়া রাখিয়া যাও! নহিলে এই শিশু...একান্ত অসহায়! বেচারীকে কে দেখিবে?

অফিসে সে ছুটী লইয়াছিল...দু'চারিটা মৃদু গুঞ্জন ধ্বনিত হইলেও তার সিঁথিতে সিঁদুর দেখিয়া সে গুঞ্জন থামিয়া গেল।...

শরীর সারিলে আবার সেই অফিস! ছেলে একা থাকিবে, সে চিন্তা ছিল না। বিধবা মেয়েটি বড় ভালো, ছেলেকে বুকে করিয়া রাখে। স্থনন্দার অফিস যাইতে ব্যাঘাত ঘটে না!...

মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া চলিল—বড় ধীরে; তবু কাটিয়া চলিল।

স্থনন্দার শিশুর বয়স হইল পাঁচ বৎসর—বিধবা মেয়েটি তার নাম রাখিয়াছে, অমল!...

মনে মনে অদৃষ্টের উদ্দেশে স্থনন্দা কহিল, কালির বন্যায় আসিয়াছে, তাই অমল! পরক্ষণেই শিহরিল। কালি যা কিছু, স্থনন্দার গায়েই লাগিয়াছে—লাগিয়া থাকুক! দুঃখ নাই! কিন্তু এই শিশু? সে অমল বৈ কি! কাজেই তার অমল নাম বাহাল রহিল।...

অফিসে বসিয়া নিত্যকার মত সে প্রুফ দেখিতেছে,—জটাই বোস আসিয়া কহিল,—ও প্রুফ রেখে দাও। ও লেখাটা এ হপ্তায় যাবে না!...এ হপ্তায় কৌন্সিলের ব্যাপারের উপর এই টিপ্পনীটা যাবে! এখনি প্রেশে পাঠানো চাই।

একরাশ গেলি প্রুফ স্থনন্দার টেবিলের উপর রাখিয়া জটাই বোস চলিয়া গেল।

স্থনন্দা প্রুফের তাড়া হাতে লইল। খুলিয়া পড়িতে গিয়া দেখে,—এ কি! তার হাত কাঁপিল! শ্লিপের মাথায় বড় বড় হেড-লাইন...

কৌন্সিলের দ্বারে বৎস অশ্বিনীকুমার !

তারপর তীব্র গালির বন্যা বহিয়া চলিয়াছে,—

গৃহ-জামাতা-পুঙ্গব শ্বশুরের আড়গড়ায় ছোলা খাইয়া এমন শক্তি পাইয়াছে যে কৌন্সিল-হলে ছুটিতে চায়—তাজ্জব কী বাৎ বটে! কিন্তু ধোপার গাধা—মোট বহিবার জন্য যার জন্ম, ঘোড়ার বরাদ্দ ছোলা খাইলেই কি সে ঘোড়া হয় রে বাপু!

তারপর বহু কুৎসা ! ছড়াও আছে। ছড়াটা এই,—

খাঁদা হাদা মেয়ে দেখে, শুধু টাকার লোভে
বিয়ে করতে নারাজ নও—হতচ্ছাড়া গোবে!
তার 'পরে হায় দেশবাসী, কিসের এত বিশ্বাস ?
টাকা হাতে পেলে সে করবে তোমাদের সর্ব্বনাশ!

সুনন্দার বুক ভরিয়া নিশ্বাসের ঝড় বহিল! এ কথার অর্থ কি ? 'খাঁদা-হাঁদা' মেয়ে, 'গৃহ-জামাতা' ? বিভোর দত্ত বহুকাল পূর্ব্বে এমনি একটা কথার যেন ইঙ্গিত দিয়াছিল! অশ্বিনীর দুঃখ-বেদনা-নৈরাশ্যের অন্তরালে তাহা হইলে...

অশ্বিনীর সেই মুখ, চোখের সেই করুণ কাতর দৃষ্টি, সেই আশ্রয়-ভিখারীর মিনতি-ভরা কণ্ঠ-স্বর—সব মনে পড়িল! সে সব সর্ব্বক্ষণ মনে জাগিয়া আছে—তবু এখন যেন আরো স্পষ্ট রেখায় দীপ্ত বর্ণে ফুটিল! হায়রে, চাকরি করিয়া তুচ্ছ দু'টা পয়সা মিলিবে, সেই

পয়সার মায়ায় সে এ-কি করিতেছে! অশ্বিনী? তার বিরুদ্ধে এই যে প্রবল বিদ্বেষ, ইতর চক্রান্ত...এ-সব তাহারি হাতে দীপ্ত বেশে উজ্জ্বল ভূষায় সুস্পষ্ট ছাপার অক্ষরে সাজিয়া সকলের চোখের সাম্‌নে গিয়া দাঁড়াইবে...!

প্রাণ তার বেদনায় আর্ত্ত হইল। ইহার প্রতিকারের কি-উপায় সে করিতে পারে? জটাই বোসকে গিয়া বলিতে পারে না—দয়া করুন, তাঁর বিরুদ্ধে এ অভিযান বন্ধ করুন!...জটাই শুনিবে না! দুনিয়ায় কাহারো কুৎসা করিতে পাইলে জটাইরা বর্ত্তাইয়া যায়! ভাবে, দেশের কাজ করিতেছে! সে মস্ত লোক! পয়সার বস্তাবাহী এক নিরেট গর্দ্দভ—অথচ প্রচণ্ড শয়তানীতে চিত্ত ভরা! ধরার বুকে এক অপরূপ প্রাণী—না পশু, না মানুষ!

নাই, উপায় নাই! অদৃষ্টের কি নির্ম্মম পরিহাস!

প্রুফ দেখা হইলে স্লিপগুলা লইয়া সে জটাই বোসের ঘরে গেল। জটাই বোসের সামনে বসিয়া ন্যাড়া-মাথা মোটা একটি ভদ্রলোক—তার পরণে গেরুয়া, মাথায় টিকি! জটাই বোসকে সে বলিতেছিল,—ওর চেয়ে কড়া হবে—এ লাইনটা গুঁজে দিন, বুঝলেন! Character-এর উপর একটু ঠেশ না দিলে আমাদের দেশের লোক টলবে না! বলবে,—ঘর-জামাই তো কি হয়েচে! হাতে টাকা না থাকলে ঘরজামাই হতে কে না চায়? তবে সকলের ভাগ্য তেমন নয়, তাই!...

সুনন্দাকে দেখিয়া জটাই বোস কহিল,—প্রুফ এনেচো! বেশ! তাহলে ঐ চেয়ারটা টেনে বসো—ওরই এক জায়গায় কটা লাইন

গুঁজে দিতে হবে! তুমি পাশে এক জায়গায় লিখে নাও, আমি বলি...

আদেশানুসারে পাশের ছোট টেবিলের ধারে গিয়া সুনন্দা বসিল। জটাই বোস বলিতে লাগিল,—"গৃহ-জামাতা বলিয়া লোকটিকে নেহাৎ নিরীহ ভাবিবেন না। এক কুল-মহিলারও ইনি সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। সে সংবাদ সবিস্তারে..."

আর বলিতে হইল না! একটা অস্ফুট আর্ত্ত রব তুলিয়া সুনন্দা টেবিলের উপর মাথা রাখিল।

মূর্চ্ছার ভাব! চকিতের জন্য!...

চোখ চাহিতে সুনন্দা দেখে, তার পানে চাহিয়া সকলে বসিয়া আছে!

জটাই বোস কহিল,—ব্যাপার কি?

সুনন্দা মৃদু স্বরে কহিল,—মাথাটা কেমন ঘুরে উঠলো!

গেরুয়া কহিল,—Weakness (দুর্ব্বলতা). সম্প্রতি delivery (প্রসব) গেছে...একটা টনিক খান্ না কেন?

অপরিচিত পুরুষের মুখে এ-কথা শুনিয়া লজ্জায় সুনন্দা মাথা নামাইল! কিন্তু এ লজ্জা চলে না! যখন বাহিরে পুরুষের দলে পুরুষের মত তাহাকে চলিতে হইবে, তখন বাহিরের ঝঞ্ঝা-ঝড়ও পুরুষের মত সহ্য করা ছাড়া উপায় নাই!

জটাই বোস কহিল,—মাথা সারলো?

সুনন্দা কহিল,—হাঁ।

—তাহলে লেখো!

কুণ্ঠা-ভরে সুনন্দা কহিল,—এ-সব কুৎসাগুলো...

শান্ত স্বরে গেরুয়া কহিল—Public interest...

সুনন্দা কহিল—আমি লিখতে পারবো না! আমি স্ত্রীলোক—এ-সব কথা লিখতে আমার বাধে!

—বাধে? জটাইয়ের চোখ দুটা বুঝি ঠিকরিয়া ছিটকাইয়া পড়িবে—বিস্ময়ে এমনি বিস্ফারিত হইল।

—হ্যাঁ।...বলিয়া সুনন্দা উঠিয়া দাঁড়াইল।

জটাই কহিল—This is not discipline!

সুনন্দা সে-কথা ভ্রূক্ষেপও করিল না; নিজের ঘরে চলিয়া আসিল।

কয়েকদিন পরের কথা।

সেই এস্প্লানেড। অফিসের পর সুনন্দা ট্রামে চড়িতেছে, সামনে হইতে কে ডাকিল,—সুনন্দা!

যে ডাকিল, সে ঐ ট্রাম হইতেই নামিতেছিল,—সুনন্দা চোখ তুলিয়া দেখে, অশ্বিনী!

অশ্বিনী কহিল,—ফেরবার তাড়া আছে?

সুনন্দার বুকের মধ্যে কি যেন ঠেলিয়া উঠিল! সে কোনো কথা না বলিয়া মাথা নামাইল।

অশ্বিনী কহিল,—ভিড়ে ধাক্কা খাবে! যদি সময় থাকে তো ঐ কার্জ্জন পার্ক আছে, সেখানে দু'দণ্ড বদি বসো...

সুনন্দা কহিল,—না।

সে ফিরিল। অশ্বিনী কহিল,—ট্রাম ভর্ত্তি—দাঁড়িয়ে যাওয়া ঠিক হবে না! কষ্ট পাবে। সারাদিনের পরিশ্রম...

সুনন্দা হাসিল। মনে হইল, ইস্, এত দরদ! ট্রামে দাঁড়াইয়া যাইতে কষ্ট হইবে! যে-কষ্ট তোমার আঘাতে এ কয় বৎসর সে সহ্য করিতেছে, তার চেয়ে কষ্ট তুনিয়ায় আর কেহ পাইয়াছে কখনো? তার সমস্ত বিশ্ব-নিখিল কি আবর্জ্জনায় যে তুমি ভরিয়া দিয়া গিয়াছ!

সুনন্দা কহিল—পরের ট্রামে যাবো। এইখানে দাঁড়াই।

অশ্বিনী কহিল,—কথা শোনবার সময় তাহলে হবে না?

গম্ভীর কণ্ঠে সুনন্দা কহিল,—না!

মুখে না বলিলেও তার অন্তরে যা হইতেছিল, অন্তর্যামীর তাহা অগোচর ছিল না! তিনি বুঝি বুক হইতে করুণার পাট এখনো মুছিয়া দেন নাই, তাই...

পরের ট্রামটা আসিল প্রায় খালি। সুনন্দা ট্রামে চড়িল। অশ্বিনীও তার পিছনে ট্রামে উঠিল।

যে-শীটে সুনন্দা বসিল, ঠিক তার পিছনের শীটে বসিল অশ্বিনী!

সেই অশ্বিনী আবার এত কাছে! তার সান্নিধ্য...না, না, সুনন্দার আজো তাহা কাম্য! বিবাহের মন্ত্র সে পড়ে নাই, সত্য! কিন্তু মন্ত্র-পড়া বিবাহের স্ত্রীর চেয়ে তার দরদ, তার ভালোবাসা এই অশ্বিনীর 'পরে এতটুকু কম নয়! নিমেষের চঞ্চলতায় চেতনা হারাইয়া, জ্ঞান হারাইয়া সেদিন সে যা করিয়াছিল, সে সবের

জন্য মায়ায় মমতায় অনুতাপের ভারে সুনন্দার মন ভরিয়া আছে! তার পর দিনে দিনে পলে পলে যে-বেদনাকে সে জীবনের সাথী করিয়াছে—ভগবান, এমন বেদনা মানুষকে তুমি দিতে পারো!

ট্রাম চলিতেছিল। ট্রামে বসিয়া পথের পানে চাহিয়া সুনন্দা এমনি নানা কথা ভাবিতেছিল।...অশ্বিনী কোথায় চলিয়াছে? তার ওখানে?...ভাবিতে আনন্দ হইল!...না, সে কোনো নিষেধ করিবে না! ভাগ্য যদি...

কিন্তু কার্জ্জন পার্কে যাইতে বলিলে সে-কথা সে শোনে নাই! সে জন্য যদি অভিমান হইয়া থাকে? সেই অভিমানে যদি পথের মাঝে নামিয়া যায়? এতখানি পথ...সম্পূর্ণ অপরিচিতের মত তাকে উপেক্ষা করিয়া চলিবে? অথচ এই অশ্বিনী...তার জীবনে সে কে, কি, কতখানি আপনার...

বার-বার মনে হইতে লাগিল, পিছনে তাকাইয়া একবার বলে,—তুমি রাগ করিয়ো না। সঙ্গে এসো। আসিয়া দেখিবে, কি ধন তুমি ফেলিয়া রাখিয়াছ! স্বীকার করিবার কথা পলকের জন্য কি তোমার মনে জাগে না?

ভবানীপুরের মোড়...ট্রাম থামিল। অশ্বিনী উঠিয়া দাঁড়াইল। সুনন্দার বুক কাঁপিল। পিছন-পানে তাকাইয়া সে কহিল,—এখানে নামবে বুঝি?

অশ্বিনী কহিল,—হ্যাঁ, একটু কাজ ছিল।

সুনন্দার বুকটা ধ্বক্‌ করিয়া উঠিল। ঠিক হইয়াছে! যেমন তুই কথা শুনিস্ নাই, তেমনি...

তবু সুনন্দা কহিল—খুব দরকারী কাজ ?

—হ্যাঁ। কেন বলো তো, এ কথা জিজ্ঞাসা করচো ?

সুনন্দা কহিল—এমনি !...

—ও !...

অশ্বিনী নামিবার উদ্যোগ করিল। সুনন্দা চাহিয়া দেখিল। আর এক পলক ! তারপর বিপুল জন-তরঙ্গে ছোট ঢেউয়ের মতই অশ্বিনী কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইবে ! জীবনে বোধ হয় আর কখনো দেখা হইবে না !

অথচ বলিবার কথা অনেক আছে ! বিশেষ করিয়া অমলের কথা ! রাত্রে বিছানায় শুইয়া এ-কথা কেবলই মনে জাগে ! যদি সুনন্দা মরিয়া যায় ? নামহীন দুর্ভাগার মত অমল পথে পথে ফিরিবে ? -অশ্বিনী বাঁচিয়া থাকিতে ? তার জন্য এতটুকু আশ্রয় ...বেশীদিনের জন্য নয়। যতদিন না সে মানুষের মত হয় ? কিন্তু...

সময় নাই—সময় নাই ! অশ্বিনী নামিয়া গিয়াছে...কণ্ডাক্টর ঐ ঘণ্টার দড়িতে হাত দিয়া। পিছনের গাড়ী হইতে একটা ইঙ্গিতের অপেক্ষা করিতেছে !

সুনন্দা ছুটিয়া শীট্ ছাড়িয়া ট্রাম হইতে নামিয়া পড়িল। ঐ যে অশ্বিনী...ঐ একখানা ট্যাক্সি ধরিবার উদ্দেশ্যে চলিয়াছে !

সুনন্দা এক রকম ছুটিয়া তার কাছে আসিল। রুদ্ধ নিশ্বাসে কহিল,—বড্ড দরকারী কাজ তোমার ?

অশ্বিনী কহিল—হ্যাঁ। কেন, বলো তো ?

সুনন্দা বলিতে যাইতেছিল, অথচ কার্জ্জন পার্কে এ প্রয়োজনের কথা মনে জাগে নাই তো! কার্জ্জন পার্কে বসিবার জন্য অমন আগ্রহ!

কিন্তু বলা হইল না। এখনো অভিমান! ওরে, অভাগিনী! ওরে পরিত্যক্তা, উপেক্ষিতা, পথের আবর্জ্জনা, তোর কিসের এত দর্প রে!

সুনন্দা কহিল—নাহলে আমার ওখানে একবার যেতে বলতুম! অমল তোমায় ছাখেনি তো। জন্মের মত একবার দেখতো।

অশ্বিনী একটা নিশ্বাস ফেলিল, তারপর কহিল—পথে দাঁড়িয়ে কথা হয় না, সুনন্দা। গাড়ীর মধ্যে এসো। বেশ, তোমার ওখানেই যাবো, চলো। কাজ না হয় আর এক সময় হবে!

সুনন্দা ট্যাক্সিতে উঠিল।

আবার অশ্বিনীর পাশে! হাজারিবাগ যাওয়ার কথা মনে পড়িল। সেদিন সে ছিল কত ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যময়ী! আর আজ? অতি-দীন পথের কাঙাল!

ট্যাক্সি আসিয়া বাড়ীর দ্বারে দাঁড়াইল। অশ্বিনী ভাড়া চুকাইয়া দিল। সুনন্দা কহিল,—ওকে দাঁড়াতে বলো। এখানে ট্যাক্সি পাওয়া শক্ত—বিশেষ সন্ধ্যার পর! এখনি তো ফিরবে।

মৃদু হাস্যে অশ্বিনী কহিল—যদি আজ না ফিরি?

সুনন্দা কহিল—না, না। তা হয় না। সে আশা আমি করি না!

অশ্বিনী কহিল—দুরাশার বস্তুও মানুষ কখনো-না-কখনো পায় তো...না চেয়েও! এই যে আমি আজ তোমায় পেয়েচি। এ যে মস্ত বড় দুরাশা ছিল, সুনন্দা!

সুনন্দা কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তার চোখে স্নিগ্ধ রমণীর দৃষ্টি! অশ্বিনীর কথায় তার বুক দুলিয়া উঠিল।

হায় নারী, শক্তির এত দর্প করো,—কিন্তু কি দুর্ব্বল তোমার মন...কত সহজে সে কাতর হইয়া নুইয়া পড়ে!

সুনন্দা কহিল—এসো।

ছোট ঘর। দীন বেশ। একটা হারিকেন জ্বলিতেছে। অমল বসিয়া ছবি দেখিতেছে—পাশে বাড়ীওয়ালার সেই বিধবা মেয়ে তারা!

সুনন্দা অশ্বিনীর পানে চাহিল, চাহিয়া কহিল—একটু ওদিকে যাও তো।

অশ্বিনী সরিয়া গেল। সুনন্দা ডাকিল—তারা।

তারা ফিরিল। অমল ছুটিয়া আসিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিয়া ডাকিল—মা!

সুনন্দা তারাকে কহিল—উনি এসেচেন...তুই একটু ও-ঘরে যা তো ভাই!

—উনি! এসেচেন!—রাজ্যের আরাম আর আনন্দ বহিয়া খুশী-মনে তারা পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

সুনন্দা অশ্বিনীকে ডাকিল; তার পর দুজনে ঘরে আসিল।

অশ্বিনী সবিস্ময়ে চারিদিকে চাহিল ; চাহিয়া কহিল—এই ঘরে তুমি আছো সুনন্দা !

সুনন্দা কহিল—বনে যাওয়া সম্ভব হলো না—শুধু এর জন্য। তাই।

সে অমলের দিকে ইঙ্গিত করিল। তার পর কহিল,—ওকে ডেকে একটু কাছে নাও...আমি দেখি ! তার স্বর বাষ্পে আর্দ্র, জড়িত !

অশ্বিনী অমলকে টানিয়া কোলের কাছে আনিল ; তার পানে চাহিয়া তাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অমলের বিস্ময় সীমাহীন।

সুনন্দার দুই চোখে জল। সুনন্দা কহিল—চিনতে পারচো না অমল ?...

বিস্ময়-পূর্ণ দৃষ্টিতে অমল মার পানে চাহিল। সুনন্দা কহিল—তোমার বাবা।

অমলকে বুকে লইয়া অশ্বিনী ছোট খাটটির উপর বসিল। সেই খাট ! যে-খাটে একদিন সে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল।

অশ্বিনী কহিল—তোমার নাম কি ?

অমল কহিল—অমল !

সুনন্দা কহিল—সব নামটুকু বলো।

অমল কহিল—শ্রীঅমলকুমার চৌধুরী।

অশ্রুপূর্ণ নেত্রে সুনন্দা দুজনের পানে চাহিয়া রহিল। বুক তার আনন্দে পরিপূর্ণ! নাই, নাই, আজ আর কোনো অভাব মনে নাই ! তার সকল কামনার তৃপ্তি হইয়াছে !...

বহুকাল হইল, সেই নির্ম্মম বিদায়-রাত্রির পর হইতে যে-ভাবে তার দিন কাটিতেছে...

এই অমল দিনে দিনে বাড়িয়া এত-বড় হইয়াছে! তার হাসি, গল্প, তার খেলা—আর ঐ মুখ...ও-মুখে অশ্বিনীর মুখের ছায়া কে যেন মেলিয়া রাখিয়াছে! এ সব না থাকিলে সুনন্দা কি এত দুঃখ সহিয়া বাঁচিত—না বাঁচিতে পারিত?

সুনন্দা কহিল—আমায় স্বীকার করতে বলচি না তোমাকে। আমি এমনি আবর্জ্জনার মত পথে পড়ে থাকি, দুঃখ নেই! কিন্তু অমল...তোমার ছেলে...একে স্বীকার করো...তোমার পায়ে পড়ি।

অশ্বিনীর মুখে কথা নাই! সে কি ভাবিতেছিল।

তারা লুচি-তরকারী করিয়া পাঠাইয়া দিল। সুনন্দা কহিল—খাও।

অশ্বিনী কহিল—খেতে হবে?

—খাবে না? তারা তৈরী করেচে কত যত্নে। বড় ভালো মেয়েটি। উনিশ বছর বয়স—সব সুখ ঘুচে গেছে। বিধবা!

অশ্বিনীকে খাইতে হইল। তারপর অশ্বিনী কহিল—আজ আমার সব কথা শোনো সুনন্দা—শুনে বিচার করো। বিচারে যে শাস্তি দিতে চাও, দিয়ো—আমি তা মাথা পেতে নেবো!

অশ্বিনী সংক্ষেপে নিজের কাহিনী খুলিয়া বলিল,—গরীবের ঘরে তার জন্ম! অথচ মনের নজর ছিল চিরদিন উর্দ্ধে, ঐ আকাশের পানে! বামন হইয়াও মানুষ চাঁদ ধরিবার লোভ করে! লেখা-

পড়ায় ভালো পাশ করিয়াও তার স্বস্তি মিলে নাই! ডিগ্রীর জোর কতটুকু! যার মুরুব্বির জোর আছে, জোর শুধু তারই। সে দশের একজন, দেশের একজন হইবে—এই তার সাধ। সহসা সুযোগ মিলিল। ভাটুলিয়ার জমিদার দীনবন্ধু রায়ের একটিমাত্র মেয়ে—বিপত্নীক জমিদার—মেয়েটি জন্ম-রুগ্ন। একটি পা পক্ষাঘাতে পঙ্গু—মাথাও বেশ পরিষ্কার নয়। তবু সে জমিদারের প্রাণ! বহু চিকিৎসাতেও মেয়ে সারে নাই। এই মেয়েকে লইয়া বুড়ার দুশ্চিন্তার সীমা ছিল না। শেষে বুড়ারও পক্ষাঘাত হইল। সেই মেয়ের সঙ্গে অশ্বিনীর বিবাহ হয়।

দেশের ও দশের একজন হইয়া দিন কাটাইবেন—ইহা ছিল বুড়ার সাধ! সে সাধ পূর্ণ হইল না! সে সাধ মিটাইবার কোনো উপায়ও ছিল না। জামাইকে দিয়া সে সাধ মিটাইতে চাহিলেন। অশ্বিনীকে তাঁরই ইঙ্গিতে চলাফেরা করিতে হয়। মাঝে মাঝে দমিয়া পড়ে—এ কাজের আড়ালে আরাম নাই! সে আরাম মিলিবার উপায় নাই। ঘরে যে স্ত্রী...সে মানুষ নয়! সোনার শিকল...নড়িতে চড়িতে ঝম্-ঝম্ করিয়া বাজে! অথচ গৃহ-সুখের কল্পনা অশ্বিনীর মনে যা ছিল...

দারুণ অশ্রু-ভরা করুণ মিনতি! এই বুড়ার পয়সাতেই অশ্বিনী লেখাপড়ার সুযোগ পায়। কৃতজ্ঞতা আছে তো! তারপর বুড়া জমিদার বুঝাইলেন, শূন্যতায় প্রাণ তাঁর হা-হা করিত, অশ্বিনীর উপর নির্ভর করিয়াই জীবনের দিনগুলা তিনি কাটাইয়া দিবেন!

এমনি করিয়া দশ-বারো বৎসর কাটিয়া গেলে প্রায় উন্মাদ

হইবার জো—মস্তিষ্কের পীড়া !—ডাক্তারের কথায় সে রাঁচিতে যায় ...এবং রাঁচিতে সুনন্দার সঙ্গে দেখা! যেন তার আজন্মের কামনা মূর্ত্তি ধরিয়া সেখানে দেখা দিল !

বিবাহ ? অসম্ভব ছিল। বেচারী ভানু...তার স্ত্রী। তার সেই অর্থহীন ফ্যালফেলে দৃষ্টি...সে যে কি বেদনায় মাখানো... অশ্বিনীর গা কাঁপিত! তবে সুনন্দার কাছে সে চাহিয়াছিল, দেহের স্পর্শ-লেশহীন, অকলুষ প্রেম! সে-বস্তু যে আকাশ-কুসুম —সত্যই অশ্বিনী তাহা বোঝে নাই! এককোণে সকলের আড়ালে সে দিন কাটাইয়া আসিতেছে, জীবনের সম্বন্ধে তার যা ধারণা, তা ঐ কল্পনায় রচা বই হইতে পাওয়া !

তারপর এই সুনন্দার চিন্তা তার বুকে কাঁটা হইয়া ফুটিয়া আছে ...সারাক্ষণ !

অশ্বিনী কহিল—তুমিই বলো—কি উপায় আছে ? এসো,বিবাহ করি। গোপনে। নাহলে যতদিন ভানু বেঁচে আছে—সে আর কিছু না বুঝুক—এটুকু বোঝে! আদর চেয়ে এমন কাঙালের মত করুণ মূর্ত্তি নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায় !

সুনন্দা বসিয়া সব কথা শুনিল। শুনিয়া বলিল—বিবাহ চাই না...জীবনে তোমায় যেটুকু পেয়েচি, সে পাওয়া আমার সার্থক হয়েচে ! আজ যত দূরেই তুমি থাকো, আমার মনের বাহিরে যেতে পারবে না। এতদিন নিমেষের জন্য তা পারোও নি !

—সুনন্দা !...আবেগে সুনন্দার হাত ধরিয়া অশ্বিনী তাকে কাছে টানিল, পরে অধরের উদ্যত অধীর চুম্বন...

সুনন্দা বাধা দিল ; দিয়া কহিল—না...ও-সবে আমার কোনো লোভ নেই। কোনো কামনা নয়। শুধু আমাকে তুমি স্বীকার করো—ওকে ভদ্র আসন দাও...তোমার ছেলে বলে ও যেন জগতের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে! আর কিছু নয়...আর কিছু চাই না আমি।

অশ্বিনী কহিল—তাই হবে...কিন্তু তুমি? দুঃখই পাবে?

সুনন্দা কহিল—আমার কোন দুঃখ থাকবে না।

১১

কৌন্সিলের নির্ব্বাচন-উপলক্ষে কাগজে কাগজে বাক-যুদ্ধ বেশ জমিয়া উঠিল। কৌন্সিলের সদস্যদের কি কাজ, কি কর্ত্তব্য—সে সব যারা কিছু বোঝেনা, কিছু জানেনা, তারাও শস্তার কাগজ বাহির করিয়া গলা শাণাইতে ছাড়িল না। এমনি একখানা কাগজ নূতন বাহির হইয়াছিল—প্রতিদ্বন্দ্বীরা পয়সা খরচ করিয়া এমন দু-চারিখানা কাগজ চিরদিন বাহির করে—এবারেও করিয়াছিল। তারি একখানা কাগজে অশ্বিনীর নামে যা-তা কুৎসা বাহির হইল। এ কাগজখানার নাম "হাঁড়ি"। সম্পাদকীয় 'মটো' বলিয়া কাগজের শিরোনামায় লেখা আছে, "আমরা সকলের হাঁড়ির খবর রাখি—সে হাঁড়ি এবার হাটে ভাঙ্গিব—ইতি বিট্‌কেলানন্দ শর্ম্মা।"

সুনন্দা বসিয়া ক্যালকাটা পাব্লিশার্সের নূতন ক্যাটালগ বহির প্রুফ দেখিতেছিল, জটাই বোসের খানশামা সুখন আসিয়া সংবাদ দিল, বড় সাহেব সেলাম দিয়েছেন।

সুনন্দা জটাই বোসের ঘরে আসিল। জটাই বোসের ঘরে আরো তিনজন ভদ্র ব্যক্তি বসিয়া আছে। একজন সেদিনকার সেই গেরুয়া-টিকি-ধারী...নাকে ঘন ঘন নস্য গুঁজিতেছে—অপর দুজনের মধ্যে বেশেভূষায় একজন পাক্কা সাহেব, অপরজনের পরণে খদ্দর। টেবিলের উপর নোটের তাড়া।

সুনন্দাকে দেখিয়া জটাই বোস কহিল—এ কাগজখানায় নীল

পেন্সিলে দাগ দেওয়া যতখানি লেখা আছে, সে লেখাটুকু আলাদা স্লিপে লিখে প্রেসে পাঠাতে হবে। আমি বেরুচ্ছি। তোমার উপর এ-কাজের ভার, এটুকু বেশ display করে এই হপ্তার কাগজেই ছাপানো চাই। তুমি দেখে-শুনে ছাপতে দেবে।...এর জন্য অনেক-গুলি টাকা লাভ হবে...হ্যাঁ, তাহলে ওঠা যাক। আসুন বিপ্রবাবু!

সকলে উঠিল। বিপ্রবাবু ওরফে সেই খদ্দর-পরা বিপ্রদাস আবেগ-ভরা দৃষ্টিতে সুনন্দার পানে চাহিয়া রহিল।

কাগজ হাতে সুনন্দা কামরা ত্যাগ করিয়া আসিল। তার বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কামরার মধ্যে এক বিরাট অট্টহাস্য জাগিল। সুনন্দার কাণে সে হাস্যধ্বনি বাজের মত বাজিল।

সুনন্দা আসিয়া নিজের চেয়ারে বসিল। কাগজখানা খুলিয়াছে, বিপ্রদাস আসিয়া সামনে দাঁড়াইল, কহিল—আপনার নাম সুনন্দা দেবী?

তার পানে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া সুনন্দা মৃদু কণ্ঠে কহিল—হ্যাঁ।

বিপ্রদাস কহিল—অফিসের কাজের পর আপনার যদি অবসর থাকে, তাহলে কিছু কাজের ভার দি।

সুনন্দা কোনো কথা না বলিয়া তার পানে চাহিয়া রহিল। বিপ্রদাস কহিল—জটাই বাবুর কাছে শুনেচি, আপনি education পেয়েচেন ভালো...তা এই ইলেক্‌শনের ব্যাপারে আপনাকে দিয়ে কিছু লিখিয়ে নেবো...মোটা পয়সা পাবেন!

লোকটার চোখে যেন শীকারীর লোলুপ দৃষ্টি! সে দৃষ্টির সহিত

পরিচয় কিছুমাত্র না থাকিলেও সে দৃষ্টি গায়ে যেন চিড়্‌বিড়্‌ করিতেছিল—সুনন্দা দারুণ অস্বস্তি বোধ করিল।

সুনন্দা কহিল,—কিন্তু আমার তো তেমন leisure নেই... বাড়ীতে কাজ-কর্ম্মও আছে...

বিপ্রদাস কহিল—তার জন্য ভাবতে হবে না। আমি ঠিক করে নিতে পারবো। দশ মিনিট টাইম দিতে পারবেন না? অথচ দশ মিনিটে দশ টাকা করে প্রাপ্য হবে—cash payments! জটাইয়ের কাছে আপনার intelligenceএর কথা শুনছিলুম কি না... তা, সে কথা এখানে হয় না। মানে, সকল কথা শুনে আপনি চিন্তা করে দেখবেন...যদি অসুবিধা না হয়, অবশ্য! তাই বলছিলুম, আপনার addressটা যদি বলেন...any time সন্ধ্যার পর। তাহলে সবিস্তারে জানাতে পারি। খুব ভয়ঙ্কর কিছু কাজ নয়—only a matter of ten minutes a day—এই অবধি বলিয়া বিপ্রদাস ব্যাগ খুলিল—খুলিয়া দশটাকার একখানা নোট বাহির করিয়া হাত বাড়াইল, কহিল—এ্যাডভান্স দশটা টাকা বরং রাখুন... Time is money...তারপর সন্ধ্যার দিকে আপনার সঙ্গে দেখা করে ব্যাপারটা খুলে বলবো!

নোটখানা টেবিলের উপর রাখিয়া অপাঙ্গ দৃষ্টিতে সুনন্দাকে নিরীক্ষণ করিয়া বিপ্রদাস কহিল,—এই কৌন্সিলের ইলেক্‌সন্ matterএ অনেকে তিন বছরের রোজগার পকেটস্থ করতে পারেন! জানেন না তো, এ একেবারে বৃষোৎসর্গ-ব্যাপার!...হ্যাঁ, তাহলে আপনার ঠিকানাটা...?

কুণ্ঠিত মৃদু কণ্ঠে সুনন্দা কহিল,—আমার সময় হবে না। আমায় মাপ করবেন!

বাহির হইতে জটাই বোস ডাকিল—বিপ্রদাসবাবু...

বিপ্রদাস কহিল—আচ্ছা, I shall see you some other time...

বিপ্রদাস বাহির হইয়া গেল। সুনন্দা নিঃশব্দে জড়ের মত বসিয়া রহিল।

ঘড়িতে ছটা বাজিল। ঘড়ি বাজিতে তার চেতনা হইল। সেই নীল পেন্সিলে দাগ দেওয়া লেখাটা...

জটাই বোস অফিসে নাই—এই ব্যাপারেরই কি একটা সূত্র-সংগ্রহে গিয়াছে। যাইবার সময় তাগিদ দিয়া গিয়াছে, লেখাটা প্রেসে যেন শীঘ্র দেওয়া হয়—প্রুফ দেখিয়া ছাপিবার জন্য ওটুকু যেন ready থাকে! এখন সেই লেখাটা পড়িবার অবসর হইল। পড়িল। পড়িতে মাথা ঘুরিয়া গেল। কে একজন মথুর হালদার কৌন্সিলে ঢুকিতে চাহে—তার নামে অতি ইতর, জঘন্য সব কুৎসা! কোন্ রঙ্গালয়ের নটী গোপনে মথুর হালদারের আনুকূল্যে পরিপুষ্ট হইতেছে...কোন্ কুলকামিনী তার প্ররোচনায় কুল-ত্যাগ করিয়া যথাসর্ব্বস্ব হালদারের পায়ে সঁপিয়া আজ পথে বসিয়াছে! তাদের নাম-ধামেরও অভাব নাই...

এই লেখা...সুনন্দাকে স্বহস্তে লিখিয়া দিতে হইবে!...ছি ছি ছি! ভদ্র সমাজে এই সব লেখা ছাপাইয়া এঁরা সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য করিতে চান্! অশিক্ষিত ম্যাথর-মুর্দ্দফরাশের মত এমন

বর্ব্বর ইতরতা! না, এ-সব কথা নিজের হাতে সে লিখিবে না। লিখিতে পারিবে না।

কিন্তু ভার যখন লইয়াছে...জটাই বোস অফিসে থাকিলে তাকে গিয়া এ কাগজ এখনি ফিরাইয়া দিত, দিয়া বলিত, এ ইতরতার প্রশ্রয় সে কোন রূপে দিবে না, দিতে পারিবে না... সেজন্য যদি চাকরি খোয়াইতে হয়, তাহাতেও সে রাজী আছে!

জটাই বোস অফিসে নাই!...অথচ duty...

অবশেষে সে স্থির করিল, আজিকার মত লিখিয়া দিবে—দিয়া চিঠি লিখিয়া চাকরি ছাড়িবে। স্পষ্ট বলিবে, এমন ইতর চাকরি তার পোষাইবে না!

তাই হইল। লেখাটুকু আলাদা কাগজে লিখিয়া ছাপিতে দিয়া পরে তার প্রুফ দেখিয়া সে গিয়া সাবান দিয়া হাত ধুইয়া ফেলিল—তারপর জটাই বোসের নামে বিদায়-পত্র লিখিল—

—মহাশয়,

এ-সব কাজ আমার দ্বারা হইবে না। যদি কথা দেন, এ সব ইতর লেখার সহিত আমার কোনো সংশ্রব থাকিবে না—তবেই কাল অফিসে আসিব, কাজ করিব। নচেৎ আমার ইস্তফা গ্রহণ করিয়া আমাকে মুক্তি দিবেন। ইতি

শ্রীসুনন্দা দেবী

চিঠিখানা লিখিয়া লেফাফায় মুড়িয়া সুনন্দা সে লেফাফা জটাই বোসের টেবিলের উপর রাখিল, তারপর গৃহে ফিরিবার বাসনায় অফিস-কামরার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

লিফ্‌ট উঠিল। লিফ্‌টে দুজন লোক। একজন বিভোর। হাসিয়া বিভোর কহিল—হ্যালো সুনন্দা দেবী—Good Evening! তারপর how do you do?

—ভালো আছি।

—আসুন, আসুন...কাজ আছে।...

সুনন্দা কহিল—আপনি ভালো আছেন?

—ভালো?...বিভোর সুনন্দার পানে চাহিল, তারপর একটা ঢোঁক গিলিয়া কহিল—হ্যাঁ, অমনি একরকম—মানে, মন্দ নয়।

সুনন্দা কহিল—আমি যাই...

পকেট হইতে কেশ্‌ বাহির করিয়া বিভোর একটা সিগারেট গ্রহণ করিল; সেটা মুখে দিয়া জ্বালিয়া কহিল—তারপর have you considered that point?...

সুনন্দা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার পানে চাহিল।

বিভোর কহিল—About that partnership for life—I mean! (সেই আজন্ম চিত্তাংশিতা-গ্রহণের কথা)

সুনন্দা কহিল—না।

বিভোর কহিল—You are still living a maid! Quite a solitary life... Eh...(এখনো তুমি কুমারী! নিঃসঙ্গ জীবন তো!)

সুনন্দা কোনো উত্তর না দিয়া গমনোদ্যতা হইলে বিভোর কহিল—I see...who is that lucky dog? (বটে! কে এই ভাগ্যবান?)

সুনন্দা কহিল—আমায় যেতে দিন...

বিভোর কহিল—যেয়ো...ছুটো আলাপ করতে ক্ষতি কি !... তা যাক, এখানে কাজকর্ম্ম চলছে কেমন ? সম্প্রতি নূতন উৎসাহ... Elections...রোজগারের মরশুম ! জটাই চালাক ছোকরা—কষে দাঁও মারচে বোধ হয় ! আপনারা কার againstএ campaign (অভিযান) চালাচ্ছেন ? ওঃ, how nasty they write ! (কি বিশ্রীই সব লিখিতেছে)

সুনন্দা দেখিল, কোনো কথা না কহিলে নড়া যাইবে না ! সে কহিল—এঁরা অশ্বিনীবাবুর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েচেন।

—অশ্বিনী ! O that domesticated son-in-law...আরে রামচন্দ্র...সেটা কি মানুষ ! A milk-sop...গোবেচারা ! শ্বশুরের পয়সা আছে—একদিক থেকে শ্বশুর তাকে ঠেলচে—যাও বৎস যুদ্ধে যাও...অন্যদিকে those preying voters বীরের গর্ব্বে মত্ত হয়ে ডাকচে, চলে আও, চলে আও...তা, লোকটা এদিকে ভিজে বেরালটির মত থাকলেও তার বহু adventuresএর (বীরত্ব) কথাও শুনচি...

এবার সুনন্দার অসহ্য বোধ হইল। সে কহিল,—পর-চর্চ্চা রেখে এখন আপনি বিলেত থেকে এলেন কবে, বলুন।

বিভোর কহিল—বহুৎ দিন ফিরেচি...সে দেশ—নাঃ, পোষালো না ! You scatter money and the world runs after you. (পয়সা ছড়াও, দেখিবে, পৃথিবী তোমার পিছনে ফিরিতেছে) দু'চারটে গোলমাল ঘটেছিল—then I gained experience.

সুনন্দা কহিল—আসি তাহলে...

বিভোর কহিল—আমার কথাটা একটু বিবেচনা করো লক্ষ্মি! এটা আমি বুঝেচি, there could be no home without a wife...and that wife...well, I appeal my dear lady... (যে-গৃহে স্ত্রী নাই, সে গৃহই নয়! এবং সে স্ত্রী...আমি মিনতি করি, প্রিয় বন্ধু!)...এক হপ্তা সময় নিন। তার মধ্যে মনকে প্রস্তুত করুন...you will find me—really quite docile and a like mate for life : (আমায় খুব শান্ত এবং জীবনে যোগ্য সাথী পাইবে)

সুনন্দা দাঁড়াইল না—এই কথার ঝড়ের মধ্য দিয়াই বিদায় লইল।

বকিয়া বিভোর ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রহিল—পরে সিগারেটটা সবলে নিক্ষেপ করিয়া অফিস-কামরার মধ্যে প্রবেশ করিল।

১২

বাড়ী ফিরিয়া সুনন্দা দেখে, অশ্বিনী বসিয়া আছে। অমলের জন্য একরাশ পোষাক, খেলনা প্রভৃতি আনিয়াছে। অমল ঘরের মেঝেয় তার খেলার মোটর-গাড়ীতে দম দিয়া মহানন্দে খেলা করিতেছে!

সুনন্দাকে দেখিয়া অশ্বিনী কহিল—তোমার দেরী হলো যে?

সুনন্দা কহিল—না। দেরী নয়...এই সময়েই আসি।

অশ্বিনী কহিল—একটা আইডিয়া আমার মাথায় জাগছিল... তাই কদিন আসিনি। আজ সে আইডিয়া এমন অধীরতা জাগিয়ে তুললো...চলে এলুম।

সুনন্দা কহিল—কিসের আইডিয়া?

অশ্বিনী কহিল—তুমি মুখ-হাত ধুয়ে এসো...বিশ্রাম করো... তারপর বলবো। আমার তাড়া নেই।

সুনন্দা মুখ-হাত ধুইয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া ঘরে ফিরিল। অমল তখন মোটা একটা ছবির বই খুলিয়া বসিয়াছে।

সুনন্দা কহিল—তোমার মাসিমা ডাকচে—অমল। বই নিয়ে তাঁর কাছে যাও—মাসিমা ছবি দেখাবে।

মাসিমা—তারা।

অমল ঘর ছাড়িয়া ও-ঘরে গেলে সুনন্দা আসিয়া অশ্বিনীর পায়ের কাছে বসিল। অশ্বিনী কহিল—যা বলবো, তা বুঝবে ভালো

করে। আপাততঃ এ ছাড়া নিঃশব্দে আর কোনো ব্যবস্থা বোধ হয় সুবিধার হবে না। এ ব্যবস্থা মাথায় এসেচে তোমার সেদিনের সে সঙ্কল্প বিবেচনা করে...

নম্র ধীর স্বরে সুনন্দা কহিল,—বলো...

অশ্বিনী কহিল,—আমার সব পরিচয় তোমায় বলেচি...ঘরের সব কথা...ভানুর কথাও! যেমনই সে হোক,তার মন ভারী কোমল। শ্বশুর মশায়ও লোক ভালো। আমাদের ছেলেপিলে হয়নি—কোনদিন হবে না...ওঁরা একটি ছেলেকে এনে মানুষ করতে চান। বহুদিন থেকে এ সঙ্কল্প চলেছে—আমি মত দিইনি। কাল আমি বলেচি, একটি মনের মত ছেলে আছে—তাকে আমি পোষ্যপুত্র নিতে রাজী আছি।

সুনন্দার পানে একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া পরম আগ্রহে অশ্বিনী এ কথা বলিতেছিল—সুনন্দার দৃষ্টিতেও চপল আগ্রহ...

সহসা সে দৃষ্টি স্থির অচপল হইতে দেখিয়া অশ্বিনী কহিল—ভুল করে দুজনের জীবনে যে জটিলতার সৃষ্টি করেচি, সে জটিল গ্রন্থি... দাও, সুনন্দা, সে গ্রন্থি খুলে জীবনকে সহজ সুন্দর করবার সুযোগ দাও! অমলকে তার নিজের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করি...তারপর তুমি —দেবতা সাক্ষ্য রেখে আমি তোমায় বিবাহই করবো—তবে ওখানে তোমায় নিয়ে গেলে চারিদিকে হয়তো বিশৃঙ্খলা ঘটতে পারে... 'হয়তো' বলচি...তুমি দয়া করো, আমার কথা রাখো...

সুনন্দা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল...তার চোখের সামনে সমস্ত ভবিষ্যৎ এক জটিল গ্রন্থিতে বাঁধা রহিয়াছে! সে গ্রন্থি...

অশ্বিনী কহিল—ভুল যা আমরা করি, তার সংশোধন পূরোপুরি হয় না—সব সময়ে। তবু চেষ্টায় যতখানি শোধরানো সম্ভব, কেন শোধরাবো না সুনন্দা...?"

রুদ্ধ নিশ্বাসে সুনন্দা কহিল—কি করতে চাও?

অশ্বিনী কহিল—অমলকে নিয়ে যাবো। মনকে বোঝাবার জন্য শাস্ত্রীয় বিধি মেনে ওঁরা হয়তো যাগযজ্ঞ করে পোষ্যপুত্রের আসন আইনের দিক দিয়ে কায়েমি করবেন। আমি জানি, অমল আমার কে—সে জন্য আমার মনের দিক থেকে কোনো আড়ম্বর, কোনো যাগযজ্ঞের প্রয়োজন হবে না। তবে ওঁদের তৃপ্তি, সমাজের মনস্তুষ্টি, শাস্ত্র আর আইনের মর্য্যাদা...এতে তুমি রাজী হও... লক্ষ্মীটি!

সুনন্দা অশ্রু-জড়িত চক্ষে অশ্বিনীর পানে চাহিয়া রহিল—নির্ব্বাক-নিস্পন্দ!

অশ্বিনী কহিল—স্ত্রী যদি intellectual companion (প্রজ্ঞা-সঙ্গিনী) হয়,—স্বামীর সহধর্ম্মিণী, সহকর্ম্মিণী হয় তো তুমি আমার সেই স্ত্রী!...বিবাহে মন্ত্র দরকার—লোক জানাবার জন্য। বিবাহের মধ্যে কোনো গোপন রহস্য না থাকে, সেই জন্য। এসো সুনন্দা, আমরা লোকাচারকে শ্রদ্ধা করে শাস্ত্রীয় বিধি মেনে আজ বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হই...মনের দিক থেকে আমাদের বিবাহ হয়ে গেছে, অনেকদিন আগে...লোক-লোচনের অন্তরালে! সে ব্যাপারে লোকাচারের বিন্দু-বিসর্গ ছিল না...আজ লোকাচারকে মানি, এসো—মেনে এ বিবাহকে সামাজিক আসনে প্রতিষ্ঠিত করি।

সুনন্দা কম্পিত নিশ্বাস ফেলিল, ফেলিয়া কহিল—না, তার আর প্রয়োজন নেই আমার! তোমার অমলকে তুমি স্বীকার করো ...তাহলেই আমার কোনো অতৃপ্তি থাকবে না!

অশ্বিনী কহিল—আমায় তুমি গ্রহণ করবে না?

সুনন্দা কহিল,—সেদিন তো বলেচি, কোনোদিক থেকে তোমায় পেতে আমার বাকী নেই! তোমায় চূড়ান্ত পাওয়া পেয়েচি ...নাই বা সমাজ, আইন, শাস্ত্র সে পাওয়া মানলো! আমি এমনি একান্তে দূরে থেকেই তোমাদের মঙ্গল কামনা করবো...তাতেই আমার তৃপ্তি!

অশ্বিনী কহিল—সন্ন্যাসিনী হয়ে থাকবে?

সুনন্দা হাসিল, হাসিয়া কহিল,—সন্ন্যাসিনী নই...আমার স্বামী, পুত্র, সংসার সব রইলো—তাদের মায়ায় প্রাণ সারাক্ষণ ভরপুর। তাদের বিপদ দেখলে আমার বুক সবার চেয়ে কাতর হবে। তাদের স্মৃতিই আমার সংসার! আমি তাদের ত্যাগ করচি না...তারা ত্যাগ করবার নয়! তবে তাদের নিয়ে আমার উদ্দামতা নেই। তারা আপনার সুখে থাকুক, তাহলেই আমার সংসার শৃঙ্খলায় চলছে, জানবো!...

অশ্বিনী কোনো কথা কহিল না...সুনন্দার মুখেও কথা নাই! দুজনে নির্ব্বাক...ঘরের মধ্যে ঘড়ির পেণ্ডুলামটা শুধু দুলিয়া দুলিয়া একঘেয়ে রব তুলিতেছে!

অমল আসিল, কহিল—তোমার খাবার এখন দেবে মাসিমা?

অশ্বিনী তার পানে চাহিয়া হাসিল,হাসিয়া কহিল—কাছে এসো।

অমল আসিল। অশ্বিনী তাকে কোলের কাছে টানিয়া তার মুখে চুমু দিয়া সস্নেহে কহিল,—আমার সঙ্গে বাড়ী যাবে তুমি, অমল?

ডাগর চোখের দৃষ্টি অশ্বিনীর মুখে নিবদ্ধ করিয়া অমল কহিল—কাদের বাড়ী?

—তোমার নিজের বাড়ী!

—এ বাড়ী?

—এ বাড়ী তোমার নয়। তোমার বাড়ী ঐদিকে আছে—আমি যেখানে থাকি।

—মা যাবে?

—তোমার মাকে তুমি সঙ্গে করে নিয়ে যেয়ো। সেখানে আমার কাছে তুমি থাকবে। তোমায় কত আদর করবো, কত জিনিষ দেবো।

—মোটর-গাড়ী দেবে?

—দেবো। ওর চেয়ে ঢের বড় মোটর।

বিস্ফারিত চক্ষে দেওয়ালের পানে চাহিয়া থাকিয়া অমল কহিল,—খুব বড়?

অশ্বিনী কহিল—খুব বড়।

—এ্যাত্তো বড়? সে গাড়ী রাস্তায় চলবে?

—হ্যাঁ।

অমলের চোখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে যেন মানস-চক্ষে দেখিতেছিল, পথে তার মোটর চলিয়াছে—প্রকাণ্ড মোটর... লোকারণ্য মথিত করিয়া!

সুনন্দা সাগ্রহ দৃষ্টিতে ছেলের পানে চাহিয়া ছিল—অমলকে চিন্তাবিষ্ট দেখিয়া সে কহিল—সে গাড়ী কে চালাবে, অমল?

অমল কহিল—আমি!

—তুমি!

—হ্যাঁ...দম দিয়ে চড়ে বসবো—ব্যাস্, গাড়ী চলবে। সুগভীর আনন্দে অশ্বিনীর পানে চাহিয়া অমল প্রশ্ন করিল—তুমি ঠিক দেবে? বড় গাড়ী?

অশ্বিনী কহিল—ঠিক দেবো।

—কবে?

—কাল।

—মাসিমাকে বলে আসি।...মাসিমা...

অমল ছুটিল তারার উদ্দেশে।...

জল-খাবার আসিল। সুনন্দা কহিল—খাও...

—রোজ কেন খাবো?

সুনন্দা কহিল—বাহিরের লোক এলেও মানুষ তাকে খেতে স্থায়...এ হলো আতিথ্য-ধর্ম্ম-পালন!

—আমিও অতিথি?

সুনন্দা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—অতিথি বৈ কি!...আমার শ্রেষ্ঠ অতিথি...কথার শেষ দিকে সুনন্দার স্বর কাঁপিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। অশ্বিনী তার পানে চাহিয়া রহিল।

সুনন্দা কহিল—খাও, আমার পানে চেয়ে থাকলে তো খিদে-তেষ্টা মিটবে না।

—মিটবে।...অন্ততঃ খিদে-তেষ্টার কথা এখন আমার মনেও নেই!...

আবার দুজনে চুপ করিয়া রহিল। তারপর অশ্বিনীই প্রথমে কথা কহিল,—বলিল,—শোনো সুনন্দা...

—বলো...

—খেতে আমি রাজী আছি—এক-সর্ত্তে...তুমিও যদি আমার সঙ্গে খাও...তবে। না হলে নয়।

—অমল এখনো খায়নি...

—তাকেও ডাকো, তিনজনে একসঙ্গে বসে খাবো। এক-পাতে। তাহলে বুঝবো, আমায় জাতে ঠ্যালা করে রাখোনি—তোমাদের সঙ্গে এখনো এক পঁইঠেয় আছি। অস্পৃশ্য নই!...

~~অশ্বিনী~~ কহিল—হুঁ!...

তারপর বিদায়ের পালা...সাগ্রহে সুনন্দার হাত ধরিয়া অশ্বিনী তার মুখের পানে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল...সুনন্দা চাহিয়া চাহিয়া অবশেষে মাথা নামাইল।

অশ্বিনী ডাকিল—সুনন্দা...

—কি?

—দক্ষিণা দাও...পাথেয়...যা সম্বল করে পথে বার হতে পারি।...

—কি দক্ষিণা দেবো? তুমি কি চাও...বলো...

অশ্বিনী সুনন্দার মুখের কাছে মুখ আনিল...সুনন্দা কহিল,

—না...আমায় ক্ষমা করো—ও লোভে আর আমায় প্রলুব্ধ করো না...

—আমি স্বামী...

—জানি।...তবু...না, আমায় মাপ করো। অমলকে আদর করো, সে-আদর আমার সর্ব্বাঙ্গে এসে পৌছুবে !...

অধীর সাগ্রহ দৃষ্টিতে অশ্বিনী সুনন্দার পানে চাহিয়া রহিল—অনেকক্ষণ ; পরে নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—আসি। ওদের সঙ্গে এ প্রস্তাব পাকা করে তোমায় খপর দেবো। দিন-ক্ষণ ওঁরা দেখবেন, নিশ্চয়...দেখুন। শুভ কাজ। তারপর অমলকে নিয়ে যাবো...কেমন ?

ঘাড় নাড়িয়া সুনন্দা সম্মতি জানাইল।

অশ্বিনী কহিল—অমলকে ছেড়ে তুমি একা নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারবে সুনন্দা ?

গাঢ় স্বরে সুনন্দা কহিল—তোমার কাছে রেখে যদি নিশ্চিন্ত না হই, তাহলে কোথাও যে আমার নিশ্চিন্ত থাকবার আশা থাকবে না !

১৩

বিদায়-ক্ষণ।

তারা কাঁদিতেছিল। সুনন্দার চোখে জল নাই! অমলকে স্নান করাইয়া তার মাথা আঁচড়াইয়া দিয়া সুনন্দা কহিল,—সেখানে আমায় না দেখে কেঁদো না...

অমল কহিল,—তুমি যাবে না মা ?

সুনন্দা কহিল,—যাবো—গিয়ে আবার চলে আসবো।

অমল কহিল—কার কাছে আমি থাকবো ?

সুনন্দা কহিল—উনি আছেন...তাছাড়া আসল মা আছেন সেখানে—ভালো মা...সারাদিন তোমায় কাছে কাছে রাখবেন। খুব ভালোবাসবেন।

অমল কহিল—আসল মা, কি মা ?

সুনন্দা কহিল—বড় হলে বুঝবে, অমল।

অমল মার মুখের পানে চাহিল, তার চোখের কোণে জল টলটলিয়া উঠিল। সে কহিল,—তুমি তবে কোন্ মা ? না, তুমি মিছে কথা বলচো! মা বুঝি আবার অনেক থাকে—ভাইবোনের মত ?

সুনন্দা কহিল—থাকে বৈ কি। পুতুল যেমন অনেক হয়, তেমনি!

অমল কাঁদিয়া ফেলিল, কহিল—না, আমি আসল মা চাই না... আমি এই মা নিয়ে খেলা করবো।

অমল মার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। তারা ভর্ৎসনা করিল—কি হচ্ছে ও দিদি? তুমি পাষাণ বলে ভাবো, ছেলের মনও পাষাণে গড়া?...না অমল, তুমি এসো আমার কাছে ...মা বড় দুষ্টু হয়েচে...

সুনন্দা কোনো কথা না বলিয়া তারা ও অমলের পানে চাহিয়া রহিল।...

তারা কহিল—স্বামী চাওনা তুমি?...অবাক করলে দিদি...

সুনন্দা কহিল—চাইলেই কি সব জিনিষ পাওয়া যায় তারা?

তারা কহিল—কিন্তু এ তো তোমার চাওয়া নয়, দিদি...তিনি তোমায় চাইছেন...কোন্ প্রাণে এ-ডাক ঠেল্‌চো?

সুনন্দা ডাকিল—তারা...

তারপর চুপ...সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তারা সুনন্দার পানে চাহিল, সুনন্দা কহিল—তুমি ক'টা দিন পেয়েছিলে ভাই তোমার স্বামীকে...? সে পাওয়ায় প্রাণ তোমার আজো ভরপুর আছে বলেই না জগতের পানে চাইতে পারচো...

তারা কহিল—আমার মত দুর্ভাগিনীর সঙ্গে তোমার তুলনা করো না। এ যে কত বড় অভিশাপ, কি কষ্ট,—তা যেন অতি-বড় শত্রুকেও কোনোদিন জানতে না হয়! কিন্তু তুমি...

সুনন্দা কহিল—তোকে সত্যি বলচি, তারা, আমি কিছু চাই না। স্বামী যা পেয়েচি, তেমন পাওয়া—জানি না, অপরে এমন

পাওয়া পায় কি না! যে আলো জল্‌তে জল্‌তে নেবে, তার দীপ্তি, তার গৌরবের সীমা থাকে না! কিন্তু—যে-আলো তেলের অভাবে, পলতের অভাবে মিট্‌মিট্ করতে করতে নিবে যায়, তার সে-দুর্ভাগ্যে প্রদীপের বুক পোড়ে, পুড়ে মলিন হয়। সে আঁধারের কালি ঘোচবার নয়! সে নেবা দেখলে শিউরে উঠতে হয়! স্বামীর ভালোবাসায় প্রথম-বসন্তর যা-কিছু দীপ্তি, আমি তা পেয়েচি...সে ভালোবাসা কমলে কি হয়, জানতে চাই না। তা জানতে হলে মরে যাবো!...যাকে দেবতার মত দেখি, সে যেন দেবতার আসনেই থাকে—তাকে মানুষ-ভাবে দেখতে চাই না—নিত্যকার কাজে, হাসি-বিরাগ, ধূলা-মাটীর মধ্যে!—এই জন্যই আমাদের দেশে পূজা-পার্ব্বণের যা কিছু ধূম, সে-সব ঐ একটা বেলা, নয়তো একটা দিন...তার পরই বিসর্জ্জন। দশ দিন ধরে যদি পূজার ধূম চলতো, তাহলে পূজার এ আদর, এ গৌরব থাকতো না!...

বিস্ময়-বিমুগ্ধের মত তারা সুনন্দার পানে চাহিয়া রহিল—সুনন্দা এ বলে কি!

বেলা চারিটার সময় ভালো দিন—অমৃতযোগ না এমনি কি! মোটর আসিল, লোকজন আসিল—অশ্বিনীও সেই সঙ্গে। তারপর সুনন্দা অমলের হাত ধরিয়া গাড়ীতে গিয়া বসিল। অশ্বিনী কহিল, —তোমায় আর ফিরে আসতে দেবো না...

সুনন্দা হাসিল, মুখে কিছু বলিল না।...অশ্বিনী গাড়ীতে উঠিয়া বসিল—গাড়ী চলিল।

বালিগঞ্জের মাঠের সামনে ফটকওয়ালা মস্ত বাড়ী—সঙ্গে বাগান। বাড়ী ও বাগানের অবস্থা জীর্ণ—কোনো পারিপাট্য নাই, শৃঙ্খলা নাই! যত্নের অভাবে শ্রীহীন মলিন মূর্ত্তি!

সুনন্দা কহিল—কি করে রেখেচো...এমন ইন্দ্র-ভবন!

অশ্বিনী কহিল—আমারি মত মলিন—জীবন নেই,—নয়?

কথাটা সুনন্দার গায়ে বিঁধিল—তীরের মত! সত্যই যেন তাই!

ছেলেকে পাইয়া ভানুবালার আনন্দের সীমা রহিল না। অমলকে বুকে চাপিয়া সে কহিল,—বলো, বলো, আমায় মা বলো। ডাকো।

অকস্মাৎ আদরের এই আতিশয্যে অমল কেমন হকচকিয়া গেল—সে সুনন্দার পানে চাহিল। মৃদু হাস্যে সুনন্দা কহিল,—তোমার মা—মা বলে ওঁকে ডাকো, অমল।

বিশুষ্ক কণ্ঠে কোনোমতে অমল ডাকিল,—মা...

শুনিয়া ভানুর সে কি আনন্দ! নাড়িয়া-চাড়িয়া অমলকে সে দেখিতে লাগিল। অবোলা পশু যে-আবেগে নিজের সন্তানকে দেখে, ঠিক তেমনি ভাবে!

তারপর অমলের হাত ধরিয়া সে চলিয়া গেল।

অশ্বিনী নিশ্বাস ফেলিল, ফেলিয়া কহিল—এই ভানু...আমার

যে-স্ত্রীর কথা তোমায় বলেছিলুম...! বুদ্ধি-সুদ্ধি মানুষের মত নয়—যেন শিশু !...অথচ...বোঝে সব...দেখবে ?

সুনন্দা কোনো কথা কহিল না—নীরবে ম্লান মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তার জীবনটুকুর উপর সে যেন আজ ইচ্ছামৃত্যুর পরশ বুলাইয়া দিতে আসিয়াছে ! আত্ম-বলি ! তাহাতে এমন বেদনা, তাহা পূর্ব্বে বুঝে নাই।

অশ্বিনী চলিয়া গেল—পর-মুহূর্ত্তে ফিরিল, সঙ্গে ভানু। সুনন্দার প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া অশ্বিনী ডাকিল,—ভানু...

ডাগর দুটি করুণ চোখ মেলিয়া ভানু অশ্বিনীর পানে চাহিল। অশ্বিনী কহিল—এই মেয়েটিকে আমি বিয়ে করবো, ভাবচি। দুজনে বেশ একসঙ্গে তোমরা থাকবে...কেমন ?

নিমেষে ভানুর মুখে ছায়া নামিল ! যেন বিভীষিকা দেখিয়াছে—এমনি আতঙ্ক ! অস্ফুট আর্ত্ত রব তুলিয়া সে একেবারে আসিয়া অশ্বিনীকে চাপিয়া ধরিল—পরে ভীত নেত্রে সুনন্দার পানে চাহিয়া কহিল—না, না...তুমি যাও...তুমি যাও...আমার ভয় করচে !...বলিতে বলিতে তার দুই চোখে অশ্রুর ধারা বহিল।

সুনন্দার মন বেদনায় দুলিয়া উঠিল। সে কহিল—না, তোমায় ভয় দেখাচ্ছে ! আমি কেন ওঁকে বিয়ে করবো ? আমার স্বামী আছে...খুব ভালো স্বামী !

ভানু যেন আরাম বোধ করিল—কহিল—আছে !...

তারপর সে অশ্বিনীর পানে চাহিয়া কহিল—আমায় ভয়

দেখাচ্ছিলে !...কাকুতি-ভরা মলিন দৃষ্টি !...না, ভয় দেখিয়ো না—আমার...আমার বড্ড কষ্ট হয় !

সুনন্দা কহিল—ছি, ভয় দেখিয়ো না...বেচারী !...

ভানু কহিল,—আমি যাই,—ছেলে এসেচে...আমার ছেলে ! তাকে খেলনা দিচ্ছিলুম। এত খেলনা আনিয়েচি—ভানু চলিয়া গেল।

অশ্বিনী কহিল,—নিজের খেলনা আছে প্রচুর—কখনো ছোট ছেলেমেয়ের মত খেলনা নিয়ে খেলতে বসে—কখনো আবার যেন পাকা গিন্নী ! অদ্ভুত ! ডাক্তাররা বলচেন—ছেলেটিকে পেয়ে যদি এ ভাব কাটে—যদি মানুষ হয় ! যদি বুদ্ধি থাকতো—ও যদি... অশ্বিনী একটা নিশ্বাস ফেলিল, তারপর আবার কহিল,—তাহলে আমাদের কোনো অসুবিধা হতো না—তোমায় গ্রহণে বাধাও থাকতো না !

সুনন্দা কোনো কথা কহিল না—তার মানস-নয়নের সম্মুখে অশ্বিনীর জীবনের যে ব্যথা-ভরা ছবির আভাস জাগিতেছিল,—সে ব্যথার করুণ স্পর্শে প্রাণ তার মমতায় ভরিয়া উঠিয়া ছিল !

অশ্বিনী কহিল—শ্বশুর মশায়ের কাছে অমলকে নিয়ে যাই। তুমিও এসো—তাঁর উত্থান-শক্তি নেই !

দুজনে আসিল। দোতলার ঘরে জমিদার দীনবন্ধু রায় বিছানায় কাৎ হইয়া পড়িয়া আছেন—পাশে একরাশ খবরের কাগজ ও বহি।

সুনন্দা আসিয়া তাঁকে প্রণাম করিল। দীনবন্ধু কহিলেন—ইনি...?

অশ্বিনী কহিল—ছেলের মা। ছেলের বাপ তো আসতে পারবে না—আসবার শক্তি নেই। আপনার চেয়েও তিনি পঙ্গু, অক্ষম!—ইনি চাকরি করে যা পান, তাতেই সংসার চলে। বাপের মনে ছেলের সম্বন্ধে আশা-আকাঙ্ক্ষা খুব—ছেলে দশজনের একজন হয়—অথচ নিজের সে শক্তির অভাব! তাই আপনার হাতে ছেলেকে তুলে দিচ্ছে!

দীনবন্ধু রায় সুনন্দাকে মনোযোগ-সহকারে নিরীক্ষণ করিলেন, পরে অশ্বিনীর পানে চাহিয়া কহিলেন—তুমি এ-ছেলেটিকে নাও। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জীবনের পথে একে ঠিকভাবে চালাবার ব্যবস্থা করো। তার চেয়ে শিক্ষার বড় উপায় আর নেই! ছেলেটিকে ওঁরা নিঃস্বত্ব হয়েই তো দান করচেন? তুমি বুঝিয়েচো, ছেলেটিকে পোষ্যপুত্র নেবে? ছেলের নাম-গোত্র...

অশ্বিনী কহিল—গোত্র এক—তবে নাম-সম্বন্ধে এঁদের একটা অনুরোধ আছে।

—কি অনুরোধ?

—ছেলেটির নাম অমল—আমরা যেন ঐ অমল নামই রাখি। মা-বাপ দু-জনেরই আশা, ছেলের চরিত্র সব দিক দিয়ে চাঁদের জ্যোৎস্নার মত শুভ্র-অমল হবে...তাই।

দীনবন্ধু কহিলেন—তাতে আপত্তি কি! বেশ, অমল নামই থাকবে!...তারপর তিনি সুনন্দার পানে চাহিলেন,চাহিয়া কহিলেন,

—তোমায় দেখে বুদ্ধিমতী বলেই মনে হচ্ছে মা...আমি বলছিলুম কি,—ছ'এক হপ্তা এখানে আমাদের সঙ্গে থাকতে পারবে না? ...ছেলের পক্ষে নূতন সংসারে থাকা নাহলে সম্ভব হবে কি? প্রতিক্ষণে তোমাদের অভাব অনুভব করে ওর স্বাস্থ্য-হানি হতে পারে—মনও হয়তো মূর্চ্ছাতুর হয়ে থাকবে!

এ কি বিপদ, ভগবান!...অশ্বিনী সাগ্রহ দৃষ্টিতে সুনন্দার পানে চাহিয়া কহিল,—আমিও সেই কথা বলছিলুম...ছ'এক হপ্তা কেন, যদি বরাবর এখানে থাকেন...

সুনন্দা সবিনয় কণ্ঠে কহিল—না, আমার স্বামী...

দীনবন্ধু কহিলেন—তিনি রাজী হবেন না!...ঠিক! মানী লোক...অবস্থার ফেরে বুকখানাকে ভেঙ্গে ফেলচেন! দুর্দৈব...! না মা, সে কথা আমি বলতে পারি না।...তবে পাঁচ-সাতদিন থাকতে পারলে...অন্ততঃ তুমি! কিন্তু স্বামী! স্বামীকে...অমন অক্ষম রুগ্ন স্বামীকে একা রেখে থাক্‌বেই বা কি করে!...আমি তা বলতেও পারবো না। দীনবন্ধু সখেদে নিশ্বাস ফেলিলেন।

অশ্বিনী কহিল—আপনার স্বামীর সঙ্গে রোজ দেখা করবেন... মানে, রাত্রিটায় যদি এখানে থাকতে পারতেন...

সুনন্দা স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে অশ্বিনীর পানে চাহিল, কহিল—না।... আমি বরং রোজ এসে দেখে যাবো...। তাছাড়া ছেলে আমার খুব ঘেঁষা নয়—প্রতিকূল অবস্থার ফলে, মা-বাপ ছাড়া হয়েই ও মানুষ ...ছেলে খুব শান্ত...শিক্ষা যা পেয়েচে...আমাদের ছেড়ে থাকতে কাতর হবে না।...

দীনবন্ধু মার ব্যথা অনুভব করিলেন; কহিলেন—যা ভালো বোঝো, করো মা। ছেলেকে নিচ্ছি বলে ওর সঙ্গে তোমার সব সম্পর্ক কেটে দিচ্ছিনে...তুমি ওর মা-ই রইলে। বেশীর ভাগ আমার মেয়ে হলে আজ...আর একটি মেয়ে...বড় মেয়ে—সেই চক্ষেই যেন আমরা পরস্পরকে দেখি! কি বলো মা?

মমতা-ভরা এ কথায় সুনন্দার চোখে জল টল্‌টল্‌ করিয়া উঠিল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। অশ্বিনী ও সুনন্দা বসিয়া কথা কহিতেছিল। নিজের প্রাণটাকে এইখানে রাখিয়া সুনন্দা এবার বিদায় লইবে! অমল ভানুর কাছে—ভানু তাকে খেলনা দিয়া, আদর দিয়া অনেকখানি বশ করিয়াছে।

অশ্বিনী কহিল—এখানে থাকা তোমার পক্ষে সত্যই সম্ভব হবে না, সুনন্দা?

সুনন্দা কহিল—চোরের মত? না। সে-গৌরব ভাগ্যে যখন নেই, তখন তার লোভে আমি আকুল হবো না।...ও-লোভ আমায় দেখিয়ো না।

সে চুপ করিল। গলার কাছে কি যেন ঠেলিয়া আসিল—কথা তাই বাধিয়া গেল। সতর্কভাবে ছোট নিশ্বাস ফেলিয়া কাশিয়া গলা সাফ করিয়া মলিন মৃদু হাসি মুখে সে আবার কহিল,—এতখানি প্রলোভনের সামনে নিজেকে ক'দিন ধরে রাখতে পারবো? না... তোমরা শান্তিতে থাকো—সুখী হও...ডাক্তারদের কথা সত্য হোক্,

তোমার স্ত্রীর মন সজীব, সচেতন হোক! আমি দূরে থেকে ভগবানকে এই কামনাই জানাবো!

অশ্বিনী কহিল,—কিন্তু কোনোদিন যদি ভানুকে বোঝাতে পারি ...শ্বশুর মশায়কে বোঝাতে পারি...?

মাটীর দিকে চাহিয়া নত-মুখেই সুনন্দা কহিল—না,—সে চেষ্টা করোনা!...তোমায় কতবার বলবো, আমার চাওয়া-পাওয়া শেষ হয়ে গেছে...চাইবার বা পাবার আর কিছু নেই...মনে কোনো ক্ষোভও নেই...এক বিন্দু না। তুমি এ-কথা বিশ্বাস করো।

অশ্বিনী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—আমায়...না...তুমি আমার পাপের যোগ্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাই করচো...!

—ছি। ও-কথা বলো না।...তাহলে আমি উঠি...

অশ্বিনী তার হাত ধরিল, কহিল—একটা অনুরোধ...

—বলো...

—ও-বাড়ীতে অমন দীনভাবে তোমার থাকা হবে না সুনন্দা... আমি তোমার বাসের ব্যবস্থা করি। সে অনুমতি...

মাথা নাড়িয়া সুনন্দা কহিল,—না!...তারা! তাকে ছেড়ে কোথাও যাবার শক্তি নেই। আমার নিজের বোন থাকলে সেও বুঝি আমায় এমন ভালোবাসতো না! তাকে ছেড়ে কোথাও আমি থাকবো না—থাকতে পারবো না! হ্যাঁ, তবে একটা কথা ...তোমার এই চলার পথে...মানে, ঐ ইলেক্‌সনের ব্যাপারে চারিদিকে এই যে ইতর চক্রান্ত চলেছে, তা তুমি নীরবে সহ করবে?

—কাদা মাখতে বলো তুমি...তাদের সঙ্গে প্রকাশ্য বিরোধ তুলে ?

—কিন্তু এই সব ইতর কুৎসা...তার প্রতিকার ?

—ওদের মস্ত দল...বিভোর দত্ত বলে' এক পয়সা-ওয়ালা নিষ্কর্ম্মা আছে—তাকে জড়িয়ে এরা চক্র গড়েচে ! শ্বশুর মশায় জানলে ক্ষেপে উঠবেন...তাই হুঁশিয়ার আছি, ওদের ওই বিষ-মাখা কথা তাঁর কাণে না যায় !...এ নিয়ে কথা বলতে গেলে কালি মাখা ছাড়া আর কোনো লাভ হবে না ।

শেষের কথাগুলা সুনন্দার কাণেও গেল না ! বিভোর দত্ত ! বিভোর ! নামটা মনের মধ্যে মস্ত ঝড় তুলিয়া দিল !...

তার পর বিদায়ের পালা...

ভানু কহিল,—তুমি থাকো...যেয়ো না ।

হাসিয়া সুনন্দা কহিল—কিন্তু তুমি সহ্য করতে পারবে ? শুনলে তো, তোমার স্বামী বলছিল, আমায় বিয়ে করবে !...

ভানু আবার সেই প্রশ্ন-ভরা দৃষ্টি মেলিয়া তার মুখের পানে চাহিল, কহিল,—করুক্ না বিয়ে ! আমার ছেলে আছে ।

সুনন্দা তার গালটা টিপিয়া দিয়া কহিল—না...তুমি লক্ষ্মী, সুখে থাকো, সুস্থ হও...সুস্থ হলে বুঝবে, এ সংসারে আমায় স্থান না হওয়াই উচিত !...আসি ভাই। তোমার ছেলে, স্বামী...সকলকে নিয়ে চির-সুখে সুখী হও তুমি !

১৪

এলগিন রোডের মোড়ে স্থনন্দা গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

বিভোর দত্ত! বিভোর! তারি পয়সায় এ অভিযান!...সে অফিসে আসিল। অফিস বন্ধ। দরোয়ানটা নীচের তলায় সিঁড়ির পাশে বসিয়া সুর করিয়া তুলসীদাসের রামায়ণ পড়িতেছে। স্থনন্দা ডাকিল—দরোয়ানজী...

দরোয়ান সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। স্থনন্দা কহিল—বিভোর বাবুর...মানে, ঐ দত্ত-সাহেবের বাড়ী কোথায়, জানো?

দরোয়ান কহিল,—হাঁ...গোয়াবাগান!...মস্ত বাড়ী। বাড়ীর ফটকে নাম লেখা আছে।...

স্থনন্দা ট্রামে চড়িয়া সোজা আসিল এস্প্লানেডে। রাত্রি হইয়া গিয়াছে...এখন কি দেখা পাইবে?

আবার মনে হইল, বুঝাপড়া যা হয়, রাত্রির নির্জ্জনতার মধ্যেই তা হোক!...অশ্বিনীকে এ ইতর-আক্রমণ হইতে সে রক্ষা করিবেই।

ট্রামে চড়িয়া সে আসিয়া নামিল হেদুয়ার মোড়ে।...বিভোরের গৃহ খুঁজিয়া বাহির করিতে কোন কষ্ট হইল না। বাহিরে ড্রয়িংরুম ...বিভোর একটা সোফায় পড়িয়া আছে—সামনে ছোট টেব্‌লের উপর বোতল, গ্লাশ...

দেখিয়া স্থনন্দা কাঁপিয়া উঠিল। বিভোর সুরা পান করে!

এ পরিচয় তার অবিদিত ছিল। জানিলে হয়তো এখানে আসিত না! আসিয়া যখন পড়িয়াছে...

বিভোর কহিল—কে?

সুনন্দা কহিল—আমি!...

—সুনন্দা দেবী! আরে...Thrice Welcome! Three times thrice welcome! বসো...বসো...

অভ্যর্থনায় বিপুল উৎসাহ! সুনন্দা বুঝিল, মত্ততার লক্ষণ।

বিভোর কহিল—কি খপর? দেখচো,—Still waiting for you and I would wait for ever...(এখনো তোমার প্রতীক্ষায় আছি। চিরদিন থাকিব।)

সুনন্দা মৃদু হাসিল। তার বুকের মধ্যে যা হইতেছিল...যেন প্রলয়ের ব্যাপার!

সুনন্দা কহিল—আপনি মদ খান?

—Oh—no, এ? just a bit bucking up! (এ শুধু একটু চাঙ্গা হওয়া!) তুমি বলো, আদেশ করো, সব ফেলে দিচ্ছি... বলিতে বলিতে বোতল ও গ্লাশ হাতে লইয়া লোষ্ট্রবৎ সে দূরে নিক্ষেপ করিল...ঝন্-ঝন্ শব্দে বোতল ও গ্লাশ পড়িয়া চূরমার হইয়া গেল।

বেয়ারা-খানশামা ছুটিয়া আসিল। বিভোর কহিল—ভেঙ্গে ফ্যাল্ সব বোতল। আমায় মাতাল ভেবেচিস্ ব্যাটারা—না? তাই গ্লাশ-গ্লাশ মদ গেলাশ!

বেয়ারা-খানশামার দল বেকুব বনিয়া সরিয়া গেল।

বীরের ভঙ্গীতে বিভোর কহিল—দেখলে, তোমার সম্মান রাখতে জানি কি না...

সুনন্দা একটা নিশ্বাস ফেলিল, কোনো কথা বলিল না।...

বিভোর কহিল—কিন্তু হঠাৎ...? আমার sorrows বুঝে at last...! তা দেখে যাও। না, এসো, আসতে হবে...এত-বড় বাড়ী a solitary cell—crying for its Queen !...এসো, দেখে যাও...

মাতালের উৎসাহ! সুনন্দাকে উঠিতে হইল—এবং সারা বাড়ী ঘুরিয়া দেখিতে হইল।

সিঁড়ি, ঘর, দোতলার বারান্দা। জ্যোৎস্নায় দুনিয়া ভরিয়া গিয়াছে! বাতাসের উতল দোলা...

বিভোর কহিল—Well, what's your mission Miss ?...(কি চাও ?)

সুনন্দার বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল—না, না, এ সে কি বলিতে আসিয়াছে! কার কাছে! একটা মাতাল...! ছিঃ!

এ-সব নভেলে সাজে...বাস্তব জীবনে বিসদৃশ, ভারী বিসদৃশ! কুৎসিত! কদর্য্য!

বিভোর কহিল—জানো তো, I am always at your service...

সুনন্দা কহিল—একটা অনুরোধ...

—বলো—I can lay my whole world at your feet... (তোমার পায়ে আমার সমস্ত পৃথিবীকে রাখিতে পারি)

—অশ্বিনী বাবুর বিরুদ্ধে এই যে ইতর অভিযান চালিয়েছেন, এ বন্ধ করুন!

সুরাপান করিলেও বিভোর চেতনা হারায় নাই! সে কহিল—জিজ্ঞাসা করতে পারি দেবী—Why? And why should you feel so much for that wet cat? (সে ভিজা বিড়ালটার জন্য তোমার এত দরদ কেন?)

সুনন্দার ঠোঁট কাঁপিল, গলা কাঁপিল—কম্পিত-ভাষে সে কহিল, —বড় দুঃখী...এই কাজটুকু ছাড়া দুনিয়ায় তাঁর কিছু নেই... কিছু না...

স্থির দৃষ্টিতে বিভোর সুনন্দার পানে চাহিল—অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল,—পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—And is this the only reason for your intervention? (ইহাই তোমার মধ্যস্থতার কারণ?)

সে দৃষ্টির সামনে সুনন্দা অপনাকে অটল রাখিতে পারিল না! বারন্দার রেলিঙ ধরিয়া মাথা নামাইল। বিভোর কহিল—মূল্য? And I agree. But you do not know what complications there are—একটা ব্যাপারের সন্ধান পাওয়া গেছে!... হাসপাতালে এক illegitimate child...বাপের নাম মিলচে অশ্বিনী। সে আমাদের এই অশ্বিনী কি না, তার সন্ধান চলেছে।

সুনন্দা কোনোমতে আপনাকে দাবিয়া রাখিয়া কহিল—যদি ইনিই হন্...? তার জন্য দেশের কাজে তাঁর অধিকার থাকবে না—এমন কথা কেন ভাবেন? যাঁরা বড় বড় কাজ করে সভ্যতার

শ্রীবৃদ্ধি করচেন, তাঁদের প্রাইভেট জীবনে দোষ-দুর্ব্বলতা কি কিছু নেই? তাই নিয়েই তাঁর বিচার করবেন? সে সব wrongs-এর (অন্যায়) পিছনে...যদি wrongsও তাঁরা করে থাকেন...কি কারণ আছে, তার সন্ধান না নিয়েই... ?

অশ্রুর বাষ্পে সুনন্দার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। সে চুপ করিল।

বিভোর কহিল,—I admit...তবু একটা হুজুগ! আমি গোড়ায় এ-সবের মধ্যে ছিলুম না.. কিন্তু বলেচি তো—such void in life...কিছু তো করা চাই! কাজেই দিনের বেলায় হুজুগে মেতে থাকি। হৈ-হৈ করে বেড়াই। এবং সন্ধ্যার পর লক্ষ্মী ছেলেটীর মত বাড়ীতে বসে একটু-আধটু পান করি—after dusk you would always find me at home—never going out...অথচ বদখেয়ালির কি opportunities আমার সাম্নে! ...জানো সুনন্দা দেবী...দু'চারবার দলে ভিড়ে জাহান্নমের দোর অবধি গিয়েচি...কিন্তু believe me—those two eyes of yours...how they haunted me...how they saved me! (বিশ্বাস করো, তোমার এই দুটী চোখ—তারা আমার আশে-পাশে... তারাই আমাকে রক্ষা করিয়াছে)

বিভোর নিশ্বাস ফেলিল—ফেলিয়া কহিল,—No, not like a ghost but as the Holy Angel,...if there be any, of course! (ভূতের মত নয়—দেবীর মত!)

সুনন্দার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল।...সে-জল দুই গাল বহিয়া ঝরিয়া পড়িল...নির্ব্বাক নিস্পন্দ সুনন্দা বারান্দার রেলিং

ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল...তার পা কাঁপিতেছে। ঐ আকাশ-ভরা জ্যোৎস্না...দুনিয়ার এতখানি বেদনায় পাণ্ডু মলিন হইয়া গেল!

তার চোখের সে জল বিভোর লক্ষ্য করিল, কহিল,—কাঁদচো সুনন্দা!

তার বুকে বেদনা জাগিল! সে কহিল—Now I see...বেশ, এ চক্রান্তের বিরুদ্ধে আমি দাঁড়াবো...like a hero (বীরের মত)! Lucky Aswini !...I shall fight his cause। This Jatai & Co....I would knock them down—I promise... (ভাগ্যবান অশ্বিনী! আমি তার পক্ষে দাঁড়াইব—জটাই কোম্পানীর বিরুদ্ধে। আঘাতে তাহাদের চূর্ণ করিব—আমার পণ! কেঁদোনা দেবী...)

সুনন্দার আঁচল ধরিয়া সেই আঁচলের প্রান্ত দিয়া বিভোর তার চোখের জল মুছাইয়া দিল।

সুনন্দা কহিল—আমি helpless...এ-ঋণ...কম্পিত অধরে কথা আবার বাধিয়া গেল। চোখেও রাজ্যের কাতরতা!

বিভোর কহিল—আমি বুঝেচি—Never mind! It is a pleasure to work for you! (কিছু ভাবিয়ো না। তোমার জন্য যাহা করিব, তাহাতে আনন্দ)—And about that? O, I shall wait for you ever and ever...here and in life here-after! (আমি তোমার প্রতীক্ষায় থাকিব—শুধু এ জীবনে নয়—পর-জীবনেও!)...

কথাটা বলিয়া সে হাসিল। সুনন্দা কহিল,—আপনি মহৎ!

বিভোর কহিল,—একটা কথা...বলবে?...

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সুনন্দা চাহিল; বিভোর কহিল,—You...I mean, you love him...this Aswini? (তুমি এই অশ্বিনীকে ভালোবাসো?)

গাঢ় স্বরে সুনন্দা কহিল,—আমার স্বামী!

আকাশখানা যদি সেই মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া চৌচির হইয়া বিভোরের মাথায় পড়িত, সে তত চমকিত না! এ কথায় তার বিস্ময়ের অন্ত রহিল না। অস্ফুট স্বরে সে কহিল—স্বামী! That's a mystery! (রহস্যময়)

—হাঁ—বিবাহের মন্ত্র পড়িনি...তবু! ও ছেলে আমারি... ওঁরই ছেলে! সে ছেলেকে আজ স্বীকার করেচেন। তাঁর স্ত্রী আছে। তবু তিনি বড় দুর্ভাগা! দেখে মনে হয়...না, আমি তাঁর কাছে কিছু চাই না—recognitionও না! আমার জন্য তিনি আজ সব করতে প্রস্তুত! কিন্তু তাঁর সব পরিচয় জেনে...না ...আমি তা করতে দেবো না—দিতে পারি না...ছেলেকে সমাজ স্বীকার করবে—ওঁরা তাকে পোষ্যপুত্র নিচ্ছেন!...এ কথা আমরা ছাড়া আর কেউ জানে না। তৃতীয় ব্যক্তি আপনি এখন জানলেন। আপনি তাঁর সহায় হয়ে, বন্ধু হয়ে পাশে দাঁড়ান... তাঁর বন্ধু নেই, সহায় নেই, কেউ নেই!—তিনি বড় দুর্ভাগা।

বিভোর কহিল—এই! Buck up, my girl...তোমায় আমি ভালোবাসি চিরদিন...প্রথমটায় chance হারিয়েছি—because I was shy...তারপর...কিন্তু বাঃ! এ কি sacrifice তোমার...

তোমাকে পাবার প্রয়াস আমার পক্ষে...a moth for the star ! Oh my !...

সুনন্দা কহিল—আমায় পাবার সম্ভাবনা কেন থাকবে না ? আপনাকে বরাবর আমি শ্রেষ্ঠ বন্ধু বলে জানি। এবং তাই জানবো —যতদিন বাঁচবো ।

—Ah ! and let me be your friend...a true friend ! Here we are—(আমায় প্রকৃত বন্ধু হইতেই দাও ! এই তো আমরা)—বিভোর সুনন্দার হাত ধরিল ; আবেগ-জড়িত স্বরে কহিল—two friends—one with his desires unfulfilled ; and the other—adorable...simply adorable...above all desires, all passions, like the Great God overhead ! (দুটী বন্ধু। একজন অতৃপ্ত বাসনায় দুঃখী...আর একজন বরেণ্য...সকল বাসনা, সকল কামনার উর্দ্ধে স্থিত ভগবানের মত বরেণ্য !)

শেষ

গ্রন্থকারের অন্যান্য বই

উপন্যাস

আঁধি	২॥০	নিরুদ্দেশের যাত্রী	১॥০
জীবন-স্বপ্ন	২॥০	বাবলা	১॥০
পিয়ারী	২৲	লাল ফুল	১॥০
লজ্জাবতী	২৲	ছোট পাতা	১॥০
কুজ্ঝটিকা	২৲	মরু-মায়া	১॥০
রূপছায়া	২৲	নিশীথিনী	১॥০
বহ্নিশিখা	২৲	মনের মিল	১৲
গরীবের ছেলে	২৲	শান্তি	১৲
মুক্ত পাখী	২৲	মমতা	১৲
নারী	২৲	দরদী	১৲
নিশির ডাক	২৲	সোনার কাঠি	১৲
বিনোদ হালদার	২৲	প্রেয়সী	১৲
অতঃপর	২৲	নবাব	২॥০
স্ত্রীবুদ্ধি	১৸০	মাতৃ-ঋণ	১॥০
মুক্তি	১৸০	বন্দী	১৲
কাজরী	১॥০	পথের পথিক	৷৶০
নেপথ্যে	॥০		

ছোট গল্প

তরুণী	২৲	রঙের টেক্কা	২৲
সচকিতা গৃহিণী	২৲	যৌবরাজ্য	১॥০
খাট্টা ও খোট্টা	২৲	মৃণাল	১।০